Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১১তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০০৮

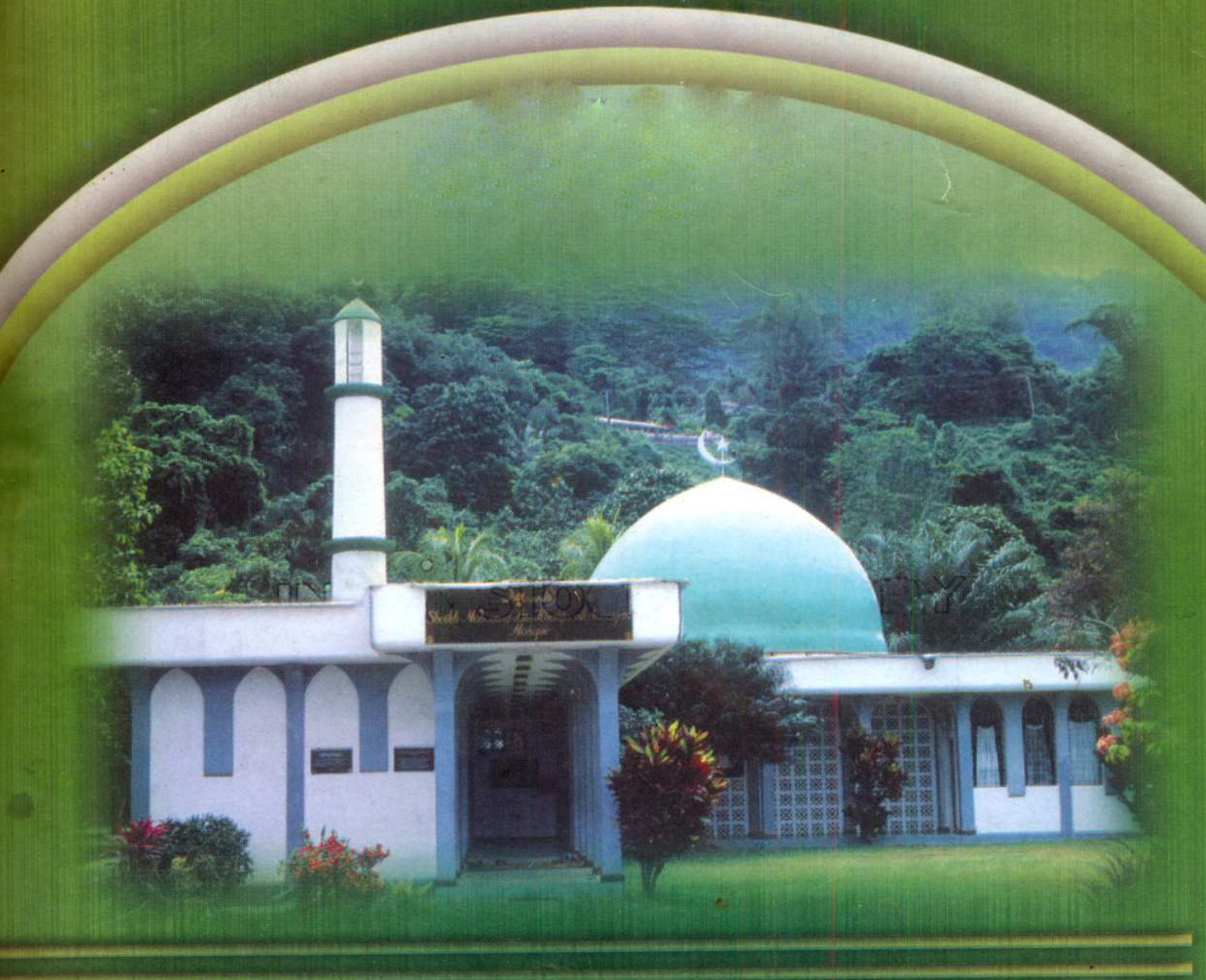

মাসিক

আত-তাহরীক

১১তম বর্ষ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ইং ৫ম সংখ্যা

সূচীপত্র

❁ **সম্পাদকীয়** ০২

❁ **প্রবন্ধঃ**

❑ যাদু-টোনা ও জিন-শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্তি লাভের রূহানী চিকিৎসা ০৩
-আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম

❑ জাল ও যঈফ হাদীছ বর্জনে কঠোর মূলনীতি এবং তার বাস্তবতা *(শেষ কিস্তি)* ০৭
- মুযাফফর বিন মুহসিন

❑ মহা হিতোপদেশ – *অনুবাদঃ আবু তাহের* ১৬

❑ তাওহীদ *(৫ম কিস্তি)* *-আব্দুল ওয়াদূদ* ১৯

❁ **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ২৬
♦ ৯/১১ এর ডামাডোলে ন্যাটোর চুক্তি ১৯৯৯ 'র লক্ষ্য পূরণঃ ভয়াবহ হুমকির মুখে মুসলিম বিশ্ব
- শাহীনুর রহমান।

❁ **মনীষী চরিতঃ** ৩০
♦ আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ)
- মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

❁ **ক্ষেত-খামারঃ** ৩৪
♦ আমের গুটি ঝরা ♦ ক্ষতিকারক পোকা

❁ **কবিতাঃ** ৩৬
♦ সংগ্রামী নেতা ♦ একুশ মানে
♦ মাতৃবিলাপ ♦ স্বাধীন দেশ।

❁ সোনামণিদের পাতা ৩৭

❁ স্বদেশ-বিদেশ ৩৮

❁ মুসলিম জাহান ৪১

❁ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২

❁ সংগঠন সংবাদ ৪৩

❁ পাঠকের মতামত ৪৭

❁ প্রশ্নোত্তর ৪৯

সম্পাদকীয়

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক বছরঃ জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

১৯৯১ সালে প্রথম নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধানটি সংবিধানে সংযোজিত হয়। এরপর এরূপ কয়েকটি সরকার চলে যাওয়ার পর আসে ১/১১-এর ঘটনা। এ দিনটি বাংলাদেশের জন্য এক ঐতিহাসিক টার্নিং পয়েন্ট। এদিনে সূচনা হয় এক নব অধ্যায়ের, আরম্ভ হয় নতুন সরকারের পথ চলা। ইতিপূর্বে ৩৬ বছর ধরে এদেশের জাতীয় জীবনে যে কালো অধ্যায় রচিত হয়েছে, জাতির স্মৃতিপট থেকে তা মুছে যায়নি। গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে নির্লজ্জ দলীয়করণ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগসহ সর্বস্তরে পেশীশক্তির প্রভাব, টেন্ডারবাজির নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লোপাট, দুর্নীতিতে পাঁচবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন খেতাব লাভ জাতির ললাটে কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছে। দুর্বৃত্তের দাপট আর অশুভ শক্তির কাছে সর্বদাই পরাস্ত হয়েছে মনুষ্যত্ব-মানবিকতা, ন্যায়নীতি, সুস্থ মূল্যবোধ, বিবেক-বুদ্ধি, ন্যায়বিচার সবকিছুই। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সন্ত্রাস, জনগণের শান্তি নিরাপত্তা হয়েছে বিঘ্নিত, তাদের জীবন কাটাতে হয়েছে সদা ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের মধ্যে। ক্ষমতাসীনদের সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা ছিল আরো কদর্য ও কুৎসিত ধরনের। দরিদ্র অসহায় গরীব-দুঃখীর ত্রাণসামগ্রী থেকে শুরু করে ভিজিএফ কার্ডের জন্য বরাদ্দকৃত সামান্য খাদ্যদ্রব্য আত্মসাতেও হাত কাঁপেনি লুটেরা শাসকদের, বাধা দেয়নি তাদের বিবেকও। দলীয়করণের সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত প্রশাসনও কার্যত নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়েছিল। সেখানে চলছিল দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে উপরি গ্রহণের মহোৎসব। বহু রক্ষক ভক্ষক হয়ে মানুষের রক্ত চুষে খেয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর বিগত ৩৬ বছর ধরে এসবই ছিল বাংলাদেশের অতি পরিচিত চিত্র। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার অব্যাহত সংঘাত-সংঘর্ষ এবং হানাহানির কারণে দেশ যখন গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত সেই দুঃসন্ধিক্ষণে ড. ফখরুদ্দীন আহমাদের নেতৃত্বে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা, হঠকারিতা ও দায়িত্বহীন ভূমিকার কারণে অতিষ্ঠ দেশের মানুষ এ সরকারকে স্বাগত জানায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আশাহত মানুষেরা আবারও নতুন আশায় বুক বাঁধে।

গত তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্ধারিত সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করলেও বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আছে ১ বছর। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের নিরিখে এক বছর সময় খুবই নগণ্য হ'লেও দেশের প্রেক্ষাপট ও জাতির প্রত্যাশার বিবেচনায় বর্তমান সরকারের এক বছর সময়কাল মূল্যায়নের দাবী রাখে। এ সময়ে সরকারের যেমন রয়েছে সফলতা তেমনি রয়েছে অনেক ব্যর্থতা। এ সরকারের উল্লেখযোগ্য সফলতা ও কৃতিত্ব হচ্ছে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক দলগুলোর উন্মত্ততা, প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার বিপরীতে একটি স্থিতিশীল অবস্থা জাতি প্রত্যক্ষ করছে। সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে দেশে আন্দোলন-বিক্ষোভ নেই, জ্বালাও-পোড়াও নেই, নেই কথায় কথায় অবরোধ-হরতাল-ধর্মঘট, নেই রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ

ও হানাহানি। সন্ত্রাসী, মাস্তান, চাঁদাবাজ, হাইজ্যাকার, দুর্বৃত্ত-দুর্জনদের দৌরাত্ম্য কমেছে। ফলে জনজীবনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষায় সরকারের এ তৎপরতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান এ সরকারের অন্যতম কৃতিত্ব। দুর্নীতিবাজ রাঘববোয়ালদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনেছে এবং তাদের আসল চেহারা জনসম্মুখে উন্মোচিত করেছে এ সরকার। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের গণদাবী বাস্তবায়ন এ সরকারের আরেকটি সফলতা। এর মধ্য দিয়ে জনগণের বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। 'রেগুলেটরী রিফর্ম কমিশন', স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ বাহিনীর সংস্কারে 'পুলিশ রিফর্ম কমিশন' এবং তথ্য অধিকার আইন ও মানবাধিকার আইন কমিশন গঠন সরকারের কতিপয় প্রশংসনীয় উদ্যোগ। অবৈধ দখলদার ও স্থাপনা উচ্ছেদ, সন্ত্রাস দমন, পিএসসি সংস্কার, হাযার হাযার নতুন করদাতা শনাক্তকরণ ও রেকর্ড পরিমাণ রাজস্ব আদায়, শত শত কোটি টাকার অঘোষিত আয় প্রকাশ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকার সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু সরকারের সফলতার এ খতিয়ান অনেকাংশে ম্লান হয়েছে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বন্ধ্যত্ব ও অচলবস্থার কারণে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর প্রদত্ত তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ১০ দশমিক ৬ শতাংশ, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ দশমিক ৫ শতাংশ, যদিও যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে এ হার ৮ শতাংশ। গত এক বছরে রফতানী কমেছে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ। দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ কমেছে ৮৩ শতাংশ। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির অবনমনে দু'দফা বন্যা, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে বটে, কিন্তু এগুলি মুখ্য কারণ নয়। তেমনি বিনিয়োগ বন্ধ্যত্ব, আমদানী বৃদ্ধি, রফতানী হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্যও উল্লিখিত কারণগুলো নিয়ামক ভূমিকা পালন করেনি। বরং অর্থনীতির এ বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় ও প্রধান কারণ বিনিয়োগ, উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অনাকাঙ্খিত ব্যাপক মন্দা। বর্তমান সরকার দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের নামে উদ্যোক্তা, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যে ঢালাও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে অর্থনীতিতে এ বিপর্যয় নেমে এসেছে। এথেকে উত্তরণের মৌলিক উপায় খুঁজে বের করে কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে কেবল 'বেটার বিজনেস ফোরাম' গঠন করে অর্থনীতির চাকা সচল ও গতিশীল করা সম্ভব নয়। এ সরকারের ব্যর্থতার অন্যতম দিক হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। গত সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য লাগামহীন দশায় পৌঁছে। তাই জনগণের প্রত্যাশা ছিল এ সরকার বাজার পরিস্থিতি সামাল দিয়ে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরবে। কিন্তু জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বরং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়েই চলেছে। টিসিবির হিসাব মতে, গত এক বছরে খাদ্যপণ্যের দাম ৬ শতাংশ থেকে ১১৬ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। গত নভেম্বর থেকেই প্রকারভেদে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ৪০ থেকে ১২০ শতাংশ পর্যন্ত। শুধু চালের দাম বেড়েছে ৭৫ থেকে ৯০ শতাংশ। এতে প্রতি কেজি ১৪ টাকার চাল ৩২-৩৫ টাকা ও প্রতি কেজি ১৮ টাকার আটা ৩৮-৪০ টাকা হওয়ার রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। ফলে জনমনে বেড়েছে ক্ষোভ, হতাশা, চলছে সরকারের সমালোচনা। এ সরকার ক্ষমতায় আসার সময় দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানালেও পণ্যসামগ্রীর বল্গাহীন মূল্যবৃদ্ধি সরকারের সেই জনপ্রিয়তাকে প্রায় শূন্যের কোটায় নামিয়ে দিয়েছে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। কেননা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রতিযোগিতামূলক দামে প্রয়োজনীয় খাদ্য কেনার যথাযথ সামর্থ্য আমাদের নেই। তাছাড়া বিগত সরকারের মত বর্তমানেও আমাদের কৃষিখাত অবহেলিত রয়েছে। অথচ বীজ, সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর মত উপকরণ সময়মত সরবরাহ করে এবং আবাদের জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ যোগান দিতে পারলেই আমাদের আবাদযোগ্য জমিতে ১০ গুণ বেশী ফসল উৎপাদন সম্ভব। আর এটা সম্ভব হ'লে খাদ্যের চাহিদাও পূরণ হবে এবং খাদ্যপণ্যের দামও কমবে। এ সরকারের আমলে শিক্ষা প্রশাসনে শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হয়নি। দেশের শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা সংস্কারে এ সরকারের নিষ্ক্রীয়তা ও নির্লিপ্ততা পরিলক্ষিত হয়েছে। অথচ বিগত সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম ছিল সবচেয়ে বেশী ও সর্বব্যাপী। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে নিম্নস্তর অবধি দুর্নীতির অবাধ ও ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। হাযারো অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে এ সেক্টরে। নিয়োগ বাণিজ্য, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, অর্থ ও যৌন কেলেংকারীর মত হাযারো অভিযোগ রয়েছে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোর ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রেও জনগণ সরকারের কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লক্ষ্য করেনি। অপরদিকে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এ সরকারের পক্ষ থেকে গত এক বছরে ইসলামী আদর্শের স্বার্থে তেমন কিছু করা হয়নি। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কটাক্ষ করে কার্টুন প্রকাশকারীদের বিরুদ্ধেও তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি। শুধু তাই নয়, জন্ম নিবন্ধন ফরম, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরীর ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য রাখা হয়নি। যাকে ডিইসলামাইজেশনের পদক্ষেপ বলে মনে করছেন সচেতন মহল। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী ইহুদী-খৃষ্টান, জায়নবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির সাহায্যের নামে চাপিয়ে দেওয়া কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমরা যেন ডিইসলামাইজেশনের দিকে ধাবিত না হই কিংবা কোন দেশী-বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহল যাতে অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সাহায্যের নামে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সুযোগ না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরিশেষে বলব, অর্থনীতির চাকা সচলকরণ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, সার ও বিদ্যুৎ সংকট নিরসন এবং খাদ্য ঘাটতি রোধে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথার্থ পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সাথে তৈরী পোশাকশিল্পে বিরাজমান সকল প্রকার অনিয়ম দূরীভূত করে এখাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের অর্জিত সফলতার জন্য বাগাড়ম্বর নয়; বরং আরো বেশী ভাল কাজের চেষ্টা করতে হবে। পক্ষান্তরে ব্যর্থতার দায় এড়ানোর জন্য অযুহাত দাঁড় না করিয়ে লজ্জিত হয়ে বিনীতভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

যাদু-টোনা ও জিন-শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্তি লাভের রূহানী চিকিৎসা

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

মারাত্মক ক্ষতিকর বিদ্যা সমূহের অন্যতম হ'ল যাদু বিদ্যা। এই বিদ্যা চর্চা করা ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম। এই বিদ্যা চর্চা করাকে ইসলামে কুফরী বলা হয়েছে।

হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ،

'তারা কাউকে যাদু শিক্ষা দিত না যতক্ষণ তাদেরকে না বলতেন যে, আমরা তো (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা স্বরূপ, অতএব কুফরী কর না' *(বাক্বারাহ ১০২)*।

মহান আল্লাহ যাদু চর্চাকারীদের সম্পর্কে বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ–

'তারা অবশ্যই অবগত আছে যে, যে উহা (যাদু) ক্রয় করবে তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই' *(বাক্বারাহ ১০২)*।

আর একথা সর্বজন বিদিত যে, পরকালে যাদের কোন অংশ নেই তারা হ'ল কাফির ও মুশরিক। কাজেই যাদুকর যে কাফির এই আয়াতই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ছাহাবী জুন্দুব (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত আছে তিনি বলেন, যাদুকরের 'হদ' তথা শাস্তি হল তরবারী দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলা।[১]

ওমর (রাঃ) জায ইবনু মু'আবিয়া-এর নিকট প্রেরিত পত্রে এই মর্মে নির্দেশ করেছিলেন যে, 'তোমরা সমস্ত যাদুকরকে হত্যা করে ফেলবে'। তারাও উক্ত নির্দেশ পেয়ে একই দিনে তিন জন যাদুকরকে হত্যা করেছিলেন।[২]

উম্মুল মুমিনীন হাফছা (রাঃ)-কে তার কৃতদাসী যাদু করলে তাকে তিনি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩]

যাদু বিদ্যা চর্চা করা বা শিক্ষা করা যেমন কুফরী তদরূপ যাদু-টোনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যাদু করা বা যাদুর আশ্রয় নেওয়াও কুফরী। উক্ত কাজকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় শয়তানের কাজ বলা হয়েছে।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে যাদু দ্বারা যাদু ছুটানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'এটি শয়তানের কর্ম'।[৪]

উল্লেখ্য যে, যাদু-টোনায় ঔষধ-বড়ি কোন কাজে আসে না। কাজেই যাদু-টোনা থেকে নিরাপদ থাকা বা যাদু দ্বারা আক্রান্ত হ'লে তা থেকে আরোগ্য লাভ করার একমাত্র পথ হ'ল রূহানী ইলাজ তথা শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক।

একই অবস্থা জিন-শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রেও ডাক্তারী লাইনের ঔষধ-বড়ি মোটেই ফলপ্রসূ হয় না। একমাত্র শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁকই তার বিকল্প চিকিৎসা। তবে দেখা যায়, উভয় প্রকার রোগী আরোগ্য লাভের জন্য এমন কিছু কাজ করা হয় অথবা প্রচলিত কবীরাজদের অনেকেই ঐসব রোগের চিকিৎসা স্বরূপ এমন কিছু কাজ করে থাকে বা রোগী দ্বারা করিয়ে থাকে যা প্রকাশ্য শিরক। যেমন- তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট তথা জিন, ফেরেশতা, নবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়া, এমনকি হিন্দুদের দেব-দেবী প্রভৃতির নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট তারিখে লাল বা কালো মোরগ জিন-ভূতের নামে রোগীকে যবেহ করতে বলে কিংবা ৪/৫ কেজি মিষ্টি গায়রুল্লাহ্র নামে মানত হিসাবে প্রদান করতে বলে ইত্যাদি। এগুলো সবই শিরক। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্মত চিকিৎসাই এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এসব শিরকী পন্থায় চিকিৎসা ফলপ্রসূ হ'লেও তা গ্রহণ করা শরী'আতে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম। এভাবে চিকিৎসা নেওয়া মানেই নিজেকে কাফির, মুশরিক সাব্যস্ত করা।

আলোচ্য নিবন্ধে যাদু-টোনা, জিন-শয়তান প্রভৃতি থেকে নিরাপদ থাকার উপায় এবং তাদের দ্বারা আক্রান্ত হ'লে তা থেকে আরোগ্য লাভের শরী'আত সম্মত পদ্ধতি আলোকপাত করা হ'ল-

(ক) যাদু-টোনা থেকে নিরাপদ থাকার পদ্ধতিঃ

১. প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী তথা সূরা বাক্বারার ২৫৫ নং আয়াত পাঠ করবে[৫] এবং রাতে শয়ন

---

* *দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, জাহরা শাখা, কুয়েত।*

১. *ইমাম বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর, ২/২২২, দারাকুতনী, বায়হাক্বী ৮/১৩৬; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ৪/১৯/১,২; তিরমিযী, 'দণ্ড' অধ্যায়, হা/১৩৮০, তিনি হাদীছটিকে মারফূভাবে উল্লেখ করতঃ মওকূফ হিসাবে বিশুদ্ধ বলেছেন। বিস্তারিত দ্রঃ ছালেহ বিন আব্দুল্লাহ উছায়মীন প্রণীত কিতাবুত-তাওহীদের তাখরীজ আদ-দুররুন নাযীদ, দারু ইবনু খুযায়মাহ পৃঃ ৮৭।*

২. *আহমাদ, হা/১৫৬৯; আবুদাঊদ, 'জমির কর' অধ্যায়, হা/২৬৪৬।*

৩. *মাসায়েলে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, মাসআলা নং ১৫৪৩, বায়হাক্বী ৮/১৩৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২/৮৭২, আছারটি ছহীহ। বিস্তারিত দ্রঃ আদ-দুররুন নাযীদ, পৃঃ ৮৬।*

৪. *আহমাদ, ৩/২৯৪; আবুদাউদ, ১০/৩৪৮, আওনুল মাবূদ হা/৩৮৫০; হায়ছামী বলেন, অত্র হাদীছটি আনাস থেকে ইমাম বাযযার ও তাবরানী স্বীয় আওসাত্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ ছহীহ বুখারী বা মুসলিমের রাবী। দ্রঃ মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১০৫; হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এই হাদীছটির সনদ হাসান। দ্রঃ ফাতহুল বারী, ১০/২৩৩, গৃহীতঃ আল্লামা ফাহাদ বিন যুহইয়ান সুহায়মী, আহকামুর রুক্বা ওয়াত তামাইম পৃঃ ১৫০-১৫১।*

৫. *নাসাঈ, আমালুল ইয়াওম, নং ১০০; ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওম, নং ১২১; ইবনু হিব্বান, কিতাবুছ ছালাত, হাদীছ ছহীহ, দ্রঃ ছহীহুল জামে, হা/৬৪৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৯৭২; ছিফুনুল মুসলিম, পৃঃ ৫০ নং ৭১।*

করার সময়ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে।[৬]

২. সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব, নাস প্রত্যেক ছালাত শেষে একবার করে[৭] এবং ফজর ও মাগরিবের পর তিন বার করে পড়তে হবে।[৮]

৩. রাতের প্রথম অংশে সূরা বাক্বারার ২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়াত পড়বে।[৯]

৪. যেকোন সময় বিশেষ করে রাত্রী বেলায় নীচের দো'আটি পড়বে (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)

উচ্চারণঃ আঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন শাররি মাখালাক্ব।[১০]

৫. এই দো'আটি পাঠ করবেঃ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ،

উচ্চারণঃ আঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শায়ত্বা-নিন ওয়া হা-ম্মাতিন, ওয়ামিন কুল্লি 'আয়নিন লা-ম্মাতিন'।[১১]

৬. দিন ও রাতের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ফজরের পর এবং মাগরিবের পর তিন বার করে নিম্নের দো'আটি পড়বেঃ

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَيَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ،

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইউন ফিল আরযি ওয়ালা ফিসসামায়ি, ওয়াহুওয়াস সামী'উল আলীম।[১২]

৭. এই দো'আটি পড়ে নিজেকে ফুঁক দিবেঃ

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى، لاَشِفَاءَ إِلاَّشِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا،

উচ্চারণঃ আযহিবিল বা'সা রাব্বান্নাসি ওয়াশফি আন্তাশ শা-ফী, লাশিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা।[১৩]

৮. প্রতিদিন সকাল বেলায় সাতটি করে খেজুর বিশেষ করে আজওয়া[১৪] খেজুর ভক্ষণ করবে। এরূপ করলে বিষ ও যাদু কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।[১৫]

(খ) যাদু-টোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর যা করণীয়ঃ

* উপরোক্ত দো'আগুলি পাঠ করবে।

* বরইয়ের সাতটি সবুজ পাতা বেটে পাউডার বানিয়ে তা একটি পাত্রে রেখে তাতে গোসলের সমপরিমাণ পানি ঢেলে তার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত আয়াতগুলি পাঠ করবে-

১. আয়াতুল কুরসী, সূরা কাফেরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস।

২. যাদু সংক্রান্ত আয়াত। যেমন- সূরা আ'রাফের ১১৭ থেকে ১১৯ নং আয়াত, সূরা ইউনুস-এর ৭৯ থেকে ৮২ নং আয়াত এবং ত্বা-হা-এর ৬৫ থেকে ৬৯ নং আয়াত পাঠ করবে। এই আয়াতগুলি পাঠ করতঃ উক্ত বরই পাতার পাউডার মিশানো পানিতে তিন বার ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করবে এবং বাকি পানি দ্বারা গোসল করবে।[১৬]

---

৬. বুখারী, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, হা/৩০৩৩; 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়, হা/৪৬২৪।

৭. আবুদাঊদ, 'ছালাত' অধ্যায়, হা/১৩০২; তিরমিযী, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়, হা/২৮২৮।

৮. আবুদাঊদ, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/৪৪১৯; তিরমিযী, 'দো'আ' অধ্যায়, হা/৩৪৯৯; নাসাঈ 'আশ্রয় প্রার্থনা' অধ্যায়, হা/৫৩৩৩, ৫৩৩৪, হাদীছ ছহীহ।

৯. বুখারী 'মাগাযী' অধ্যায়, হা/৩৭০৭, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়, হা/৪৬২৪, ৪৬৫২, ৪৬৬৩; মুসলিম, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, হা/১৩৪০, ১৩৪১।

১০. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০৮।

১১. বুখারী, 'নবীদের হাদীছ' অধ্যায়, হা/৩১২০।

১২. আহমাদ, হা/৪১৮, ৪৪৪, ৪৯৭; তিরমিযী, 'দো'আ' অধ্যায়, হা/৩৩১০; আবুদাঊদ, 'আদব' অধ্যায়, হা/৪৪২৫; ইবনু মাজাহ, 'দো'আ' অধ্যায়, হা/৩৮৫৯, হাদীছ ছহীহ।

১৩. বুখারী হা/৫৭৪৩; মুসলিম হা/২১৯১; আহমাদ হা/৫৩৩; আবুদাঊদ হা/৩৩৮৫; তিরমিযী হা/৩৪৮৮।

১৪. এটি অতি মূল্যবান এক প্রকার খেজুর। দেখতে একেবারেই কালো এবং অন্যান্য খেজুর অপেক্ষা ছোট। এটি সঊদী আরবে পাওয়া যায়। মদীনা মুনাওয়ারায় এই খেজুর বেশী দেখা যায়। এ খেজুরের মূল্য সাধারণ খেজুর অপেক্ষা অনেক বেশী। একাধিক আলেমে দ্বীন মনে করেন, শুধু আজওয়া খেজুরেই উক্ত প্রতিষেধক রয়েছে, অন্যান্য খেজুরে নেই।

১৫. বুখারী, 'খাদ্য' অধ্যায়, হা/৫২৫, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/৫৩২৬; ৫৩২৭, ৫৩৩৪; মুসলিম 'পানীয়' অধ্যায়, হা/৩৮১৪।

১৬. বরই পাতা গুড়া করতঃ তাতে পানি ঢেলে সে পানিতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করার কথা ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ তাবেঈর কিতাবে লিখিত আছে বলে ইবনু বাত্তাল উল্লেখ করেছেন দ্রঃ ফৎহুল বারী ১০/২৩২ পৃঃ; আযওয়াউল বায়ান ৪/৪৬৪ পৃঃ; মাহমূদ খলীফা আল-জাসেম, যাদু, বদ নযর, পৃঃ ৫৪; হাফেয ইবনু কাছীরও অনুরূপ কথা স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। সঊদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বাযও অনুরূপ ফৎওয়া দিয়েছেন। দ্রঃ মাজমূউল ফাতাওয়া ওয়াল মাক্বালাত ৩/২৭৪-২৮১; মিশরের অন্যতম সালাফী বিদ্বান শায়খ হামেদ ফক্বীহ তাঁর প্রতিবাদ করলে তিনি তার জবাব দিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে তা বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। ডাক্তারগণ অনুরূপ বহু কিছু বলে থাকেন। যেমন ওমুক ট্যাবলেট এক সাথে দু'টি খেতে হবে, রাতে এই সংখ্যায় খেতে হবে, দিনে এই সংখ্যায় খেতে হবে ইত্যাদি। অতএব এটিকে অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই। দ্রঃ হামেদ ফক্বীহ কর্তৃক তাহক্বীক্ব কৃত এবং শায়খ ইবনু বায কর্তৃক সম্পাদিত ফাতহুল মাজীদ জমঈয়াত কুয়েতঃ ইহয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, পৃঃ....)। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ একজন তাবেঈ বিদ্বান এবং তার এই আমলটি কুরআন-হাদীছ বিরোধী নয় হেতু আমলটির বৈধতাকে ঐসমস্ত মুসলিম মনীষীগণ মেনে নিয়েছেন। এরপরও বিষয়টি ইজতিহাদ ভিত্তিক। অতএব কেউ তা মানতে বাধ্য নয়।

কুরআনের আয়াত, ঝাড়-ফুঁক সংক্রান্ত নবীর শিখানো দো'আ প্রভৃতি পড়ে পানিতে দম করার কথা সালাফে ছালেহীন থেকে বর্ণিত হওয়ায় সঊদী আরবের মান্যবর সাবেক প্রধান মুফতী আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায ও আল্লামা ইবনু উছায়মীন এটিকে বৈধ বলে মন্তব্য করেছেন। দ্রঃ ফাতাওয়াল ইলাজ বিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, পৃঃ ৯-১০ এর বরাতে ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম, পৃঃ ১৩৫২-১৩৫৩)।

এমনকি ঐ সমস্ত দো'আ পানি পাত্র বা কাগজে লিখে তা পানিতে মিশিয়ে সে পানি পান করাও কতিপয় সালাফে ছালেহীন (তথা ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, আবু কিলাবাহ প্রমুখ) থেকে বর্ণিত হওয়ায় সঊদী আরবের স্থায়ী কমিটি তা বৈধ বলে মন্তব্য করেছেন। দ্রঃ মাজাল্লাতুল বুহূছিল ইসলামিয়্যাহ, সংখ্যা ২৭, পৃঃ ৫১-৫২; ফাতাওয়া ওলামাইল বালাদিল হারাম, ১৩২৩-১৩২৪। তবে এগুলো ইজতিহাদী বিষয় মাত্র, যা মানতে কেউই বাধ্য নয়। অবশ্য আমভাবে কুরআনের আয়াত ও হাদীছ ভিত্তিক দো'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক প্রমাণিত]

বিঃদ্রঃ যাদু-টোনা চিকিৎসার সর্বোত্তম মাধ্যম হ'ল যদি জানা যায় যে, ওমুক জায়গায় যাদুর উপকরণ রাখা হয়েছে বা প্রোথিত হয়েছে, তবে তা বের করে ধ্বংস করে দেওয়া। এতেই সংশ্লিষ্ট যাদু-টোনার আসর ধ্বংস হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষেত্রে হয়েছিল (বুখারী, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/৫৩২৪; মুসলিম, 'সালাম' অধ্যায়, হা/৪০৫৯)। সর্বোপরী মহান আল্লাহ্র নিকট একনিষ্ঠভাবে দো'আ করতে হবে যেন আল্লাহ সংশ্লিষ্ট যাদু-টোনা থেকে চির মুক্তি দান করেন।

জিন-শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার উপায়

উপরোল্লিখিত রূহানী ইলাজ জিন-শয়তানের অনিষ্ট হ'তে নিজেকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে কেউ জিন, শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হ'লে তার জন্যও উক্ত রূহানী চিকিৎসা যথেষ্ট। তবে তাদের ক্ষেত্রে (খ) নাম্বারে বর্ণিত দো'আ-যিকরগুলি পাঠ করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এগুলি শুধুমাত্র যাদু দ্বারা আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাদের জন্য (ক) নম্বরে উল্লিখিত দো'আ ও যিকরগুলিই যথেষ্ট।[১৭]

* যাদু-টোনা বা জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বা তাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে রোগীর শরীরে তাবীয-কবয ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়, যা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে হারাম এবং শিরক। ছাহাবী ওকবাহ বিন আমের আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ، 'যে ব্যক্তি তাবীয-কবয লটকাবে সে শিরক করবে'।[১৮] তিনি আরো বলেন, إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ، 'নিশ্চয়ই (শরী'আত বিরোধী) ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-কবয এবং তিওয়ালা (স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা স্থাপন বা ছিন্ন করার প্রক্রিয়া বিশেষ) শিরক।[১৯]

উল্লেখ্য, কুরআনের আয়াত তাবীযে ঢুকানো বিদ'আত এবং তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। নবী করীম (ছাঃ) যে বস্তুকে শিরক বলেছেন, সেখানে কুরআনের আয়াত স্থাপন করা মহা অন্যায়। যেমন সিজদা করা মহা পুণ্যের কাজ হ'লেও কবরস্থানে সিজদা দেওয়া মহা পাপের কাজ। তাছাড়া কুরআনের আয়াতের নামে কথিত সুলায়মানী নকশা, ইহুদীদের থেকে প্রাপ্ত বিদ্যা তথা কুরআনের আয়াত সমূহ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা যেমন 'বিসমিল্লাহির রহমারি রহীম'-এর স্থলে ৭৮৬ লেখা ইত্যাদি দিয়ে তারা উক্ত তাবীয-কবয ভরে থাকে যা শরী'আতের দৃষ্টিতে বড় ধরনের পাপ ও নিকৃষ্ট বিদ'আত।

আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, উক্ত তাবীয-কবযে প্রকৃত অর্থেই কুরআনের আয়াত দেওয়া থাকে, তবুও তা ব্যবহার জায়েয নয়। কারণ এর দ্বারা কুরআন কারীমকে অসম্মান করা হয়। প্রসাব, পায়খানা, বাথরুম প্রভৃতি অপবিত্র দূর করার স্থানে ঐসব তাবীয-কবয নিয়ে যাওয়া হয় অথচ এসব স্থানে তা নিয়ে যাওয়া মোটেই সমীচীন নয়। সালাফে ছালেহীনের একটি জামা'আত কুরআনের আয়াত সহ বিভিন্ন বৈধ দো'আ-দরূদ সম্বলিত তাবীয-কবযকেও অবৈধ বলেছেন। তাঁদের অন্যতম হ'লেন ইবনু মাসঊদ,[২০] ইবনু আব্বাস,[২১] হুযায়ফা,[২২] ওক্বাহ বিন আমির[২৩] এবং আব্দুল্লাহ বিন উকাইম জুহানী (রাঃ)[২৪] প্রমুখের বাহ্যিক অভিমত। এটা তাবেঈ বিদ্বান ইবরাহীম নাখঈরও বাহ্যিক অভিমত।[২৫] এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদেরও অভিমত এরূপ। তাঁর এই বর্ণনাকেই তাঁর অধিকাংশ সাথী গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর পরবর্তী সাথীরা দৃঢ়তার সাথে এটিকেই সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন।[২৬]

অতএব শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক বাদ দিয়ে রূহানী চিকিৎসার নামে যারা রোগীকে কুফর ও শিরকী কথা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করে বা তাবীয-কবয ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়, তারা নিঃসন্দেহে শিরক চর্চাকারী এবং বিদ'আতী। তাদের নিকট চিকিৎসার জন্য যাওয়া হারাম।

অনুরূপভাবে কোন গণকের কাছে গিয়ে তার নিকট থেকে তার রূহানী চিকিৎসা নেওয়াও হারাম। কারণ তারা এক প্রকার কাফির। কেননা তারা গায়েব জানার দাবীদার। অথচ আল্লাহ ব্যতীত কেউই গায়েব জানে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ، 'আর গায়েবের সকল চাবিকাঠি আল্লাহ্র নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না' *(আন'আম ৫৯)*। তিনি আরো বলেন,

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ،

'আপনি বলুন, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে না এবং তারা জানে না কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে' *(নামল ৬৫)*।

তাছাড়া তারা শিরকী পদ্ধতিতে জিন-শয়তান বশ করে তাদের দ্বারা খিদমত নিয়ে থাকে। নবী করীম (ছাঃ) গণক সম্পর্কে বলেন,

---

১৭. *আল্লামা ফাহাদ বিন যুইয়ান সুহায়মী, আহকামুর রুক্বা ওয়াত তামাইম, পৃঃ ১৫০-১৫১; বিস্তারিত দ্রঃ মাজমূউল ফাতাওয়া ওয়াল মাক্বালাত মুতানাব্বিআহ ৩/২৭৪-২৮১-এর বরাতে ফাতাওয়া ওলামাইল বালাদিল হারাম, পৃঃ ১৫১২।*

১৮. *মুস্তাদরাক হাকিম, মুসনাদ আহমাদ, হা/১৬৭৮১।*

১৯. *আহমাদ, হা/৩৪৩৩; আবুদাঊদ, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/৩৩৮৫; ইবনু মাজাহ, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/৩৫২১, হাদীছ ছহীহ।*

২০. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, ৫/৩৫, আছার নং ২৩৪৬৪।*

২১. *ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ৩/৮১।*

২২. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৫/৩৫; আছার নং ২৩৪৬২, ২৩৪৬৩।*

২৩. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৫/৩৫; আছার নং ২৩৪৬৫; ইবনু মুফলিহ আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ৩/৮১।*

২৪. *মুসনাদ আহমাদ ৪/৩১০; জামে' তিরমিযী তুহফাতুল আহওয়াযী সহ 'চিকিৎসা' অধ্যায়, ৬/২৩৮ পৃঃ হা/২১৫২।*

২৫. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৫/৩৬, আছার নং ২৩৪৬৭, ২৩৪৬৯।*

২৬. *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ২/৪৫৯; যাহাবী, আত-তিব্বুন নববী পৃঃ ১৮৯; তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ১৬৮; বিস্তারিত দ্রঃ ডঃ ফাহাদ বিন যুইয়ান বিন আওয়ায সুহায়মী, আহকামুর রুক্বা ওয়াত তামাইম, পৃঃ ২৪৩-২৪৪।*

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً،

'যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবে, তার চল্লিশ রাতের (দিনের) ইবাদত কবুল হবে না'।[২৭] তিনি আরো বলেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ،

'যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট এসে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবে এবং সে যা বলে তা সত্য জানবে, সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিলকৃত বিষয়ের সাথে কুফরী করবে'।[২৮] গণকের কাছে গিয়ে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করলে যদি ৪০ দিনের ইবাদত কবুল না হয় এবং জিজ্ঞেস করে তাকে সত্যায়ন করলে যদি কুফরী করা হয়, তাহ'লে যারা গণক তাদের কি অবস্থা হবে? তারা তো আরো বড় অপরাধী। কাজেই তারা যে কাফের তা সন্দেহাতীতভাবেই কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এইসব গণকদের বহু প্রকার রয়েছে। কেউ টিয়া পাখী নিয়ে ফুটপাতে বসে মানুষকে তাদের ভাগ্যের খবর বলে দেয়। কেউবা হাতের রেখা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করে। কেউ রাশী নির্ণয় করে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা বলে থাকে। এরা সকলেই গণক। এসব ভণ্ড ও শয়তানদের থেকে সাবধান থাকা একান্ত যরূরী।

শরী'আত সম্মত রূহানী ইলাজ (চিকিৎসা) দ্বারা উপকৃত হওয়ার শর্তাবলীঃ

রূহানী চিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হ'তে হ'লে রোগী ও রূহানী চিকিৎসক উভয়কে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে এই মর্মে যে, যেহেতু উক্ত ইলাজ কুরআন-হাদীছ সম্মত কাজেই তার সুপ্রভাবও সুনিশ্চিত। বিশ্বাস ও আস্থাহীনভাবে শুধু পরীক্ষা স্বরূপ তা ব্যবহার করলে কোনই উপকারে আসবে না। মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহ পূর্ণ কুরআনকেই 'শিফা' তথা আরোগ্য বলেছেন। তিনি বলেন,

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوْا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُـهُ أَأَعْجَمِـىٌّ وَعَرَبِىٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ فِىْ آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى–

'আমি যদি অনারব ভাষায় কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াত সমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রাসূল আরবী ভাষী! বলুন, এটা বিশ্ববাসীদের জন্য হেদায়াত ও রোগের প্রতিষেধক। যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব..' *(হামীম সাজদাহ ৪৪)*। তিনি আরো বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَـا هُـوَ شِـفَاءٌ وَرَحْمَـةٌ لِّلْمُـؤْمِنِيْنَ وَلاَيَزِيْـدُ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ خَسَارًا–

'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ। তবে এটা যালিমদের জন্য ক্ষতিই বৃদ্ধি করে থাকে' *(ইসরা ৮২)*।

এ হ'ল কুরআন সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন বাণী। অতএব চাই এর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। কুরআনের পর পরই নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছের স্থান। এটাও এক প্রকার অহী। কাজেই হাদীছে বর্ণিত ঝাড়-ফুঁকের দো'আ সমূহেও পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে। এভাবে আস্থাশীল হয়ে কুরআন-হাদীছ সম্মত উক্ত রূহানী ইলাজ গ্রহণ করলে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাবে। তবে মনে রাখতে হবে এসব ঝাড়-ফুঁক আরোগ্য লাভের বৈধ উপায়-উপকরণ মাত্র, প্রকৃত আরোগ্য দানকারী হ'লেন মহান আল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে যাদু ও যাদুকরের অনিষ্ট থেকে এবং জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন ও শিরক-বিদ'আত মুক্ত জীবন যাপনের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী

নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

এখানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের বই-পুস্তক, খ্যাতনামা বক্তাদের ওয়াজের ক্যাসেট, ইসলামী গানের ক্যাসেট এবং যাবতীয় ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ প্রদত্ত ফৎওয়া সংকলন 'ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম' গ্রন্থটিও পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা

মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান

তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী

নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

মোবাইলঃ ০১৭২৭৩৭৫৭২৪।

২৭. *মুসলিম, 'সালাম' অধ্যায়, হা/৪১৩৭।*

২৮. *আহমাদ, হাকেম, ছহীহুল জামে হা/৫৯৩৯ হাদীছ ছহীহ।*

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনে কঠোর মূলনীতি এবং তার বাস্তবতা

মুযাফফর বিন মুহসিন

(শেষ কিস্তি)

(১৫) আল্লামা ইমাম শাওকানী (রহঃ)-এর মন্তব্যঃ

সার্বিক ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের ব্যাপারে ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০হিঃ/১৭৫৮-১৮৩৫খৃঃ) দ্ব্যর্থহীন মত ব্যক্ত করে বলেন,

مَا وَقَعَ التَّصْرِيْحُ بِصِحَّتِهِ أَوْ حَسَنِهِ جَازَ الْعَمَلُ بِهِ وَمَا وَقَعَ التَّصْرِيْحُ بِضُعْفِهِ لَمْ يَجُزِ الْعَمَلُ بِهِ وَمَا أَطْلَقُوْهُ وَلَمْ يَتَكَلَّمُوْا عَلَيْهِ وَلاَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ لَمْ يَجُزِ الْعَمَلُ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ إِنْ كَانَ البَاحِثُ أَهْلاً لِذَلِكَ–

‘বর্ণনা যখন ছহীহ অথবা হাসান হিসাবে প্রমাণিত হবে তখন আমল করা বৈধ হবে। আর যখন যঈফ হাদীছ বলে প্রমাণিত হবে তখন তার উপর আমল করা বৈধ হবে না। আর তারা যে হাদীছ বর্ণনা করে কিছু বলেননি এবং অন্যরাও কিছু বলেননি এমন হাদীছের প্রতি আমল করা জায়েয নয়, যতক্ষণ কোন বিশ্লেষক তার অবস্থা আলোচনা না করবেন’।[১৪০]

তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল বার্র (৩৬৮-৪৬৩হিঃ)-এর বক্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

أَهْلُ الْعِلْمِ بِجَمَاعَتِهِمْ يَتَسَاهَلُوْنَ فِيْ الْفَضَائِلِ فَيَرْوُنَهَا عَنْ كُلٍّ وَإِنَّمَا يَتَشَدَّدُوْنَ فِيْ أَحَادِيْثِ الْأَحْكَامِ وَأَقُوْلُ إِنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرِيْعَةِ مُتَسَاوِيَةُ الْأَقْدَامِ لاَفَرْقَ بَيْنَهَا فَلاَ يَحِلُّ إِثْبَاتُ شَيْئٍ مِنْهَا إِلاَّ بِمَا تَقُوْمُ بِهِ الْحُجَّةُ وَإِلاَّ كَانَ مِنَ التَّقَوُّلِ عَلَى اللهِ بِمَا لَمْ يَقُلْ وَفِيْهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا هُوَ مَعْرُوْفٌ–

‘মুহাদ্দিছগণের একটি জামা‘আত ফাযায়েলের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেন। অতঃপর প্রত্যেক বিষয়ে তা বর্ণনা করেন। তারা কেবল আহকাম সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাপারে কঠোরতা দেখান।[১৪১] আর আমি বলি, শারঈ আহকাম প্রাধান্যের ক্ষেত্রে সমান, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং শরী‘আতের কোন কিছু দলীল ছাড়া প্রমাণ করা হালাল নয়। অন্যথা আল্লাহর প্রতি তাই বলা হবে যা তিনি বলেননি। আর এতে যে কঠোর শাস্তি অবধারিত তা তো স্পষ্ট।[১৪২]

(১৬) আল্লামা ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহঃ)-এর বক্তব্যঃ

উপমহাদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর অন্যতম মুজাদ্দিদ বলে খ্যাত, জগদ্বিখ্যাত মনীষী আল্লামা মুহাদ্দিছ ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭হিঃ/১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ) এ সম্পর্কে বলেন,

اَلصَّوَابُ الَّذِيْ لاَمَحِيْصَ عَنْهُ أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرِيْعَةَ مُتَسَاوِيَةِ الْأَقْدَامِ فَلاَيَنْبَغِيْ الْعَمَلُ بِحَدِيْثٍ حَتَّى يَصِحَّ أَوْيَحْسُنَ لِذَاتِهِ أَوْلِغَيْرِهِ أَوْ اِنْجَبَرَ ضُعْفُهُ فَتَرَقَّى إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ–

‘নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হ’ল- শারঈ আহকাম প্রাধান্যের ক্ষেত্রে একই সমান। সুতরাং যতক্ষণ হাদীছ ছহীহ অথবা হাসান না হবে ততক্ষণ কোন হাদীছের প্রতি আমল করা ঠিক হবে না। যাতিহী হোক বা গাইরিহী হোক অর্থাৎ নিজ বৈশিষ্ট্যে বা অপরের বৈশিষ্ট্যে ছহীহ বা হাসান হোক। অথবা যদি তার দুর্বলতা সেরে নেওয়া যায়, যা হাসান লিযাতিহি বা হাসান লিগাইরিহির স্তরে উন্নীত হবে’।[১৪৩]

(১৭) আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (রহঃ)-এর বক্তব্যঃ

মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব মুসনাদে আহমাদ সহ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের তাহক্বীক্ব ও টীকাকার, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহের প্রণেতা শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (১৩০৯-১৩৭৭হিঃ/১৮৯২-১৯৫৮খৃঃ) বলেন,

وَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْأَحْكَامِ وَبَيْنَ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَنَحْوِهَا فِيْ عَدَمِ الْأَخْذِ بِالرِّوَايَةِ الضَّعِيْفَةِ بَلْ لاَحُجَّةَ لِأَحَدٍ إِلاَّ بِمَا صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ أوحَسَنٍ–

‘যঈফ হাদীছ থেকে দলীল না নেওয়ার ব্যাপারে আহকাম এবং ফাযায়েলে আমাল বা অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং ছহীহ ও হাসান হিসাবে প্রমাণিত হাদীছ ছাড়া কেউ শরী‘আত সাব্যস্ত করতে পারে না’।[১৪৪]

(১৮) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর বক্তব্যঃ

জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে আপোসহীন কণ্ঠ, দীর্ঘদিন পরে আবির্ভূত বিশ্বদ্বিখ্যাত হাদীছ শাস্ত্রবিদ, মুসলিম বিশ্বের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ঊনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী মুজাদ্দিদ শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে নব আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন এবং ইবনু মাঈন, ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ পূর্ব যুগের পণ্ডিতগণের সূচনা করা সংগ্রামকে আধুনিক বিশ্বে তীব্রতর করে তুলে ধরেন। তিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থে এ ব্যাপারে চমৎকার আলোচনা উপহার দিয়েছেন। ‘ছহীহুল জামে‘ আছ-ছগীর’ এবং ‘যঈফুল জামে‘ আছ-ছগীর’ গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকায় তিনি বলেন,

---

১৪০. *ঐ, নায়লুল আওত্বার ১/১৫ পৃঃ, ও ২/২৯৭ পৃঃ, উল্লেখ্য, ইমাম শাওকানী (রহঃ) যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর যা তাঁর বক্তব্যেই প্রমাণিত। তবে অনিচ্ছায় কতিপয় যঈফ হাদীছ তার গ্রন্থে থেকে গেছে।*

১৪১. *আব্দুল্লাহ ইবনুল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী, ১/২২ পৃঃ।*

১৪২. *ইমাম শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃঃ ২৮৩।*

১৪৩. *শায়খ ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, নুযুলুল আবরার, পৃঃ ৭-৮।*

১৪৪. *আল্লামা আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, আল-বায়েছুল হাদীছ, পৃঃ ৮৬।*

وَهَذَا وَالَّذِىْ أُدَيِّنُ اللهَ بِهِ وَأَدْعُوْ النَّاسَ إِلَيْهِ أَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَ يُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا لاَفِىْ الْفَضَائِلِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِمَا–

'এ জন্যই আমি আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাই এবং মানুষকেও আমি এদিকেই আহ্বান করি যে, যঈফ হাদীছের উপর কোনভাবেই আমল করা যায় না। না ফযীলতের ক্ষেত্রে, না মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়েও না'।[১৪৫] অন্যত্র শায়খ আলবানী বলেন,

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ إِنَّمَا يُفِيْدُ الظَّنَّ الْمَرْجُوْحَ وَلاَ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِهِ اِتِّفَاقًا فَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ فِىْ الْفَضَائِلِ لاَبُدَّ أَنْ يَأْتِىَ بِدَلِيْلٍ وَهَيْهَاتَ–

'নিশ্চয়ই যঈফ হাদীছ কেবল অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয়, ঐকমত্যের ভিত্তিতেই যার প্রতি আমল করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু তা তো অসম্ভব'![১৪৬]

উপরিউক্ত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও (১৯) ইমাম আবু সুলায়মান আল-খাত্ত্বাবী (২০) ইমাম শাত্ত্বেবী (মৃঃ ৭৯০ হিঃ) (২১) মুহাদ্দিছ আবু শামাহ আল-মাক্বদেসী (২২) জালালুদ্দীন আদ-দাওয়ানী (২৩) আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (১২৮৩-১৩৩২/১৮৬৬-১৯১৪) (২৪) মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন আব্দুল হামীদ (২৫) ডঃ ছুবহী ছালেহ, (২৬) মুহাম্মাদ আবীদ ছালেহ সহ প্রমুখ প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণ সম্পূর্ণরূপে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে চূড়ান্তভাবে মত পোষণ করেন।

যঈফ হাদীছের প্রতি শিথিল মনোভাব ও তার পর্যালোচনাঃ

যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে মর্মে অনেকে শিথিল মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন সর্বক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে। তবে কিছু শর্ত রয়েছে। আবার কেউ বলেছেন শুধু ফযীলতের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে। সেখানেও রয়েছে বেশ কয়েকটি শর্ত। নিম্নে এই শিথিল মনোভাবের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করা হ'ল-

(এক) সকল ক্ষেত্রে শিথিলতাঃ

হালাল, হারাম, ফরয, ওয়াজিব, ফযীলত সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে বলে যারা মত পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ চার ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয়। তারা মূলতঃ রায় ও ক্বিয়াসের উপর যঈফ হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন- ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন,

الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى عليه وسلم أولى من القياس وَلاَيحل القياس مع وجوده.

'রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত মুরসাল ও যঈফ হাদীছ ক্বিয়াসের চেয়ে উত্তম এবং তার উপস্থিতিতে ক্বিয়াস হালাল নয়'।[১৪৭]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন,

سَمِعْتُ أَبِىْ يَقُوْلُ الْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الرَّأْى،

'আমি আব্বাকে বলতে শুনতাম, যঈফ হাদীছ আমার নিকট রায়ের চেয়ে অধিক প্রিয়'।[১৪৮] প্রসিদ্ধি আছে ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর ৪র্থ মূলনীতি ছিল,

وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْمُرْسَلِ وَالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِىْ الْبَابِ شَيْئٌ يَدْفَعُهُ.

'মুরসাল ও যঈফ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করা, যদি উক্ত বিষয়ে কোন কিছু না থাকে যা তাকে খণ্ডন করে'।[১৪৯]

হেদায়ার ভাষ্য গ্রন্থ 'ফাৎহুল ক্বাদীর' প্রণেতা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (মৃঃ ৮৬১হিঃ) বলেন,

إِنَّ الْاِسْتِحْبَابَ يَثْبُتُ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ غَيْرَ الْمَوْضُوْعِ.

'মওযূ হাদীছ ব্যতীত যঈফ হাদীছ দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়'।[১৫০]

তারা যে সমস্ত শর্ত উল্লেখ করেছেন সেগুলো নিম্নরূপঃ কেউ বলেছেন এ শর্ত দু'টি, আবার কেউ বলেছেন তিনটি।

(১) উক্ত হাদীছে যেন বেশী দুর্বলতা না থাকে। কারণ বেশী দুর্বল হাদীছ সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যেই পরিত্যক্ত।

أَنْ يَكُوْنَ ضُعْفُهُ غَيْرَ شَدِيْدٍ لِأَنَّ مَا كَانَ ضُعْفُهُ شَدِيْدًا فَهُوَ مَتْرُوْكٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً.

(২) উক্ত বিষয়ে ঐ হাদীছ ছাড়া যেন আর অন্য কোন হাদীছ না থাকে। (أَنْ لاَّيُوْجَدَ فِىْ الْبَابِ غَيْرُهُ)[১৫১]

(৩) উক্ত বিষয়ে যেন সামান্য কিছু না থাকে, যা তার বিরোধী হবে। (أَنْ لاَّيَكُوْنَ ثَمَّةٌ مَايُعَارِضُهُ)[১৫২]

১৪৫. *ছহীহুল জামে' আছ-ছগীর, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫০; যঈফুল জামে' আছ-ছগীর, ভূমিকা দ্রঃ ১/৪৫ পৃঃ।*
১৪৬. *তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪।*
১৪৭. *ইমাম ইবনু হাযাম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭৩।*
১৪৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মু'আক্কিঈন ১/৮১ পৃঃ।*
১৪৯. *ই'লামুল মুআক্কি'ঈন ১/৩১ পৃঃ।*
১৫০. *ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর ২/১৩৩।*
১৫১. *কেউ বলেছেন, ছাহাবায়ে কেরামের ফাতাওয়াও যেন না থাকে। -তাদরীবুর রাবী ১/২৯৯; ফাৎহুল মুগীছ ১/২৬৭ পৃঃ; ফাউওয়ায আহমাদ যামরালী, আল-ক্বাওলুল মুনীফ ফী হুকমিল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ৩১।*
১৫২. *আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৫০; আল-ক্বাওলুল মুনীফ, পৃঃ ৩১।*

পর্যালোচনাঃ

সকল ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য বলে উক্ত মত পোষণ করলেও বেশ কিছু কারণে তা ত্রুটিপূর্ণ। যেমন-

(১) পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা একথা বলেছেন তারা মূলতঃ মানুষের রায় বা মতামতের উপরে যঈফ হাদীছকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। কারণ সে সময় অধিকাংশ মানুষ কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে রায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এটা ছিল প্রচলিত রায়ের বিরুদ্ধে সাময়িক সিদ্ধান্ত। যে সমস্যা হাদীছ সংকলন ও ছহীহ হাদীছের প্রসারের পর আর নেই।[১৫৩]

(২) তাদের নিকটে যঈফ হাদীছ গ্রহণের পক্ষে কোন দলীল নেই। পক্ষান্তরে বর্জনের পক্ষেই শক্ত দলীল মওজুদ রয়েছে। কারণ ত্রুটিপূর্ণ বা সন্দেহযুক্ত বর্ণনা যে গ্রহণযোগ্য নয় তা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারাই প্রমাণিত। মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি তো আছেই।[১৫৪]

(৩) তারা যে তিনটি শর্ত পেশ করেছেন সেগুলোই প্রমাণ করছে যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কয়জন ব্যক্তি লক্ষ্য করবে কোন হাদীছ কতটুকু যঈফ বা এর বিপরীত কোন ছহীহ দলীল আছে কি-না? তাই এর মধ্যে বড় ধরণের সন্দেহ ও ধাঁধা থেকে যাচ্ছে, যা নিশ্চয়তা থেকে অনেক দূরে। তাহ'লে যঈফ হাদীছ কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?

(দুই) শুধু ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছের প্রতি শিথিলতা ও তার পর্যালোচনাঃ

মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে কেবল ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছ সম্পর্কে শিথিল মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুফিয়ান ছাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমাদ ইবনু হাম্বল, আবু ওমর ইবনু আব্দুল বার্র, ইবনু কুদামা, ইমাম নববী, হাফেয ইবনু কাছীর, জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) প্রমুখ।[১৫৫]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন,

لاَتَأْخُذُوْا هَذَا الْعِلْمَ فِىْ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ إِلاَّ مِنَ الرُّؤُسَاءِ الْمَشْهُوْرِيْنَ بِالْعِلْمِ الَّذِيْنَ يَعْرِفُوْنَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ فَلاَبَأْسَ بِمَاسِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَشَايِخِ–

'হাদীছের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে যারা প্রসিদ্ধ তাদের থেকে ছাড়া হালাল-হারাম সংক্রান্ত হাদীছ তোমরা গ্রহণ করনা। তবে তাদের নিকট থেকে অন্য বিষয় গ্রহণ করা যাবে'।[১৫৬]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন,

إِذَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ تَشَدَّدْنَا فِىْ الْأَسَانِيْدِ وَإِذَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَالاَيَضع حُكْمًا وَلاَ يرفَعُهُ تَسَاهَلْنَا فى الْأَسَانِيْدِ–

'আমরা যখন রাসূল (ছাঃ) থেকে হালাল-হারামের বিষয়ে বর্ণনা করি তখন কঠোরতা অবলম্বন করি। আর যখন ফাযায়েলে আমল ও ছহীহ, মারফূ' নয় এমন হাদীছ বর্ণনা করি তখন শিথিলতা পোষণ করি'।[১৫৭] ইবনু আব্দিল বার্র বলেন,

أَهْلُ الْعِلْمِ بِجَمَاعَتِهِمْ يَتَسَاهَلُوْنَ فِىْ الْفَضَائِلِ فَيَرَوْنَهَا عَنْ كُلٍّ وَإِنَّمَا يَتَشَدَّدُوْنَ فِىْ أَحَادِيْثِ الْأَحكام–

'মুহাদ্দিছগণের একটি জামা'আত ফাযায়েলের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেন অতঃপর প্রত্যেক বিষয়ে তা বর্ণনা করেন। তারা কেবল আহকাম সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাপারে কঠোরতা দেখান'।[১৫৮]

আল্লামা নববী (রহঃ) তাঁর 'আল-আযকার' গ্রন্থে বলেন, أَحَادِيْثُ الْفَضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيْهَا، 'ফাযায়েল সংক্রান্ত হাদীছ সমূহে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়'।[১৫৯] তিনি তার 'আল-আরবাঈন' গ্রন্থের ভূমিকায় এ ব্যাপারে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৬০]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, اَلضَّعِيْفُ يُعْمَلُ بِهِ فِىْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اِتِّفَاقًا، 'ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যে যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করা যায়'।[১৬১]

এক্ষেত্রেও তারা কতিপয় শর্ত তুলে ধরেছেন। কেউ তিনটি শর্তের কথা বলেছেন, কেউ আবার চারটি। কেউ কেউ ছয়টি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

(১) হাদীছের দুর্বলতা যেন স্বল্প হয়। ফলে ঐ ব্যক্তি থেকে মুক্ত হবে, যে মিথ্যুকদের থেকে এবং মিথ্যুক বলে অভিযুক্তদের থেকে আর যে অকথ্য ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করে তার থেকে।

---

১৫৩. *আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৭৩; শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৪৯।*

১৫৪. *সূরা ইউনুস ৩৬; হুজুরাত ৬; ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ, মিশকাত হা/১৯৯; ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪।*

১৫৫. *আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৭৮-৮৭; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ৩১-৩৬।*

১৫৬. *খত্বীব বাগদাদী, আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ, পৃঃ ২১২; ইবনু রজব, শারহ ইলালিত তিরমিযী ১/৭৩ পৃঃ।*

১৫৭. *আল-কিফায়াহ, পৃঃ ২১৩; আহমাদ আলে তায়মিয়াহ, আল-মুসওয়াদ্দাহ ফী উছূলিল ফিক্বহ, পৃঃ ২৭৩।*

১৫৮. *আব্দুল্লাহ ইবনুল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী, ১/২২ পৃঃ; আল্লামা সাখাবী, ফাৎহুল মুগীছ ১/২৬৭।*

১৫৯. *আল্লামা নববী, আল-আযকার আল-ফুতূহাতুর রাব্বানিয়াহ সহ ৪/২৩৬ পৃঃ; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৮৩।*

১৬০. *ঐ, আল-আরবাঈন, পৃঃ ৩।*

১৬১. *মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, আল-আসরারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ৩১৫।*

(أَنْ يَّكُوْنَ الضَّعِيْفُ غَيْرَ شَدِيْدٍ فَيَخْرُجُ مَنْ انْفَرَدَ مِنَ الْكَذَّابِيْنَ وَالْمُتَّهِمِيْنَ بِالْكِذْبِ وَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ)–

উল্লেখ্য, উক্ত শর্তের ব্যাপারে সকলেই একমত।[১৬২]

(২) উক্ত দুর্বলতা যেন সাধারণ মূলনীতির আওতাভুক্ত হয়। ফলে তা নবোদ্ভাবিত বা বিদ'আত থেকে মুক্ত হবে, যার কোন ভিত্তিই নেই।

(أَنْ يَّكُوْنَ الضَّعِيْفُ مُنْدَرِجًا تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍّ فَيَخْرُجُ مَا يَخْتَرِعُ بِحَيْثُ لاَيَكُوْنُ لَهُ أَصْلٌ مَعْمُوْلٌ بِهِ أَصْلاً).

(৩) উক্ত হাদীছের উপর আমল করার সময় যেন ছহীহ হাদীছ মনে না করে। কারণ তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্বোধন করাই ঠিক নয়। বরং সতর্কতার দিক মনে করবে।

(أَنْ لاَّيَعْتَقِدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوْتَهُ لِئَلاَّ يُنْسَبَ إِلَى النبيِّ صَلَّى اللّه عليه وسلم بَلْ يَعْتَقِدُ الْاِحْتِيَاطَ)[১৬৩]

(৪) উক্ত যঈফ হাদীছ যেন ফাযায়েলে আমল সংক্রান্ত হয়।

(أَنْ يَّكُوْنَ مَوْضُوْعُ الْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ فِيْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ)

(৫) ঐ হাদীছ যেন ছহীহ হাদীছের বিরোধী না হয়। (أَنَ لاَّيُعَارَ ضُ حَدِيْثًا صَحِيْحًا)

(৬) তার আলোকে যা প্রমাণিত হয়েছে তাকে যেন মর্যাদাবান মনে না করা হয়। (أَنْ لاَيعتقد سُنِّيةً مايدل عليه)। উল্লেখ্য যে, ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উপরিউক্ত শর্তগুলো ছাড়াও আরো অতিরিক্ত একটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন-

ঐ হাদীছ যেন প্রসিদ্ধি লাভ না করে। যাতে মানুষ যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করতে গিয়ে যেন তাকে শরী'আত মনে না করে। কারণ তা শরী'আত নয়। অথবা জাহেলরা যেন তাকে ছহীহ সুন্নাহ মনে না করে।

(أن لايُشتهر ذلك لئلايعمل المرء حديث ضعيف فيشرع ماليس بشرع أويراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة)[১৬৪]

পর্যালোচনাঃ

মুহাদ্দিছগণের অনেকে উক্ত বিষয়ে দুর্বলতা প্রদর্শন করলেও বেশ কিছু কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

(১) আহকাম বা হালাল-হারামের ক্ষেত্রে যদি যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য না হয় তাহ'লে ফযীলতের ক্ষেত্রে কীভাবে তা গ্রহণীয় হবে? কারণ আহকাম ও ফযীলত উভয়টিই তো শরী'আত।

(২) পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের মধ্যে বিশেষ করে ইমাম আহমাদ যে শিথিলতা উল্লেখ করেছেন তা কেবল যঈফ হাদীছ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে, আমলের ক্ষেত্রে নয়। আর বাস্তব কথা এটাই। ইবনুছ ছালাহ, ইবনু তায়মিয়াহ, শায়খ আলবানী সহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ একথাই বলেছেন। সুতরাং যঈফ হাদীছের উপর আমল করার প্রশ্নই আসে না।[১৬৫]

(৩) তারা যে শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো অনুধাবন করলে যঈফ হাদীছ সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যেমন- বর্ণনা করার সময় রাসূলের দিকে সম্বোধন করা যাবে না। আমল করার সময় রাসূলের হাদীছ মনে করা যাবে না। তাকে হাদীছ বলে বিশ্বাসও করা যাবে না। তাকে মর্যাদাশীল বলে ধারণা করা যাবে না। এমনভাবে আমল করা যাবে না যাতে সবার কাছে পরিচিত হয়। সাবধান থাকতে হবে যেন তা বিদ'আত না হয় এবং অধিক দুর্বল না হয়। বলা আবশ্যক যে, এধরণের শর্ত জানার পর কোন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ যঈফ হাদীছ আমল করতে পারে না, বলতেও পারে না।[১৬৬]

(৪) শুধু ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করলে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু এর পক্ষে কোন দলীল নেই; বরং হাদীছ গ্রহণের মূলনীতির বিরোধী। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে যে দু'টি হাদীছ পেশ করা হয় তা জাল।[১৬৭]

(৫) ইমাম নববী ইজমার পক্ষে এবং মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্য সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করেছেন তা বাস্তবতার বিরোধী। কারণ ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইমাম বুখারী, মুসলিম সহ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ এর বিরোধিতা করেছেন। যা আমরা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছি। সুতরাং ইজমাও হয়নি, ঐকমত্যও হয়নি। এছাড়া ইবনুল হুমাম সহ কেউ কেউ মুস্তাহাব আমল জায়েয বলে যে কথা বলেছেন তাও ঠিক নয়। কারণ মুস্তাহাব আমলও শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত, যা ছহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত না হ'লে মুস্তাহাব বলে স্বীকৃতি পাবে না।[১৬৮]

---

১৬২. *তাদরীবুর রাবী ১/২৯৯ পৃঃ।*

১৬৩. *আল্লামা হাফেয সাখাবী, আল-ক্বাওলুল বাদী, পৃঃ ২৫৮; তাদরীবুর রাবী, পৃঃ ১৯৬।*

১৬৪. *ইবনু হাজার, তাবঈনুল আজাব, পৃঃ ৩-৪; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৭৬।*

১৬৫. *ছহীহ তারগীব ১/৫০-৫১; ইবনুছ ছালাহ বলেন, ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فى الأسانيد ।*

১৬৬. *ছহীহ তারগীব ১/৫১; আল-ক্বাওলুল বাদী, পৃঃ ২৫৮; তাবঈনুল আজাব, পৃঃ ৩-৪।*

১৬৭. *'যার নিকটে আমার পক্ষ থেকে আমলের ছওয়াব সংক্রান্ত কিছু পৌঁছল অতঃপর আমল করল তাহলে সে নেকী পাবে। যদিও আমি ঐ কথা না বলি'- তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ২৮; সিলসিলা যঈফাহ ৫/৬৮-৬৯; জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি ১/২২; আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৪০৫; সিলসিলা যঈফাহ ১/৪৫৩-৫৯ পৃঃ; আল-ক্বাওলুল মুনীফ, পৃঃ ৪৫-৪৬।*

১৬৮. *ছহীহ তারগীব, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫৫-৫৬; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯৭-২৯৯; ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ১৮/৬৫-৬৮ ও ১/২৫১ ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشئ واجبا أومستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع–*

(৬) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের প্রমুখ মুহাদ্দিছ বলেছেন, ইমাম আহমাদ সহ কতিপয় মুহাদ্দিছ যঈফ হাদীছের পক্ষে যে মত দিয়েছেন তা দ্বারা তারা হাসান পর্যায়ের হাদীছকে বুঝিয়েছেন। কারণ সে সময় ছহীহ ও যঈফ এই দুই প্রকার হাদীছই প্রসিদ্ধ ছিল। হাসান হাদীছ ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না। যা তাদের পরবর্তী যুগে লাভ করেছে।[১৬৯]

(৭) তাদের বক্তব্যগুলো ইজতিহাদ ভিত্তিক। আর ইজতিহাদ অনেক সময় ভুলও হয়।[১৭০]

(তিন) সীরাত, তাফসীর, ইতিহাস, মাগাযী, সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিথিলতাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করা, দলীল হিসাবে পেশ করা, আমল করা কোন ক্ষেত্রেই অলসতা করার সুযোগ নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করা সংক্রান্ত বক্তব্য উপরিউক্ত সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সেখানে কোন ক্ষেত্রকে ছাড় দেওয়া হয়নি।[১৭১] রাসূল বা ছাহাবীদের জীবনী হোক, তাফসীর, ইতিহাস, মাগাযী, সাহিত্য যাই হোক সর্বক্ষেত্রে হাদীছের ছহীহ যঈফ যাচাই করে পেশ করতে হবে।[১৭২] এ বিষয়ে যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের অধিকাংশই হাদীছ যাচাইয়ের ব্যাপারে অলসতা করেছেন। ফলে এ বিষয়গুলো জাল ও যঈফ হাদীছে পরিপূর্ণ। যা রাসূলের হাদীছের পবিত্রতা চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। এক্ষণে আগামী দিনের সাবধানতাই বিশেষভাবে কাম্য।

চূড়ান্ত বক্তব্যঃ

যঈফ হাদীছের ব্যাপারে চূড়ান্ত বক্তব্য হ'ল কোন ক্ষেত্রেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। তা হালাল-হারামের ক্ষেত্রে হোক বা ওয়ায-নছীহত, ফযীলত সহ যেকোন বিষয়ে হোক। কারণ- সকল মুহাদ্দিছ এব্যাপারে একমত যে, যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণাপ্রবণ, যার সাথে শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই।[১৭৩] **দ্বিতীয়তঃ** মুহাদ্দিছগণ হাদীছ গ্রহণযোগ্য ও বর্জনযোগ্য হিসাবে যে দু'টি ভাগ করেছেন প্রত্যেক মুহাদ্দিছই যঈফ হাদীছকে বর্জনযোগ্য প্রকারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। **তৃতীয়তঃ** এই শিথিলতার জন্য হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর গুরুত্ব, ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের বিশাল প্রশ্রম মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। **চতুর্থতঃ** এই সুযোগে জাল হাদীছ সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে এবং চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ফলে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। **পঞ্চমতঃ** আল্লাহ্র বিধান সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। এখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা ত্রুটির স্থান নেই। **ষষ্ঠতঃ** আধুনিক যুগের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রায় সকল মুহাদ্দিছই সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছের বর্জনের পক্ষে বলিষ্ঠ আলোচনা করে আসছেন। বিশেষ করে যারা এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। যেমন-

ডঃ আব্দুল করীম বিন আব্দুল্লাহ আল-খাযীর 'আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী' শিরোনামে মাষ্টার্সে থিসিস করেন। ৪৯০ পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থে তিনি এ ব্যাপারে সার্বিক দিক পর্যালোচনা করেছেন। অতঃপর প্রধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন, يترجح الرأى الثانى وهو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا لافى الأحكام ولافى غيرها، 'দ্বিতীয় মতটি প্রাধান্যযোগ্য। অর্থাৎ কোন প্রকার যঈফ হাদীছ গ্রহণ না করা। না আহকামের ক্ষেত্রে না অন্যান্য বিষয়ে'।[১৭৪] ফাউওয়ায আহমাদ যামরালী 'আল-ক্বাওলুল মুনীফ ফী হুকমিল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ' নামে রচিত ১১২ পৃষ্ঠার গ্রন্থে তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বলেন, فإنى أميل إلى رأى من قال بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، 'আমি তার মতকে প্রাধান্য দেই যিনি যাবতীয় যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করতে নিষেধ করেন'।[১৭৫] এছাড়া 'হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ ফী ফাযায়েলিল আ'মাল' প্রণেতা আশফার বিন সাঈদ সহ বহু মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম এর পক্ষে আলোচনা করেছেন। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

خُلاَصَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ فِىْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ لاَيَجُوْزُ الْقَوْلُ بِهِ عَلَى التَّفْسِيْرِ الْمَرْجُوْحِ إِذْ هُوَ خِلاَفُ الْأَصْلِ وَلاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ–

'মোটকথা হ'ল, ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা সম্পর্কে কথা বলা প্রাধান্যযোগ্য বিশ্লেষণের আলোকেই জায়েয নয়। কারণ এটা মূলের বিপরীত এবং দলীল বিহীন কথা'।[১৭৬]

আমরা আগামী দিনের জন্য আশায় বুক বাধতে পারি যে, মুসলিম উম্মাহ সকল প্রকার যঈফ হাদীছ বর্জন করে কেবল ছহীহ হাদীছের মহা কল্যাণকর মঞ্জিলে ফিরে আসবে। এজন্য আমরা শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর মহান প্রত্যাশা

---

১৬৯. *ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ২/১৯১; ই'লামুল মুআক্কি'ঈন ১/৩১; আল-বায়েছুল হাছীছ, পৃঃ ৮৭; উল্লেখ্য, আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী, এমনকি ইমাম আহমাদও কখনো কখনো হাসান হাদীছের কথা বলেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তা খুবই কম -আলী ইবনুল মাদীনী, আল-ইলাল, পৃঃ ১০২; তিরমিযী হা/১৩৬৬; ই'লামুল মুআক্কি'ঈন ৩/৩৯; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯০-২৯১।*

১৭০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৩২; আল-ই'তিছাম ১/১৭৯; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯৫।*

১৭১. *ছহীহ বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪০, সনদ ছহীহ।*

১৭২. *কাফীজী, মুখতাছার ইলমুত তারীখ, পৃঃ ৩৩৬; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ৩২০-৩২১।*

১৭৩. *সূরা ইউনুস ৩৬; হুজুরাত ৬; ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ; মিশকাত হা/১৯৯; ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪।*

১৭৪. *ঐ, পৃঃ ৩০৩।*

১৭৫. *ঐ, পৃঃ ৬৩।*

১৭৬. *ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীক্ব আলা ফিক্বহিস সুন্নাহ, ভূমিকা দ্রঃ, পৃঃ ৩৮।*

দ্বারা এই আলোচনার ইতি টানতে চাচ্ছি।-

وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّنَا نَنْصَحُ إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا أَنْ يَدْعُوْا الْعَمَلَ بِالْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ مُطْلَقًا وَأَنْ يُّوَجِّهُوْا هِمَّتَهُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِمَا ثَبَتَ مِنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيْهَا مَا يُغْنِيْ عَنِ الضَّعِيْفَةِ وَفِيْ ذَلِكَ مُنْجَاتٌ مِنَ الْوُقُوْعِ فِيْ الْكِذْبِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّنَا نَعْرِفُ بِالتَّجْرُبَةِ أَنَّ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ فِى هَذَا قَدْ وَقَعُوْا فِيْمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْكِذْبِ لِأَنَّهُمْ يَعْمَلُوْنَ بِكُلِّ مَا هَبَّ وَدَبَّ مِنَ الْحَدِيْثِ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا بِقَوْلِهِ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ رواه مُسْلِم فى مقدمة صحيحه وَعَلَيْهِ أَقُوْلُ كَفَى بِالْمَرْءِ ضَلَالاً أَنْ يَعْمَلَ بِكُلِّ ما سَمِعَ–

‘মৌলিক কথা হ’ল, আমরা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের সকল মুসলিম ভাইকে নছীহত করি, তারা যেন সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার যঈফ হাদীছের আমল বর্জন করে এবং তাদের সাহস যেন রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরিয়ে দেয়। যঈফ হাদীছ থেকে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র পথ। কারণ আমরা গভীর দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করছি যে, যারা এর বিরোধিতা করে থাকে তারা ইতিমধ্যেই উল্লিখিত মিথ্যারোপের মধ্যে পড়ে গেছে। তারা হাদীছের নামে যা প্রচলিত তা-ই আমল করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, ‘কারো মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে যা শুনে তাই বর্ণনা করে’।[১৭৭] আর এরই উপর ভিত্তি করে আমি বলি, ‘কোন মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে যা শুনে তাই আমল করে’।[১৭৮]

মূলনীতির বাস্তবতা ও সমাজচিত্রঃ

ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে এযাবৎ যত খিদমত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী খিদমত হয়েছে হাদীছ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে। পৃথিবীর ইতিহাসে যত জাতি, ধর্ম ও নবী-রাসূল এসেছিলেন তাদের কারো মধ্যেই এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পরিশোধন-পরিমার্জন করার নীতি ছিল না। হাদীছ সংগ্রহ এবং বর্ণনাকারীদের নাম, উপনাম, বংশ পরিচয়, জীবনী, চরিত্র ও গুণাবলী সংরক্ষণ এবং বিশাল বিশাল গ্রন্থ প্রণয়নের ইতিহাস কেবল মুহাম্মাদী উম্মতেরই রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হ’ল- এই অবদানের প্রভাব বৃহত্তম মুসলিম উম্মাহর উপর তেমন পড়েনি। যুগের পর যুগ তা গ্রন্থাবদ্ধই থেকে গেছে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য ইহুদী-খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য চক্র এবং তাদের হাতে গড়া মুসলিম নামের যিন্দীক্ব, শী‘আ, খারেজী, রাফেযী দালালরা রাসূলের নামে যে সমস্ত হাদীছ জাল করেছিল সেগুলোই মুসলিম সমাজে চালু আছে। ফলে সেই মরণফাঁদে আটকা পড়ে অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়েছে মুসলিম উম্মাহ । আর স্ব স্ব ফের্কার পৃথক পৃথক আক্বীদ ও আমলও তাদের উপর স্থায়ী হয়ে গেছে। ৫ম শতাব্দী হিজরীর মধ্যে স্ব স্ব দলের আমলের উপরে রচিত হয় পৃথক পৃথক বহু গ্রন্থ। অথচ তারও দুইশ’ বছর আগে অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই মালেক মুওয়াত্ত্বা, মুসনাদে আহমাদ, প্রসিদ্ধ ছয়খানা হাদীছ গ্রন্থ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর দিকে কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপই করা হয়নি। এছাড়া মুহাদ্দিছগণ যেসমস্ত জাল ও যঈফ হাদীছ পৃথক করেছেন এবং হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের যে মূলনীতি ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসছে সেদিকে দলীয় ফক্বীহরা কোনই দৃষ্টি দেননি। ফলে জাল ও যঈফ হাদীছ এবং রায় ও ক্বিয়াস ভিত্তিক ফিক্বহী মাসআলার অগ্নিজালে মানুষ আটকা পড়েছে। স্ব স্ব ইমামের মাযহাবকে যেমন আঁকড়ে ধরেছে তেমনি রচিত ফেক্বহী গ্রন্থ সমূহকেও অনুসরণীয় গাইড হিসাবে গ্রহণ করেছে। এভাবে অল্প সংখ্যক আল্লাহর বান্দা ছাড়া অধিকাংশ মানুষই স্থায়ীভাবে বিভ্রান্তির মহা সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যেখান থেকে উদ্ধার হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। ইমাম আবু সুলায়মান আল-খাত্ত্বাবী (রহঃ) এভাবেই তার বক্তব্য চিত্রিত করেছেন।[১৭৯]

দলীয় ফিক্বহ ও ফাতাওয়ার কিতাব সমূহ যে জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা পরিপূর্ণ সে বিষয়ে আব্দুল হাই লাক্ষ্ণোভী হানাফী, আল্লামা মারজানী হানাফী (রহঃ) সহ প্রমুখ বিদ্বানই মন্তব্য করেছেন। উদাহরণ হিসাবে তারা হানাফী মাযহাবের বৃহৎ কিতাব ‘হেদায়াহ’, শাফেঈ মাযহাবের বড় কিতাব ‘শারহুল ওয়াজীযের’ কথা উল্লেখ করেছেন।[১৮০] এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে ‘ফক্বীহদের উপর জাল ও যঈফ হাদীছের মর্মান্তিক প্রভাব’ শিরোনামে আলোচনা করেছি।

হানাফী মাযহাবের ফিক্বহ ও ফাতাওয়ার গ্রন্থ কাসানী রচিত ‘বাদায়েউছ ছানায়ে’, মারগিনানী রচিত ‘আল-হেদায়াহ’, ‘বাহরুর রায়েক্ব’, ‘ফাৎহুল বাবিল ইনায়াহ’, ‘শারহু ফাৎহিল ক্বাদীর’, ‘তাবঈনুল হাক্বাইক্ব’, ‘কাশফুল হাক্বায়েক্ব’, ‘আল-ইখতিয়ার’, ‘আদ-দুর্রুল মুখতার’, ‘আল-মাবসূত্ব’, ‘হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন’, ‘কুদূরী’, ‘শারহুল বেক্বায়াহ’, ফাতাওয়া আলঙ্গীরী প্রভৃতি গ্রন্থে জাল ও যঈফ হাদীছের ছড়াছড়ি। মালেক্বী মাযহাবের ‘আল-মুদাওয়ানাহ’, ‘মাওয়াহিলুল জালীল ‘আলা মুখতাছিরি খালীল’, ‘আশ-শারহুছ ছগীর ‘আলা আক্বরাবিল মাসালিক’, ‘ফাৎহুর রহীম’ প্রভৃতি।

১৭৭. *মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ।*
১৭৮. *ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, যঈফুল জামে‘ আছ-ছগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫১ পৃঃ; ঐ, ছহীহুল জামে‘ আছ-ছগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫৬ পৃঃ।*
১৭৯. *ইমাম আবু সুলায়মান আল-খাত্ত্বাবী, মু‘আলিমুস সুনান ১/৭-৮ পৃঃ; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ১৬৪।*
১৮০. *আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, জামে‘ ছাগীর-এর ভূমিকা নাফে‘ কাবীর, পৃঃ ১৩; নাযেরাতুল হক্ব-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৪৬; ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ‘আত ১/৩; মানাহিজুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৮।*

শাফেঈ মাযহাবের শীরাজী রচিত 'আল-মুহাযযাব', রাফেঈ প্রণীত 'ফাৎহুল আযীয শারহুল ওয়াজীয', 'নিহাইয়াতুল মুহতাজ', 'ফাৎহুল ওয়াহহাব শারহু মানহাজিত তুল্লাব'। হাম্বলী মাযহাবের ইবনু কুদামাহ প্রণীত 'আল-মুগনী', ইবনু মুফলিহ রচিত 'আল-মুবদি', 'আর-রাওযুল মুরাব্বা', 'শারহু মুনতাহাল ইরাদাত', 'হেদাইয়াতুর রাগেব', 'আর-রাওযুন নাদী' ইত্যাদি গ্রন্থে অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে। যুগ যুগ ধরে উক্ত কিতাবগুলো ছাত্রদের পড়ানো হচ্ছে আর জাল ও যঈফ হাদীছও বিস্তৃতি লাভ করছে।

তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে, তাফসীরে নাক্কাশ, ছা'লাবী, ওয়াহিদী, কাশশাফ, বায়যাবী, আবী সাঈদী, মাযহারী, রূহুল বায়ান, দুরুল মানছূর প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত দু'একটি ছাড়া সমস্ত হাদীছই জাল ও যঈফ। বিশেষ করে ইসরাঈলী মিথ্যা কাহিনীতে ভরপুর।[১৮১] বিশেষ করে সূরার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলো সবই জাল। তাফসীরে জালালায়েন, মা'আরিফুল কুরআন, রুহুল মা'আনী, হাক্কানীতেও ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ সমূহে ভর্তি। উল্লেখ্য, এছাড়া সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তাফসীর ইবনু কাছীর, কুরতুবী, ফাৎহুল ক্বাদীর, তাবারীতে কিছু ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ থাকলেও তা মুহাদ্দিছগণ তাহক্বীক্ব করে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের জীবনী গ্রন্থ, ইতিহাস, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী, সাহিত্য প্রভৃতি কিতাবে জাল ও যঈফ হাদীছ স্থান পেয়েছে ব্যাপকভাবে। উসদুল গাবাহ, কিতাবুল আগানী, সিরারু আ'লাম আন-নুবালা, ইহইয়া উলূমিদ্দীন প্রভৃতি। মাযহাবী ফক্বীহদের মধ্যে যারা হাদীছের ব্যাখ্যা লিখেছেন তাদের গ্রন্থে জাল ও যঈফ হাদীছের সংখ্যা বেশী।

বর্তমান যুগেও ফিক্বহ, তাফসীর, ইতিহাস, শারহুল হাদীছের উপর গ্রন্থ রচিত হচ্ছে কিন্তু জাল ও যঈফ হাদীছের দিকে তেমন ভ্রূক্ষেপ করা হচ্ছে না। বিশ্বের বড় বড় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাদীছের দরস দেওয়া হচ্ছে ও বছর শেষে মানপত্র সহ জমকাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় দেওয়া হ'লেও ছাত্ররা হাদীছের ছহীহ যঈফ ও উছূলে হাদীছ সম্পর্কে তেমন ধারণা পাচ্ছে না। তাই তাদের বক্তব্য, লেখনী, আলোচনা মাধ্যমেই সেগুলো প্রচারিত হচ্ছে। আমাদের দেশে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে যে সমস্ত বই-পুস্তক, পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলোতে জাল ও যঈফ হাদীছের ছড়াছড়ি। শত শত ইসলামী দল ও হাযার হাযার আলেমের পক্ষ থেকে গ্রন্থ রচিত হলেও জাল ও যঈফ হাদীছের কারণে তাতেও মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। বিশেষ করে এখন চলছে হাদীছের অনুবাদ বাণিজ্য। অনুবাদে তো কারচুপি আছেই তথাপি টীকায় জাল ও যঈফ হাদীছ এবং খোঁড়া যুক্তি উল্লেখ করে ছহীহ হাদীছকে হত্যা করা হচ্ছে, যদিও তা আচরিত মাযহাব ও আমল-আক্বীদার বিরোধী হয়। এভাবে সর্বস্তরের জনগণ জাল ও যঈফ হাদীছের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে যুগের পর যুগ। জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর মূলনীতি থাকলেও তার বাস্তবতা বড়ই করুণ। ফক্বীহ, ঐতিহাসিক, মুফাসসির, সীরাত সংকলক, হাদীছের ব্যাখ্যাকার সকলেই যেন অলসতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। এক্ষণে নিম্নে আমরা এই করুণ বাস্তবতার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করব-

করুণ বাস্তবতার কতিপয় উল্লেখযোগ্য কারণঃ

(১) যঈফ হাদীছের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শনঃ উক্ত করুণ বাস্তবতার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী জাল হাদীছের প্রতি কতিপয় মুহাদ্দিছের দুর্বল মনোভাব। বিশেষ করে ফযীলতের হাদীছগুলোকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়ায় জাল হাদীছগুলোও বিস্তার লাভ করেছে। ফাতাওয়া, তাফসীর, সীরাত, ইতিহাস, মাগাযী, সাহিত্য সকল বিষয়েই পড়েছে এই কুপ্রভাব। শুধু তাই নয় এর সাথে সংমিশ্রণ হয়েছে পরবর্তীতে রচিত অসংখ্য রসম-রেওয়াজ। হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)-এর মত কঠোর নীতি অবলম্বন করা হ'ত তাহ'লে এই পরিণতি কখনোই হ'ত না।

(২) দলীয় কোন্দলঃ মাযহাবী ফের্কাবন্দীর কারণে পূর্ব থেকেই যেহেতু জাল ও যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে স্ব স্ব দলের স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে এবং তা স্থায়ীভাবে চলে আসছে। সেজন্য জাল ও যঈফ হাদীছের প্রভাব আরো বেশী পড়েছে। এছাড়াও নিজ নিজ দলের ফক্বীহগণ যখন যে বিষয়ে লেখালেখি করছেন তখন সে বিষয়ে জাল ও যঈফ হাদীছ প্রয়োগ করেছেন। ফলে সর্বত্রই তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুতরাং আল্লাহ প্রদর্শিত 'ছিরাতে মুস্তাক্বীমে' চলতে চাইলে উক্ত যাবতীয় দলীয় কোন্দল মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করে যেতে হবে।

(৩) স্বার্থান্ধ ফিক্বহী মূলনীতিঃ ব্যাঙের ছাতার ন্যায় সৃষ্ট উক্ত প্রত্যেক দলের ফিক্বহী মাসআলার পক্ষে রচিত হয়েছে স্বতন্ত্র উছূল বা মূলনীতি। মাসআলা বিশ্লেষণ করা এর উদ্দেশ্য হ'লেও অন্য দলের নিয়ম-নীতি, আক্বীদা-আমল ও অনুসরণীয় বিষয়কে খণ্ডন করা এবং নিজ মাযহাবকে শক্তিশালী করাই হ'ল এর মূল লক্ষ্য। এই অশুচি কাজ করতে তারা যেমন নিজেদের তলাহীন খোঁড়া যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি জাল ও যঈফ হাদীছের আশ্রয় নিয়েছেন। এ সুযোগে কল্পিত ও মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে হাযার হাযার ছহীহ হাদীছকে হত্যা করা হয়েছে। স্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে সর্বদা কুরআন-সুন্নাহ্র মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করাই এর কাজ। উছূলে শাশী, নূরুল আনওয়ার প্রভৃতি উছূলের গ্রন্থ একথাই মনে করিয়ে দেয়। যেগুলো ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হচ্ছে। ফলে জাল ও যঈফ হাদীছের প্রচার যুগের পর যুগ থেকেই যাচ্ছে।

১৮১. *আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ৩৭০; আরো দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, আল-ইসরাঈলিইয়াত ওয়াল মাওযূ'আত ফী কুতুবিত তাফসীর।*

(৪) যে হাদীছ দ্বারা কোন মুজতাহিদ বা ফক্বীহ দলীল গ্রহণ করেছেন সে হাদীছ ছহীহ, যদিও তা যঈফ বা জাল হয়ঃ মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীছের ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ার এটি একটি বলিষ্ঠ কারণ । অথচ তা একটি জঘন্য মিথ্যাচার। হাদীছ যখনই জাল বা যঈফ প্রমাণিত হবে তখনই তা বর্জন করতে হবে, যদিও তার দ্বারা কোন মুজতাহিদ বা ফক্বীহ ব্যক্তি দলীল গ্রহণ করেন। কারণ মুজতাহিদ বা ফক্বীহ ভুলের উর্ধ্বে নন। তাদেরও ভুল হয়।[১৮২] কিন্তু সেই প্রমাণিত ভুলের উপর কখনো অন্যরা আমল করতে পারে না। মুজতাহিদ ও ফক্বীহ নামের অসংখ্য ব্যক্তি জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন। তাই বলে কি সেই মাসআলা গ্রহণযোগ্য হবে? কখনোই না। বলা বাহুল্য যে, উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই মাযহাবী ব্যক্তিরা জাল ও যঈফ হাদীছের আমল পরিত্যাগ করতে চায় না।[১৮৩]

(৫) 'ছিহহা সিত্তাহ' ছয়খানা ছহীহ কিতাবঃ উক্ত কথা সমাজে প্রচলিত থাকলেও এর কোন ভিত্তি নেই। উপমহাদেশের দেশগুলোতে একথা খুবই প্রসিদ্ধ। সম্ভবত এই অঞ্চল থেকেই এর উদ্ভাবন হয়েছে।[১৮৪] তাই সাধারণ জনতার মাঝে প্রচলিত আছে যে, এই ছয়খানা কিতাবের সমস্ত হাদীছই ছহীহ। অথচ এর বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টা। কেবলমাত্র ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম এই দু'টি গ্রন্থ 'ছহীহায়েন' বা 'দুইখানা ছহীহ গ্রন্থ' হিসাকে মুহাদ্দিছগণের নিকটে প্রসিদ্ধ। আর আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ এই চারখানাকে বলা হয় 'সুনানু আরবা'আহ'। দ্বিতীয়তঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) স্ব স্ব কিতাবের নাম নিজেরাই রেখেছেন 'ছহীহ' হিসাবে। যার কারণে তাদের গ্রন্থে কোন যঈফ হাদীছ নেই। পক্ষান্তরে অন্য চার ইমাম কেউ তাদের কিতাবের নাম 'ছহীহ' রাখেননি। বরং তারা 'সুনান' নামে নামকরণ করেছেন। তাই বলা হয় 'সুনানু আরবা'আহ' বা সুনানের চারটি কিতাব। তাদের প্রত্যেকের গ্রন্থে যঈফ ও জাল হাদীছ থাকার কারণে তারা ছহীহ নাম রাখেননি। বহু স্থানে তারা তা উল্লেখও করেছেন। পরবর্তীতে মুহাদ্দিছগণের বিশ্লেষণে আরো অনেক যঈফ হাদীছ বের হয়েছে। শায়খ আলবানীর হিসাবে আবুদাঊদে প্রায় ১১২৭টি, তিরমিযীতে ৮৩২টি, নাসাঈতে ৩৯০টি এবং ইবনু মাজাতে ৮৭৬টি যঈফ ও জাল হাদীছ আছে। সুতরাং 'ছিহহাহ সিত্তাহ' না বলে তাদের দেওয়া নাম হিসাবে 'ছহীহায়েন' ও 'সুনানু আরবা'আহ' বলা আবশ্যক। অথবা প্রধান ৬ খানা হাদীছ গ্রন্থ হিসাবে 'কুতুবে সিত্তাহ' বলবে। যা মুহাদ্দিছগণের প্রচলিত পরিভাষা। উল্লেখ্য যে, কায়রো এবং বৈরুত থেকে প্রকাশিত ইবনুল আরাবীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ তিরমিযীতে ছহীহ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আরো বিস্ময়কর হ'ল- শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (রহঃ)ও তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে 'আল-জামেউছ ছহীহ' নাম উল্লেখ করেছেন। যা মারাত্মক ভুল হয়েছে।[১৮৫]

(৬) স্বপ্নযোগে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানাঃ অনেক বোকা লোক জাল হাদীছের প্রতি আমল করে। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়, আমি স্বপ্নযোগে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি। এ ধরণের মিথ্যা কথার ভিত্তিতেও অনেক জাল হাদীছ চালু আছে।[১৮৬] তাবলীগ জামা'আতের 'ফাযায়েলে আ'মাল' ও 'তাবলীগী নিছাবে' স্বপ্নে পাওয়া হাযারো মিথ্যা কথা লেখা আছে। এ দলের অনুসৃত প্রায় সকল নীতিই মাওলানা ইলিয়াসের স্বপ্নে পাওয়া।[১৮৭] উক্ত নিছাবের মধ্যে মিথ্যা ফযীলত সংক্রান্ত অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে। এই বানাওয়াট ও ভূয়া নেকীর লোভে মুরব্বীরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। যার সাথে শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই।

(৭) সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী মনোভাবঃ বহু দল সমাজ, সময় ও পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে এবং স্বার্থ উদ্ধারের জন্য জাল হাদীছের পরিত্যক্ত আবর্জনা সর্বদা চালু রাখে। যার দৃষ্টান্ত চিশতিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, ক্বাদারিয়া, ছূফী, মা'রেফতী অসংখ্য তরীকা। উক্ত সুযোগ সন্ধানী কথিত পীর-ফক্বীর, ভণ্ড বাবা ও খানকা পূজারীদের খপ্পরে পড়ে মুসলিম উম্মাহর একটি বৃহত্তর অংশ শিরক, বিদ'আত, বিধর্মীয় জঘন্য প্রথা ও বেহায়া অশ্লীল অপকর্মে লিপ্ত।

(৮) প্রচলিত কোন বিষয়ে ছহীহ হাদীছ না থাকলে ঐ সংক্রান্ত যঈফ হাদীছ আমল করা যাবেঃ উক্ত দলীল বিহীন ও মুহাদ্দিছগণের রীতি বিরুদ্ধ কথা সাধারণ আলেমদের মাঝে ব্যাপকভাবে চালু আছে। অথচ ভিত্তি যদি দুর্বল হয় তাহ'লে তার দ্বারা কখনো আমল সাব্যস্ত হয় না। কারণ হাদীছ যঈফ হ'লে তার হুকুম কোন সময়ই ছহীহ হয় না।[১৮৮] উক্ত অজুহাতে আমলের সময় ঐ হাদীছ জাল না যঈফ তা কিন্তু যাচাই করা হয় না। ফলে জাল হাদীছও চালু হয়ে যায়। আমাদের প্রশ্ন হ'লঃ দলীল যাচাই না করে ঐ আমল কিভাবে চালু হ'ল? এরপর ঐ আমলকে যাচাই না করে বরং যেকোনভাবে তাকে প্রমাণ করার জন্য কেন বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়? অথচ ইসলামের নীতি হ'ল, ছহীহ দলীল জানার পরেই তার উপর আমল করতে হবে। এ জন্য সমাজে প্রচলিত যেকোন বিদ'আতী আমলকে উৎখাত করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস।

---

১৮২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৩২; আল-ই'তিছাম ১/১৭৯; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯৫।*

১৮৩. *ডঃ মুর্তাযা যাইয়িন আহমাদ, মানাহিজুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৭ المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحاله،*

১৮৪. *আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী, বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন; জামে তিরমিযী, বাংলা অনুবাদঃ আব্দুন নূর সালাফী ১/৮ ভূমিকা দ্রঃ।*

১৮৫. *খলীল মা'মূন শীহা, তাহক্বীক্বঃ ছহীহ মুসলিম শরহে নববী (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৯৯৬), ১/২৬ পৃঃ।*

১৮৬. *মানাহিজুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ৩১-৩২।*

১৮৭. *মালফূযাতে ইলিয়াস, পৃঃ ৫১; আল-ক্বাওলুল বালীগ ফিত তাহযীর মিন জাম'আতিত তাবলীগ।*

১৮৮. *ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ১৮/৬৫-৬৮।*

(৯) কোন যঈফ হাদীছের অনেকগুলো সূত্র থাকলে গ্রহণযোগ্য হবেঃ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের নিকটে উক্ত নীতির কোন অস্তিত্ব নেই। একটি হাদীছ যত সূত্রেই বর্ণিত হোক যদি প্রত্যেক সনদই ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহ'লে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে উক্ত প্রত্যেক সূত্রের বর্ণনাকারীগণ সত্যবাদী ও দ্বীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত না হয়ে মুখস্থ শক্তিতে ক্ষীণ হয় যা পস্পরকে শক্তিশালী করে, তাহ'লে তাকে হাসান লিগায়রিহী স্তরে উন্নীত করা যেতে পারে।[১৮৯] কিন্তু এই সূক্ষ্ম পার্থক্য না করে ঢালাওভাবে যঈফ হাদীছের পক্ষে কথা বললে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। তাছাড়া অনেক সূত্র বিশিষ্ট যঈফ হাদীছের সংখ্যা তো বেশী নয়। সেগুলো মুহাদ্দিছগণই তা যাচাই করে দিয়েছেন। এই সুযোগে সকল যঈফ হাদীছের দ্বার খুলে দেওয়া মহা অন্যায়। উল্লেখ্য, অনেকের মুখে শুনা যায়, যঈফ হাদীছ আমল করে যদি তার দ্বারা উপকৃত হয় তাহ'লে বুঝতে হবে ঐ হাদীছ ছহীহ, শুধু সনদের কারণে যঈফ। উক্ত কথাও মূলনীতি বিরোধী। হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হওয়ার পর কোন দলীলের ভিত্তিতে তার প্রতি আমল করতে যাবে? আমল করার পূর্বেই তো তার ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে। আমল করে হাদীছ ছহীহ যঈফ প্রমাণ করা তো আরেকটি বিদ'আতী নীতি। এমনটি হ'লে হাদীছ যাচাইয়ের মূলনীতির কী দরকার ছিল? অনেকে অজুহাত দেখায় যে, একই হাদীছকে কেউ যঈফ বলেছেন আবার কেউ ছহীহ বলেছেন। তাহ'লে আমরা কী করব। তাই সবই আমল করে যাচ্ছি। আর ইখতিলাফ তো থাকবেই। এগুলো মূল বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল মাত্র। দূরদৃষ্টির চরম অভাব। যাকে তাকে মুহাদ্দিছ বলে ধারণা করার কারণে এটা ঘটেছে। অথচ প্রকৃত মুহাদ্দিছগণের মাঝেও 'মুতাশাদ্দিদ' বা কঠোর, 'মুতাওয়াসসিত্ব' বা মধ্যমপন্থী ও 'মুতাসাহিল' বা শিথিলতা অবলম্বনকারী মর্মে শ্রেণী বিভাগ আছে। আর মুতাসাহিলদের সংখ্যা চিরকালই বেশী। তাই সেদিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেই কথা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়াও এমন মতানৈক্যপূর্ণ হাদীছের সংখ্যা বেশী নয়। এরপর জাল হাদীছ বর্জনের ব্যাপারে তো সকল মুহাদ্দিছ একমত।

উপসংহারঃ

পরিশেষে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে বলব, জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার মধ্যে মুসলিম উম্মাহর জন্য রয়েছে মহা কল্যাণ। এখানেই নিহীত রয়েছে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী প্লাটফরম। এই দূরন্ত অভিযানে সফল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম 'দাওরায়ে হাদীছ' মাদরাসাগুলো। যা মুসলিম জাতির কর্ণধার তৈরীর কারখানা। তার শিক্ষকগণ যঈফ ও জাল হাদীছের পরিণতি উল্লেখপূর্বক ছহীহ ও যঈফ হাদীছ পার্থক্য করে পাঠ দান করাবেন। যখন সমাবেশ, সম্মেলন, মজলিস, অনুষ্ঠানে আলোচনা করবেন তখন এব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং জনসাধারণকে জাল ও যঈফ সম্পর্কে সচেতন করবেন। রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে সাধারণ জনগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের কাছে যেন কোন জাল হাদীছ বর্ণনাকারী মিথ্যুক বক্তা আশ্রয় না পায়। যথাযথভাবে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। সেই সাথে মনে রাখতে হবে যে, একশ্রেণীর আলেম ও ইসলামী দল সর্বদা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান করবে এবং জাল ও যঈফ হাদীছ, মিথ্যা কাহিনী, রসম রেওয়ায আঁকড়ে ধরে থাকবে। অনেক ইসলামী পত্রিকাও এধরণের ন্যক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যেমন দেশের প্রভাবশালী ইসলামী পত্রিকা মাসিক মদীনা গত জুলাই ২০০৭ সংখ্যার ১৬ নং প্রশ্নোত্তরে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর মত মুসলিম বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছকে গালমন্দ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নাসেরুদ্দীন আলবানী মরহুম ছিলেন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ওরিয়েন্টা স্টাডিজ গ্রুপের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর আজীবন প্রয়াসই ছিল মাযহাব এবং হাদীস শরীফের প্রতি শোবা-সন্দেহ সৃষ্টি করা'। এছাড়া সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাঁর 'রাসূলুল্লাহর ছালাত' নামক গ্রন্থের জঘন্য ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে এবং তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে *(পৃঃ ৪৪)*। আমরা তাদের এই কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের ভদ্রোচিত নিন্দা জানাই। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর ইলম ও হাদীছ শাস্ত্রে তার অবদান পরিমাপ করতে অসমর্থ ব্যক্তিদের পক্ষেই কেবল এই জাতীয় মন্তব্য শোভা পায়। আমরা সকল মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আহ্বান জানাব, নিরপেক্ষভাবে স্বচ্ছ মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সোজা-সরল পথে এগিয়ে আসুন। এটাই সেই জান্নাতুল ফেরদাউসের পথ যে পথে কথিত মাযহাবী দলাদলী সৃষ্টির বহু পূর্বে ছাহাবী, তাবেঈগণ পরিচালিত হয়েছেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন আমীন!!

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোন (দোকান)ঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

১৮৯. *ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ, পৃঃ ৮৬; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩১; ইবনু হাজার আসক্বালানী, শারহুন নুখবাহ, পৃঃ ২৫।*

মহা হিতোপদেশ

মূল ঃ তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)

*অনুবাদ ঃ আবু তাহের**

[৪র্থ কিস্তি]

বাড়াবাড়ি ধ্বংসের মূল ঃ

কতিপয় পণ্ডিত, পীর, আলিম ও শায়খের বিষয়ে যে সীমালঙ্ঘন ও অতি বাড়াবাড়ি করা হয়, চাই তা শায়খ আদী অথবা ইউনুস আল-কাতী, হাল্লাজ অথবা অনুরূপ কোন ব্যক্তির নামে করা হউক, এমনকি আলী (রাঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর বিষয়েও যদি বাড়াবাড়ি করা হয়, তা অবশ্যই নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি কোন নবী অথবা কোন পুণ্যবান ব্যক্তির ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করে অথবা তার বিষয়ে এই বিশ্বাস করে যে, তার মধ্যে কোন কিছু করার ক্ষমতা আছে, কিংবা তার মধ্যে ইলাহ-এর কোন ক্ষমতা আছে সে নিঃসন্দেহে চরম বাড়াবাড়ি করল। যেমন একথা বলা যে, অমুক শায়খের ইচ্ছা মত আমাকে খাদ্য দেওয়া না হ'লে আমি তা চাই না। অনুরূপ বকরী যবহের সময় আমার নেতার নামে, আমার বাবা ও কবরের নামে বলা, তার কবরে সিজদা করা অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দো'আ করা ইত্যাদি। যেমন এভাবে বলা যে, হে আমার পীর, সরদার! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে সাহায্য কর, আমাকে রিযিক দাও, আমাকে পরিত্রাণ দাও, আমাকে মুক্তি দাও। অথবা একথা বলা যে, তোমার উপরই আমি ভরসা করছি, তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট ইত্যাদি কথা বলা চরম বাড়াবাড়ি।

উপরোক্ত কথা ও কার্যাবলী রব-এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এ ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ শিরক ও পথভ্রষ্টতা। এরূপ ব্যক্তিকে তওবা করতে হবে। যদি তওবার নির্দেশ পাওয়ার পরও তওবা করে ইসলামে ফিরে না আসে তাহ'লে ইসলামী প্রশাসনের রায় মোতাবেক তাকে হত্যা করতে হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এজন্য যে, যাতে লোকেরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করে। তাঁর সঙ্গে যেন কোন কিছুকে শরীক করা না হয় এবং অন্য কিছুকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ না করা হয়। যারা আল্লাহ্র সঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, উযাইর, ঈসা (আঃ), ফেরেশতামণ্ডলী, লাত, উয্যা, মানাত, ইয়াগূছ, ইয়াউক, নছর প্রভৃতিকে ইলাহ হিসাবে ডাকে তারা ঐগুলোকে জগতের সৃষ্টিকর্তা, বৃষ্টি বর্ষণকারী অথবা উদ্ভিদ উৎপাদনকারী স্রষ্টা হিসাবে বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ তারা ফেরেশতামণ্ডলী, নবীগণ, জিন, নক্ষত্ররাজি, নির্মিত মূর্তি সমূহ এবং কবরবাসীর ইবাদত এজন্য করে যে, তাদের বিশ্বাস ওরা তাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। তারা তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশকারী হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে এজন্য প্রেরণ করেছেন যে, মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং কারো কাছে সাহায্য চাইবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهِ فَلا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلاَتَحْوِيْلاً– أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا–

'বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মাবুদ মনে কর, তাদেরকে আহ্বান কর; অথচ এরা তো তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করবার অথবা পরিবর্তন করবার ক্ষমতা রাখে না। তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের রব-এর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নৈকট্যশীল। তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ' *(বনী ইসরাঈল ৫৬-৫৭)*।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلافِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيْرٍ– وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ–

'আপনি বলুন! তোমরা আহবান কর তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে মাবুদ মনে করতে। তারা আকাশ ও পৃথিবীতে অনু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তার সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহ্র নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না' *(সাবা ২২-২৩)*।

মহান আল্লাহ অবহিত করছেন যে, আল্লাহ ছাড়া এমন শক্তিকে ডাকা হচ্ছে যাদের রাজত্বের অনু পরিমাণ ক্ষমতা ও অংশীদারী নেই। সৃষ্টি বিষয়ে তাদের কোনই ক্ষমতা নেই, যা দ্বারা তারা সাহায্য করবে। আর আল্লাহ্র চয়নকৃত ও মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া কারো সুপারিশ উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىْ–

'আকাশ সমূহে কতই না ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং

* *এম.ফিল গবেষক, আল-হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন' *(নাজম ২৬)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوْا لا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلا يَعْقِلُوْنَ– قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ–

'তবে কি তারা আল্লাহকে ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলুন, তাদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও? বলুন, যাবতীয় সুপারিশ আল্লাহ্রই এখতিয়ারে। আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই। অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(যুমার ৪৩-৪৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَيَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِى السَّمَوَاتِ وَلاَ فِى الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ–

'আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে, তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকটে আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন, আকাশ ও যমীনের মাঝে? তিনি পবিত্র ও তাদের শিরকী কার্যকলাপ হ'তে অনেক ঊর্ধ্বে *(ইউনুস ১৮)*।

দ্বীনের মূল বিষয় হ'ল এক আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করা। আর এটাই হ'ল তাওহীদ। যে দাওয়াত সহ আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন এবং আসমানী কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক বলেন,

وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُوْنَ–

'আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ স্থির করেছিলাম ইবাদতের জন্য' *(যুখরুফ ৪৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ–

'আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও ত্বাগূত থেকে নিরাপদ থাকবে' *(নাহল ৩৬)*। আল্লাহ পাক আরো বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ–

'আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার প্রতি এ মর্মে অহী করেছি যে, আমি ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*।

রাসূল (ছাঃ) তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং জাতিকে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এমনকি জনৈক ব্যক্তি যখন তাঁর সামনে বলেছিল, 'আল্লাহ যা চান ও আপনি যা চান'। তখন রাসূল (ছাঃ) তার জবাবে বলেছিলেন, أَجَعَلْتَنِىْ لِلَّـهِ نِـدًّا؟ بَلْ مَـا شَـاءَ اللهُ وَحْـدَهُ، 'তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করতে চাও? বরং আল্লাহ এককভাবে যা চান তাই হয়'।[১] তারপর বললেন,

لاَ تَقُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِنَّ قُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ،

'তুমি এভাবে বলবে না যে, আল্লাহ যা চান ও মুহাম্মাদ যা চান। বরং বলবে, আল্লাহ যা চান অতঃপর মুহাম্মদ যা চায়'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন, مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَـصْمُتْ، 'যে শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে শপথ করে। অথবা নীরব থাকে'।[৩] তিনি আরো বলেন, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْـرَكَ، 'যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে শিরক করল'।[৪] তিনি আরো বলেন,

لاَ تَطْرُوْنِىْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَـرْيَمَ، إِنَّمَـا أَنَـا عَبْـدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ،

'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইবনু মারয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি একজন বান্দা। অতএব তোমরা বল, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[৫]

এ কারণে আলিমগণ একমত হয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি কোন সৃষ্টবস্তুর নামে শপথ করতে পারবে না। যেমন- কা'বা ও অন্যান্য বস্তুর নামে। নবী করীম (ছাঃ) সৃষ্টবস্তুর জন্য সিজদা করতেও নিষেধ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَـصْلُحُ الـسُّجُوْدَ إِلاَّ لِلَّـهِ، 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা সমীচীন নয়'।[৬] তিনি আরো বলেন,

১. *আহমাদ ১/২১৪, ২২৪, ২৮৩, ৩৪৭; ইবনু মাজাহ, 'কাফফারা' অধ্যায়, হা/২১১৭।*
২. *আহমাদ ৫/৭২, ৩৯৩; ইবনু মাজাহ হা/২১১৮; দারেমী ২/২৯৫।*
৩. *বুখারী হা/৬১০৮, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়; মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়, হা/৩, ১৬৪৬; আহমাদ হা/৭১২।*
৪. *আহমাদ ১/৪৭; তিরমিযী 'শপথ ও মান্নত' অধ্যায় হা/১৫৩৫।*
৫. *বুখারী হা/৩৪৪৫, 'নবী-রাসূলগণের বর্ণনা' অধ্যায়।*
৬. *বুখারী হা/৩৪৪৫।*

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَّسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا،

'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম'।[৭] রাসূল (ছাঃ) মু'আয বিন জাবালকে বলেন,

أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِىْ أَكُنْتَ سَاجِدًا لَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلاَ تَسْجُدْ لِىْ،

'তুমি যদি আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম কর, তাহ'লে কি কবরকে সিজদা করবে? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমাকে সিজদা করবে না'।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় বলেন,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ،

'আল্লাহ ইহুদী ও নাছারাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন, তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করেছে'।[৯] ইহুদী-খৃষ্টানরা যে কাজ করছে, তা হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতকে সতর্ক করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لَأَبْرَزَ قَبْرَهُ وَلٰكِنَّ كَرِهَ أَنْ يَّتَّخِذَ مَسْجِدًا

'যদি অনুরূপ না হ'ত, তাহ'লে ঘরের বাইরে প্রকাশ্য স্থানে তাঁর কবর দেওয়া হ'ত। কিন্তু মানুষ মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি তা অপসন্দ করেছেন'। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলেছেন,

إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّىْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ،

'তোমাদের পূর্বের লোকেরা কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করত। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করলাম'।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ، اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ،

'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি বানিও না, যার ইবাদত করা হবে। ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্র শাস্তি কঠোর হয়, যারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানায়'।[১১]

তিনি আরো বলেন,

لاَ تَتَّخِذُوْا بَيْتِىْ عِيْدًا وَلاَ بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَصَلُّوْا عَلَىَّ حَيْثُ كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ،

'তোমরা আমার ঘরকে ঈদগাহ হিসাবে গ্রহণ করো না। আর তোমাদের গৃহ সমূহকে কবর বানিও না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার উপর দরূদ পাঠ করো। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকটে পৌঁছবে'।[১২]

আর এ কারণেই ইসলামী নেতৃবৃন্দ একমত হয়েছেন যে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ শরী'আত সম্মত নয় এবং কবরের নিকটে ছালাত আদায়ও বিধসম্মত নয়; বরং পৃথিবীর সকল আলিমের ফায়ছালা হ'ল, কবরের পার্শ্বে আদায়কৃত ছালাত অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে মুসলমানদের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত, যা দাফনের পূর্বে তাদের উপর (জানাযার) ছালাত সম্পাদন করার ন্যায়। নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবীগণকে কবর যিয়ারতকালীন নিম্নোক্ত দো'আটি শিক্ষা দিয়েছেন,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ–

'হে মুমিন সম্প্রদায়ের গৃহবাসী (কবরবাসী)! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তাদের প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না, তাদের পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করো না। আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা করে দাও'।[১৩]

কবরের কাছে ছালাত আদায় নিষেধ এজন্য যে, মূর্তিপূজার কারণ সমূহের অন্যতম হ'ল ইবাদত ও অনুরূপ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কবরের সম্মান করা। আল্লাহ বলেন,

---

৭. *আহমাদ ১/১৫৮-৫৯; হাকিম ৪/১৭১; তিরমিযী হা/১১৫৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩।*
৮. *আবুদাঊদ হা/২১৪০ 'বিবাহ' অধ্যায়।*
৯. *বুখারী হা/১৩৩০ 'জানাযা' অধ্যায়।*
১০. *জামিউল মাসানিদ, ২/৫৯৩।*
১১. *মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ১৭২; আহমাদ ২/২৪৬পৃঃ; মুছান্নাফ আবদুর রাযযাক হা/১৫৮৭; ইবনু আবদিল বার্র, আত-তামহীদ, ৫/৪১-৪২পৃঃ।*
১২. *আহমাদ, ২/৩৭৬; আবুদাঊদ, হা/২০৪২ 'বিবাহ' অধ্যায়, মুছান্নাফ আবদুর রাযযাক, হা/৬৭২৬; ইবনু আবী শায়বাহ ২/৩৭৫পৃঃ।*
১৩. *আহমাদ ৬/৭১-৭৬, ১১১; ইবনু মাজাহ হা/১৫৪৬ 'জানাযা' অধ্যায়।*

وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاتَذَرُنَّ وَدًّا وَلاسُوَاعًا وَلايَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا،

'তারা বলল, তোমরা তোমাদের ইলাহদেরকে ছেড়ে দিও না। ছেড়ে দিও না ওদ্দা, সুয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরা (নামক মূর্তিদেরকে)' *(নূহ ২৩)*।

সালাফে ছালেহীনের একটি দল বলে, এসব নামের ব্যক্তিগণ সমকালীন জাতির ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যখন তারা মারা গেলেন, তখন তাদের কওমের লোকেরা তাদের কবরের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ল। তারপর তাদের ভাস্কর্য, প্রতিমূর্তি, প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে সেগুলির উপাসনা করা শুরু করল। সেকারণ এ বিষয়ে আলিমদের ঐক্যমত হয়েছে যে, কোন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর কবরের নিকট দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম করতে চাইলে, সে তাঁর কবরের পাথর স্পর্শ ও চুম্বন করতে পারবে না। কারণ চুম্বন করা ও স্পর্শ করা আল্লাহ্র ঘর কা'বার রুকন সমূহের অন্যতম। সুতরাং আল্লাহ্র ঘরকে মানুষের ঘরের সঙ্গে সাদৃশ্য করা যাবে না।

এগুলো হ'ল তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য, যা দ্বীনের মূল ও প্রধান। যা ব্যতীত আল্লাহ কারো আমল কবুল করবেন না। আর তাওহীদপন্থীকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু তাওহীদ বর্জনকারীকে ক্ষমা করবেন না। এমর্মে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না, এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়' *(নিসা ৪৮)*। এ কারণে তাওহীদের কালেমা সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট বাক্য। আর এ সম্পর্কে অন্যতম মহান আয়াত হচ্ছে 'আয়াতুল কুরসী'। আল্লাহ বলেন, اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ، 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও ঘুম আচ্ছন্ন করতে পারে না' *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، 'যার শেষ কালেমা হবে লাইলা-হা ইল্লাল্লা-হ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৪] ইলাহ হ'ল ঐ মহান সত্তা, যাঁর ইবাদতের জন্য অন্তররাজ্য ঝুঁকে পড়ে, তার দ্বারা সাহায্য কামনা করে, আশা, ভয়, সম্মান ও ইয্যত তাঁরই জন্য।

১৪. *আহমাদ, ৫/২৩৩; আবূদাঊদ 'জানাযা' অধ্যায়, হা/৩১১৬; হাকেম ১/৩৫১।*

[চলবে]

তাওহীদ

*আব্দুল ওয়াদূদ**

(৫ম কিস্তি)

আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রকারভেদঃ

আল্লাহ্র গুণাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. ইতিবাচক ও নেতিবাচক গুণাবলীঃ

(ক) ইতিবাচক গুণাবলীঃ এমন গুণাবলী, যা আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করে জানিয়ে দিয়েছেন অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র হ্যাঁ সূচক গুণ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'তিনি পরম দয়াময় আরশের উপর অধিষ্ঠিত' *(ত্বা-হা ৫)*। এ আয়াতে আল্লাহ্র الاستواء বা অধিষ্ঠিত হওয়া গুণটি সাব্যস্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا–

'প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ তা'আলা নিম্নাকাশে অবতরণ করেন'।[৩৬] এ হাদীছে আল্লাহ্র النزول বা অবতরণ করা গুণটি সাব্যস্ত হয়েছে। অন্য হাদীছ ও আয়াতে আল্লাহ্র হাত, পা, চেহারা, নফস সহ অসংখ্য ইতিবাচক গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে।

(খ) নেতিবাচক গুণাবলীঃ এমন গুণাবলী যা আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য নিষেধ করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধের ব্যাপারে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ الموت তথা মৃত্যু, النوم বা ঘুম, الظلم বা অত্যাচার তাঁর জন্য নিষেধ করেছেন।

২. আল্লাহ্র সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলীঃ

(ক) সত্তাগত গুণাবলীঃ এমন গুণাবলী, যা আল্লাহ্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে ও পরবর্তীতে থাকবে। যেমন- العلم বা জ্ঞান, البصر বা দেখা, القدرة বা ক্ষমতা, الحياة বা জীবন ইত্যাদি।

(খ) কর্মগত গুণাবলীঃ এমন গুণাবলী, যা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহ'লে সম্পন্ন করেন। আর যখন যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই সম্পন্ন করেন। যেমন- النزول বা নেমে আসা, الغضب বা রাগ করা, الضحك বা হাসা ইত্যাদি।

আল্লাহ্র কর্মগত বা সত্তাগত গুণাবলী আমরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অবগত হ'তে পারিঃ

* *তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

৩৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩।*

কুরআন-হাদীছের দলীল থেকেঃ কুরআনে আল্লাহ যে গুণাবলী নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র গুণাবলী সম্বলিত যেসব হাদীছ বর্ণনা করেছেন সেসব দলীল থেকে আমরা আল্লাহ্র গুণাবলী জানতে পারি। এ ক্ষেত্রে আমাদের 'আকল' বা বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে অপব্যাখ্যা করা যাবে না; বরং যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে।

নিজের জ্ঞান ও আল্লাহ্র সৃষ্টি দেখার মাধ্যমেঃ আল্লাহ্র কিছু গুণাবলী রয়েছে যেগুলি কুরআন-হাদীছের দলীল থেকে বুঝার পাশাপাশি আমরা জ্ঞান দ্বারাও অনুমান করতে পানি। যেমন- الخلق বা সৃষ্টি। আল্লাহ্র অসংখ্য সৃষ্টি দেখে আমরা আল্লাহ্র এ গুণটি বুঝতে পারি।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সম্পর্কে যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলি বিশ্বাস করার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও আল্লাহ্র যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সেগুলিও বিশ্বাস করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে যে সব তথ্যাদি বর্ণনা করেছেন সেগুলি তিন প্রকার। যথা-

১. بالقول বা কথার দ্বারাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ تَأْمَنُوْنِىْ، وَأَنَا أَمِيْنٌ مَنْ فِى السَّمَاءِ– 'তোমরা কি আমাকে আমীন (বিশ্বাসী) বলে স্বীকার কর না? আমি তো ঐ জাতের নিকট আমীন বলে পরিগণিত, যিনি আসমানে আছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট।[৩৭] এখানে আল্লাহ যে আরশে তথা আসমানের উপরে আছেন তা বর্ণিত হয়েছে। অন্য হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ،

'যারা যমীনে আছে তাদের প্রতি দয়া কর, তবেই যিনি আসমানে আছেন তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দয়া করবেন'।[৩৮]

২. بالفعل বা কাজের দ্বারাঃ বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তোমাদের সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা তখন কি বলবে? ছাহাবীগণ বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তাবলীগ করেছেন, পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, কল্যাণকারিতার ব্যাপারে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। একথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, اَللَّهُمَّ اشْهَدْ। 'হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থাক'।[৩৯] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে।

৩. بالتقرير বা সমর্থনের দ্বারাঃ যেমন-

سَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ؟ فَقَالَتْ فِى السَّمَاءِ، قَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ: اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, একে মুক্ত করে দাও, কারণ সে মুমিনা।[৪০]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে আল্লাহ্র বাণী ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা বিশ্বাসের পাশাপাশি নিম্নোক্ত ৪টি জিনিসকে নিষেধ করে থাকে। যেমন-

১. التحريف বা পরিবর্তন।

২. التعطيل বা অক্ষম করা।

৩. التكييف বা অবস্থা বর্ণনা করা।

৪. التمثيل বা সাদৃশ্য স্থাপন করা।

১. التحريف বা পরিবর্তনঃ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস পোষণ করে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী দু'ভাবে পরিবর্তন হ'তে পারে।

(ক) **التحريف اللفظى বা শব্দগত পরিবর্তনঃ** এটা হ'ল আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীছগুলিকে শব্দগত বা হরকতগত পরিবর্তন করা। আর একথা স্পষ্ট যে, শব্দ বা হরকত পরিবর্তনের কারণে অর্থেরও পরিবর্তন হয়। যেমন আল্লাহ্র বাণীঃ وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا 'আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন' *(নিসা ১৪৫)*।

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্র الكلام বা কথা বলা ছিফাত সাব্যস্ত হয়েছে। এখানে কথা বলা কাজটির কর্তা হ'লেন আল্লাহ। কারণ 'আল্লাহ' শব্দের শেষে পেশ দিয়ে আল্লাহকে কর্তা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যদি আল্লাহ শব্দে যবর দিয়ে পড়া হয় তাহ'লে অর্থ হবে- মূসা (আঃ) আল্লাহ্র সাথে কথা বলেছেন। এভাবে কোন কোন তাফসীরে আল্লাহ্র আয়াতকে শাব্দিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবু বকর ইবনু আইয়াশ (রঃ)-এর নিকট এসে বলল, এক লোক এ

৩৭. *বুখারী, মুসলিম*।
৩৮. *তিরমিযী হা/১৯২৪*।
৩৯. *মুসলিম ১/৩৯৭*।
৪০. *মুসলিম, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৩৩০৩*।

বাক্যটিকে كَلَّمَ اللهَ مُوْسَى تَكْلِيْمًا (আল্লাহ শব্দকে যবর দিয়ে) এরূপ পড়ে থাকে। অর্থাৎ মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলেছেন। এ কথা শুনে আবুবকর ইবনু আইয়াশ (রঃ) রাগান্বিত হয়ে বললেন, কোন কাফির এভাবে পড়ে থাকবে। আমি আয়শা (রাঃ) হ'তে তিনি আবদুর রহমান (রাঃ) হ'তে, তিনি আলী (রাঃ) হ'তে এবং আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا (আল্লাহ শব্দে পেশ দিয়ে) এরূপ পড়েছেন। মোটকথা ঐ লোকটির অর্থ ও শব্দের পরিবর্তন করে দেয়া দেখে তিনি এরূপ রাগান্বিত হন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এটা কোন মু'তাযেলীরই কাণ্ড হবে। কেননা মু'তাযেলীদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তা'আলা না মূসা (ছাঃ)-এর সঙ্গে কথা বলেছেন, না অন্য কারো সঙ্গে কথা বলেছেন। জনৈক মু'তাযেলী কোন একজন মনীষীর নিকট এসে এ আয়াতটিকে এভাবে পাঠ করলে তিনি তাকে তিরস্কার করেন, অতঃপর তাকে বলেন, তাহ'লে তুমি وَلَمَّا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ 'যখন মূসা আমার প্রতিশ্রুত সময়ে আগমন করে এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বলেন' *(আ'রাফ ১৪৩)* এ আয়াতটি কিভাবে অস্বীকার করবে? অর্থাৎ এখানে কোন ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন চলবে না।[৪১]

(খ) **التحريف المعنوى বা অর্থগত পরিবর্তনঃ** এটা হ'ল আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অর্থ পরিবর্তন করা বা ভুল ব্যাখ্যা করা। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী, اَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'রহমান আরশের উপর অধিষ্ঠিত' *(ত্বা-হা ৫)*। এখানে একদল লোক استوى অর্থ করেন استولى অর্থাৎ আয়ত্বে আনা বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ তারা বলেন যে, আল্লাহ আরশের উপরে নেই; বরং আরশের উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা রয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ১৪২)*। কোন কোন তাফসীরে ভালবাসার অর্থ করা হয়েছে يُثِيْبُ وَيَكْرُمُ বা তাকে ছওয়াব দিবেন ও সম্মানিত করবেন। এভাবে ছওয়াব দেওয়ার দ্বারা আল্লাহ্‌র ভালবাসার গুণটিকে বাতিল করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ 'অতঃপর যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকেই রয়েছে আল্লাহ্‌র চেহারা' *(বাক্বারাহ ১১৫)*। কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে মুখ-এর ব্যাখ্যায় তার কিবলা আল্লাহ্‌র দিক বলে তাফসীর করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, بِيَدِكَ الْخَيْرُ 'আপনার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ'। এখানে হাতের ব্যাখ্যা কোন কোন তাফসীরে কুদরত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দগত পরিবর্তন থেকে অর্থগত পরিবর্তন সবচেয়ে বেশী মারাত্মক। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন এবং কুরআনের হিফাযতের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন *(হিজর ৭)*। তাই শব্দগত পরিবর্তন কেউ করতে পারবে না। কিন্তু অর্থগত পরিবর্তন ঠেকানো যায়নি, ফলে অধিকাংশ তাফসীরে আল্লাহ্‌র গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াতগুলিতে অর্থগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা খুবই কঠিন।

২. التعطيل অর্থাৎ খালি বা শূন্য করাঃ

আল্লাহ্‌র গুণাবলী আল্লাহ নিজের জন্য যেভাবে বর্ণনা করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন হুবহু সেভাবে বিশ্বাস করার পাশাপাশি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত সকল প্রকার التعطيل বা তাঁর গুণাবলী থেকে তাঁকে খালী করেন না। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ 'তাঁর দু'টি হাত প্রশস্ত' *(মায়েদা ৬৪)*।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত মনে করেন সত্তাগতভাবেই আল্লাহ্‌র দু'টি হাত রয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ হাতকে قوة বা শক্তি দ্বারা তাফসীর করে আল্লাহ্‌র হাত থাকার গুণ থেকে তাঁকে খালি করে থাকেন। তারা বলেন যদি আমরা আল্লাহ্‌র হাত আছে ধরে নেই, তাহ'লে আল্লাহ্‌র গুণ অন্য কারো সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাবে। সঠিক কথা হ'ল আল্লাহ্‌র হাতের কথা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর হাত কি রকম তা একমাত্র তিনিই জানেন। কেউ এ সম্পর্কে অবহিতও নয় এমনকি এর কোন দৃষ্টান্তও দেওয়া যাবে না।

উল্লেখ্য যে, যে গুণের সাথে আল্লাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উল্লেখ করেননি আমরাও সেগুণের ক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করতে পারব না। যেমন আল্লাহ শুনেন, কিভাবে শুনেন এটা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ তাঁর নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে যতটুকু, যেভাবে উল্লেখ করেছেন আমাদেরকে ততটুকু সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে।

৩. التكييف বা অবস্থা বর্ণনা করাঃ

এটা হ'ল মহান আল্লাহ নিজের সম্পর্কে যেসব নাম ও গুণাবলী ব্যবহার করেছেন তার অবস্থা বর্ণনা করা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এ থেকে মুক্ত। তারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে সেভাবেই বিশ্বাস করেন যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তাঁর চেহারা, হাত, চোখের কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর চেহারা, চোখ, হাত কিসের মত তা বলেননি। তাই আমরা আল্লাহ্‌র চেহারা, চোখ, হাত আছে বিশ্বাস করব; কিন্তু চোখ মানুষের মত মাথার সাথে স্থাপিত এরূপ অবস্থা বর্ণনা করব না।

৪১. *তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নিসা ১৪৫ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

মহান আল্লাহ বলেন, أَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ '(আল্লাহ হারাম করেছেন) আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না' *(আ'রাফ ৩৩)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً–

'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড় না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাইল ৩৬)*।

সুতরাং আল্লাহ সম্বন্ধে যে তথ্য আমাদেরকে জানানো হয়নি সে সম্পর্কে কিয়াস বা অনুমান করে কথা বলা কুরআন হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বিরোধী। যেমন আমরা বলতে পারি আল্লাহ আরশে আছেন। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন, اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى। 'আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন' *(ত্বা-হা ৫)*। কিন্তু আরশে তিনি কিভাবে আছেন, বসে আছেন না শুয়ে আছেন সে বিষয়ে আমরা বলতে পারব না। কারণ আল্লাহ সে ব্যাপারে আমাদেরকে কোন খবর দেননি। এজন্য ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন,

اَلْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ–

'সমাসীন শব্দের অর্থ সুবিদিত, কিভাবে সেটা অবিদিত, এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত'।[৪২]

আমরা কোন কিছুর অবস্থা জানতে পারি নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থার যে কোন একটির মাধ্যমেঃ

(ক) পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে (খ) সরাসরি দেখে (গ) কোন সত্য খবরের মাধ্যমে।

সুতরাং আল্লাহ্র গুণাবলীর অবস্থা জানার ক্ষেত্রে সত্য সংবাদ তথা কুরআন-হাদীছকেই আমরা গ্রহণ করব। কোন মানুষ কি তার আত্মার অবস্থা সম্পর্কে জানে যে, এটা কি রকম? কত বড়? মানুষ যদি নিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সম্পর্কে অদৃশ্য থাকার কারণে না জানে, তাহ'লে মহান আল্লাহ সম্পর্কে কি করে জানবে?

৪. التمثيل বা সাদৃশ্য স্থাপন করাঃ

এটা হ'ল আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীকে তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দান করা। আল্লাহ্র হাতকে মানুষের হাতের মত বলা, চোখকে অন্য কোন প্রাণীর চোখের মত বলা ইত্যাদি।

৪২. *আল-মিলাল ১/৯৩; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১১৭।*

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ যেভাবে কুরআনে বর্ণনা করেছেন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করে। কোন সৃষ্টি বা অন্য কিছুর সাথে সাদৃশ্য করে না। কারণ আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ– 'তাঁর মত কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ 'তার সমকক্ষ কেউ নেই' *(ইখলাছ ৪)*।

উপরের আয়াত দু'টিতে সরাসরি বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র মত কেউ নেই। আল্লাহ্র সাদৃশ্য কেউ নেই, না তাঁর সত্তায়, না তাঁর গুণে, না তাঁর কর্মে। অন্য আয়াতে আল্লাহ সাদৃশ্য দান করাকে নিষেধ করেছেন, فَلاَ تَضْرِبُوْا لِلّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ– 'অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাদৃশ্য সাব্যস্ত কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না' *(নাহল ৭৪)*।

আকলী দলীল হিসাবে আমরা বলতে পারি, যে স্রষ্টার কোন আদি-অন্ত নেই, যিনি বিশাল আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কিভাবে সৃষ্টির মত হবেন? আর নাম এক হ'লেও বস্তু এক হওয়া শর্ত নয়। যেমন মানুষ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি সহ অসংখ্য প্রাণীর পা রয়েছে। সবার পা কি এক রকম? এক সমান? কখনো নয়। সৃষ্টির একই নামের অঙ্গ যদি অন্য সৃষ্টির অঙ্গের সাথে না মিলে তাহ'লে স্রষ্টার অঙ্গের সাথে কিভাবে সৃষ্টির অঙ্গের মিল থাকতে পারে? সুতরাং আল্লাহ্র গুণাবলীকে সাদৃশ্য করা ছাড়াই বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লাহ্র বিশেষ কতিপয় গুণাবলীঃ

কুরআন ও হাদীছে আল্লাহ্র অসংখ্য গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুণাবলী আলোচনা করা হ'ল-

السمع والبصر বা শ্রবণ ও দর্শনঃ

السمع বা শ্রবণ করা ও البصر বা দেখা আল্লাহ্র দু'টি সত্তাগত গুণ। আল্লাহ সত্তাগতভাবে আরশে অবস্থান করলেও তিনি পৃথিবীর সকল কিছু শুনেন ও দেখেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'অতঃপর আপনি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন' *(গাফির ৫৬)*। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ 'আল্লাহ সবকিছু শুনেন দেখেন' *(হজ্জ ৬১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا 'আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন' *(নিসা ১৩৪; তওবা ১০৫)*।

হাদীছে আছে, আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَرْبِعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَتَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَغَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا–

‘হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কর। কারণ তোমরা এমন কোন সত্তাকে আহ্বান করছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা এমন একজনকে ডাক যিনি শুনেন ও দেখেন’।[৪৩]

البصير বা সর্বদ্রষ্টা যিনি সব সময় সব স্থানে সমানভাবে দেখেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ শুনেন ও দেখেন’ *(নিসা ৫৮)*।

হাদীছে জিবরীলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহসানের সংজ্ঞায় বলেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ– ‘তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে (মনে করবে) তিনি তোমাকে দেখছেন’।[৪৪]

আল্লাহ বান্দাকে ও বান্দার কর্মগুলি তাঁর দু'চোখ দ্বারা দেখেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল আল্লাহ্‌র সত্তাগত দু'টি চোখ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ‘আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় ছবর করুন। আপনি আমার চোখের সামনে’ *(তূর ৪৮)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تَجْرِىْ بِأَعْيُنِنَا– ‘আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে। যা চলত আমার চোখের সামনে’ *(ক্বামার ১৩-১৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّىْ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِىْ، ‘আমি তোমার প্রতি মুহাব্বত সঞ্চারিত করে দিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে। যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও’ *(ত্বা-হা ৩৯)*।

হাদীছে দাজ্জালের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَانَ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ– ‘মহান আল্লাহ কানা নন, কিন্তু মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখ আঙ্গুলের দানার মত ফোলা হবে’।[৪৫]

৪৩. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯৭৯।*
৪৪. *বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮।*
৪৫. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮১৯।*

اليدين -আল্লাহ্‌র দুই হাতঃ

সত্তাগতভাবে আল্লাহ্‌র দু'টি হাত রয়েছে। যেমন তিনি বলেন, وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ–

‘আর ইহুদীরা বলে আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্য তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হাত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন' *(মায়েদা ৬৪)*।

এছাড়া সূরা আলে ইমরান ২৬ ও ৭৩ নং আয়াতে, সূরা ফাতাহ ১০ নং আয়াতে, সূরা হাদীদ ২৯ নং আয়াতে, সূরা মুমিন ৮৮ নং আয়াতে, ইয়াসীন ৮৩ নং আয়াতে ও মুলকের ১নং আয়াতে আল্লাহ্‌র হাতের বর্ণনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا–

‘আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) প্রতি রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গুনাহগার তওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে রাতের গুনাহগার তওবা করে'।[৪৬]

এছাড়াও শাফা'আত সংক্রান্ত হাদীছে আছে, হাশরবাসী আদম (আঃ)-এর কাছে আসবে এবং বলবে, يَا أَدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، ‘হে আদম আপনি মানুষের পিতা। আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন'।[৪৭]

আল্লাহ্‌র হাত বর্ণনায় একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। যেমন-

(ক) একবচনঃ আল্লাহ্‌র বাণী- يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ‘আল্লাহ্‌র হাত তোমাদের হাতের উপর' *(ফাতাহ ১০)*। এখানে আল্লাহ্‌র হাত শব্দটি একবচনের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যার দ্বারা আল্লাহ্‌র হাত সাব্যস্ত হয়।

(খ) দ্বিবচনঃ যেমন আল্লাহ্‌র বাণী- بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ‘বরং তাঁর উভয় হাত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন' *(মায়েদা ৬৪)*। অন্য আয়াতে আদম ও ইবলীসের ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ‘আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি' *(ছোয়াদ ৭৫)*।

৪৬. *মুসলিম হা/২৭০৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬।*
৪৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭২।*

উক্ত আয়াতে দু'টি হাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

(গ) বহুবচনঃ আল্লাহ্র বাণী, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا– 'তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত পশু' *(ইয়াসীন ৭১)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র হাত বর্ণনায় বহুবচন এসেছে আল্লাহ্র সম্মানের জন্য, যেরূপ আমরা আল্লাহ্র অন্যান্য কাজ ও গুণ বর্ণনায় দেখতে পাই।

আল্লাহ্র দু'টি হাতের একটি ডান হাত। আল্লাহ বলেন, وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ– 'কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আকাশ সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে' *(যুমার ৬৭)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ– 'সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, তবে আমি তাকে ডান হাতে ধরে ফেলতাম। অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা' *(হাক্কাহ ৪৪-৪৬)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسَبٍ طَيِّبٍ وَلاَيَقْبَلُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيُمْنَهُ، ثُمَّ يُرَبِيها لِصَاحِبِهَا كَمَا يَرَى أَحَدُكُمْ فلوه حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلُ الْجَبَلِ–

'যে তার হালাল রোযগার থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে, বলা বাহুল্য আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না। তবে আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তার দানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্ব শাবককে লালন পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়'।[৪৮]

আল্লাহ ডান হাত উল্লেখ করার পাশাপাশি হাতের মুঠো ও আঙ্গুলের কথাও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আকাশ সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে' *(যুমার ৬৭)*।

এ আয়াতের তাফসীরে ছহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের একজন বড় আলেম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমরা এটা লিখিত পাচ্ছি যে, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ সপ্ত আকাশ এক আঙ্গুলের উপর এবং যমীনগুলো রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষরাজিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর এবং পানি ও মাটি রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, আর সমস্ত মাখলূককে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর। অতঃপর তিনি বলেন, আমিই সবকিছুর মালিক ও বাদশা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কথার সত্যতায় হেসে ফেলেন এমনকি তার মাড়ি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।[৪৯]

আল্লাহ্র পাঃ الرجل والقدم

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পায়ের কথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَيَزَالُ يُلْقَى فِيْهَا وَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَدَمَهُ لِيُنْزَ وىَ بعضها إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَقُوْلُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ–

'জাহান্নামে (জাহান্নামীদের) নিক্ষেপ করা হ'তে থাকবে তার পরও সে (জাহান্নাম) বলবে, আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত বিশ্ব জাহানের রব তাতে পা রাখবেন। তাতে জাহান্নামের একাংশের সাথে আরেকাংশ মিশে যাবে। অতঃপর বলবে তোমার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে' *(বুখারী)*।

অন্য হাদীছে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِى حَتَّى يَضَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: قَدَمَهُ، فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ–

'আর জাহান্নাম (জান্নামীদেরকে রাখার পরেও) পরিপূর্ণ হবে না। (সে আরো বেশী চাইতে থাকবে শেষ পর্যন্ত) আল্লাহ তাতে স্বীয় পা রাখবেন। তখন সে বলবে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'।[৫০]

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্র পদনালীর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلاَيَسْتَطِيْعُوْنَ– 'সেদিন পদনালী খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে (কাফিরদেরকে) আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য কিন্তু তারা তা করতে পারবে না' *(কলম ৪২)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقٍ فَيَسْجُدُلَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا–

৪৮. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৫৬১*।

৪৯. *তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা যুমার ৬৭ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য*।

৫০. *বুখারী, মুসলিম, তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা গাফের ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা*।

'(ক্বিয়ামতের দিন) আমাদের প্রভু পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও নারী সেখানে সিজদা করবে। বাকী থাকবে ঐসব লোক যারা দুনিয়ায় সিজদা করত লোক দেখানো ও নাম কেনার জন্য। তারা সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে'।[৫১]

الوجه আল্লাহ্র চেহারাঃ

الوجه বা চেহারা আল্লাহ্র একটি সত্তাগত গুণ, যা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ– 'তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ্র মুখমণ্ডল' *(বাক্বারাহ ১১৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ– 'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা ব্যতীত' *(আর রহমান ২৬-২৭)*।

এছাড়াও কুরআনের সূরা রা'দ-এর ২২ নং আয়াতে, সূরা রূমের ৩৮, ৩৯ নং আয়াতে, সূরা দাহরের ৯ নং আয়াতে, সূরা লাইলের ২০ নং আয়াতে আল্লাহ্র চেহারার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, গুহার ভিতরে বন্দী তিন ব্যক্তির ঘটনা সংক্রান্ত হাদীছে তাদের একজন এই বলে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিল যে, اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَانَحْنُ فِيْهِ– 'হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা আমাদের হ'তে দূর করে দাও'।[৫২]

النفس আল্লাহ্র অন্তরঃ

আল্লাহ বলেন, وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ 'আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় নফসের ভয় প্রদর্শন করছেন' *(আলে ইমরান ২১, ৩০)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ 'আপনি তো আমার অন্তরস্থিত কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার অন্তরে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানি না' *(মায়েদা ১১৬)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 'তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর দয়া বা অনুগ্রহ করা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন' *(আন'আম ৫৪)*। হাদীছে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ বলেন, يَا عِبَادِىْ! إِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِىْ– 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে রেখেছি'।[৫৩]

القول والكلام আল্লাহ্র কথা বলাঃ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ কথা বলেন হরফের মাধ্যমে যা শ্রবণযোগ্য। আর তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন, যখন ইচ্ছা করেন ও যার সাথে ইচ্ছা করেন কথা বলেন। আল্লাহ্র বাণী, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً– 'আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানাতে চাই' *(বাক্বারাহ ৩০)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا، 'আর আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর সাথে কথোপকথন করেছেন' *(নিসা ১৬৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا 'আমরা বললাম, তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও' *(বাক্বারাহ ৩৮)*।

এছাড়াও সূরা নিসার ৮৭ নং আয়াতে, সূরা বাক্বারার ২৫৩ নং আয়াতে, সূরা আন'আমের ১১৫ নং আয়াতে আল্লাহ্র কথা বলার কথা বর্ণিত হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ্র কথা। ইহা মাখলূক বা সৃষ্ট নয়; বরং আল্লাহ্র অন্যতম গুণ। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ، 'যদি মুশরিকদের মধ্য হ'তে কেউ তোমার কাছে প্রার্থনা করে, তবে তুমি তাকে আশ্রয় দান কর। যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পায়' *(তওবা ৬)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ–

'তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করত। অতঃপর বুঝে শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল' *(বাক্বারাহ ৭৫)*।

কুরআন মাখলূক বা সৃষ্ট নয়; বরং এটা আল্লাহ্র কালাম।

ওমর (রাঃ) বলেন, اَلْقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ فَلاَ تَصْرِفُوْهُ عَلَى أَرَائِكُمْ، 'কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম বা বাণী, অতএব তোমরা তোমাদের মতামত বা ধারণানুযায়ী তার মধ্যে রদবদল কর না'।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহ্র বাণী। যারা কুরআনকে সৃষ্ট বলবে তাদের কথায় কর্ণপাত করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, যে পবিত্র কুরআনকে সৃষ্ট বলে দাবী করবে সে কাফির'।[৫৪] এছাড়াও সূরা নামলের ৭৬ নং আয়াতে, সূরা কাহফের ২৭ নং আয়াতে, সূরা ফাতার ১৫ নং আয়াতে এ ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

[চলবে]

---

৫১. *বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায়, মিশকাত হা/৪৯১৯।*
৫২. *বুখারী হা/২২১৫; মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২।*
৫৩. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১১; মিশকাত হা/২৩২৬।*
৫৪. *ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল; উছূলুস সুন্নাহ, (ইংল্যান্ডঃ বাংলায় ইসলাম, দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০০২), পৃঃ ৫৫।*

সাময়িক প্রসঙ্গ

৯/১১ এর ডামাডোলে ন্যাটোর চুক্তি ১৯৯৯'র লক্ষ্য পূরণঃ ভয়াবহ হুমকির মুখে মুসলিম বিশ্ব

*শাহীনুর রহমান**

সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞান যাকে দেওয়া হয়েছে সেই জ্ঞানের শহর বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, 'এমন কোন নবী ছিলেন না, যিনি তাঁর উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি *(বুখারী)*। দাজ্জাল সমগ্র বিশ্বের সত্যপন্থীদের জন্য ভয়ঙ্কর পরীক্ষা। এর প্রকাশকাল সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'সত্যপন্থীদের ভয়ঙ্কর পরীক্ষার যে সমস্ত আশঙ্কা সমস্ত নবী-রাসূলদের ছিল, সে মহাবিপদ তাদের সময়ে প্রকাশিত হয়নি। মনে হচ্ছে এখন তা প্রকাশ পাবে'। দাজ্জালের আবির্ভাব স্পষ্টতঃই ক্বিয়ামতের বড় আলামতগুলোর অন্যতম। ক্বিয়ামত সম্পর্কিত অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দু'টি দল একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না। উভয়ের দাবী হবে একই' *(বুখারী)*।

হাদীছ অনুসারে যেহেতু দল দু'টি বিশ্বপরিস্থিতি তথা ক্বিয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু এ দু'টি দলকে হ'তে হবে সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র ও বিশ্বপর্যায়ের। এই দু'টি বড় দলের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হবে, কিন্তু তাদের লক্ষ্য, মৌলিকতা ও মূলতত্ত্ব হবে এক ও অভিন্ন। শতধা বিভক্ত পৃথিবীতে দু'টি বড় দল প্রকাশ পাবার অর্থ হ'ল পৃথিবীর বিধান হিসাবে একটা Duocracy তথা দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যা বাইরের দিক থেকে Duocracy হ'লেও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে হবে Monocracy'র শাসন। অর্থাৎ দু'টি দলের থিসিস আর এন্টিথিসিসের ফলে যে সিন্থিসিস বেরিয়ে আসবে তার ফলে দ্বৈত-শাসন বিদায় নেবে এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে সর্বাত্মক এক মেরুর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই এক মেরুর শাসন ব্যবস্থার চরম উন্নতিকাল হবে দাজ্জালের আবির্ভাবের প্রথম শর্ত।

দাজ্জালের আবির্ভাবের অপরিহার্য শর্ত হ'ল গোটা বিশ্বে শয়তানের চূড়ান্ত একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। সেই আধিপত্যের সামনে অন্যসব সমান্তরাল ব্যবস্থা, আধিপত্য এমনকি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যও শেষ হয়ে যাবে। শয়তানী ব্যবস্থার সমান্তরাল অন্যান্য ব্যবস্থাকে বে-আইনী বা সন্ত্রাসী ঘোষণা করা হবে। পাশাপাশি এর মূলোৎপাটনে বিশ্বজুড়ে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। সমকালীন বিশ্বের মানুষ যে কোন সমাজের সাথেই যুক্ত থাকুক না কেন সে যদি এই আধিপত্যবাদী ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রাখে তবে সে অচিরেই আত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে এই একক পরাশক্তির একশ' ভাগ দাসে পরিণত হবে। মানুষের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অধিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এই আধিপত্যের তীব্র চাপে দাজ্জাল আবির্ভূত হ'লে মানুষ তাকে 'ইলাহ' বলে মেনে নিতে বাধ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বর্ণিত ঐসব আলামত তাঁর অন্তর্ধানের দেড় হাযার বছর পর বর্তমানে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাধারণভাবে তিন ধরনের বিশ্বব্যবস্থার পরীক্ষা চালিয়েছে। যথা- (১) বহুমেরু ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা (২) দ্বিমেরু ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা ও (৩) এক মেরু ভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থা। 'নেশন স্টেট থিওরি'র ভিত্তিতে পৃথিবীতে প্রচলিত বহুমেরু ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা ধীরে ধীরে পুঁজিবাদ আর সাম্যবাদ নামে দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃথিবীর সমস্ত জাতি এই দুই শিবিরের দ্বৈত শাসনের অধীনে চলে যায়। এই দুই শিবিরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের আড়ালে থিসিস আর এন্টিথিসিস চলতে থাকে। এভাবে কোরীয় যুদ্ধের পর থেকেই সিন্থিসিস সামনে আসতে থাকে। এরপর আফগান যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়, পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী জার্মানীর একত্রিকরণের ফলাফল, উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলাফল প্রভৃতি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাকে নাকচ করে দিয়ে এক মেরু ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে অপরিহার্য করে তোলে। ফলে প্রেস্ক্রইকাগ্নমনস্ত নীতি ঘোষণার মাধ্যমে পৃথিবীতে একক মেরুভিত্তিক একক পরাশক্তির শাসন শুরু হয়ে যায়।

দুই বা ততোধিক শক্তির অভ্যন্তরে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা মৌলিকভাবে বহুবিধ শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। মানব ইতিহাসে যদি কখনও এমন হয় যে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং কেবলমাত্র একটি টিকে আছে, তখনও কাল্পনিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ যথাযথভাবে বহাল থাকে যা অতিদ্রুত অপর মেরুর রূপ ধারণ করে। আলোচ্য একমেরু ব্যবস্থা এর ব্যতিক্রম। এই ব্যবস্থার মূল সাফল্য মানব জীবনের নির্দিষ্ট কোন বিভাগে কর্তৃত্ব লাভ করা নয়; বরং মানব জীবনের সকল বিভাগের উপর সেই মেরুর কর্তৃত্ব এবং তার সর্বব্যাপকতাই এর সাফল্যের মূল কথা।

বিশ্বে এমন ৮টি উপাদান আছে যা নানা জাতির উত্থান-পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যথা- (১) শক্তির ভারসাম্য (২) ভূগোল, ভৌগোলিক কর্মকৌশল ও রাজনীতি (৩) কাঁচামাল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (৪) অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি (৫) জনসংখ্যা (৬) কারিগরী দক্ষতা (৭) সামরিক শক্তি (৮) নেতৃত্ব। এক মেরু প্রবর্তিত নয়া বিশ্বব্যবস্থা উপরোক্ত সমুদয় বিষয়ে অপরের কোন অংশীদারিত্ব ছাড়াই একচ্ছত্র আধিপত্যের অপর নাম।

এই একচ্ছত্র আধিপত্যের সাধারণ লক্ষ্য হ'ল- বিশ্বের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থায়, কৃষি ব্যবস্থায়, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর, মানব সম্পদের উপর, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং কারিগরী যোগ্যতার উপর যেভাবেই হোক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

এই সর্বগ্রাসী এক আধিপত্যের সাধারণ রূপ হ'ল- বিশ্বাসগত, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, উপায়-উপকরণগত, কৌশলগত ইত্যাদি বিষয়ে চরম একাধিপত্য। এই সব একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নয়াবিশ্ব ব্যবস্থার আওতায় গৃহীত

* *গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

কর্মকৌশলগুলো হ'ল- (১) শিক্ষার এককেন্দ্রীকরণ (২) তথ্য ও জ্ঞানগত এককেন্দ্রীকরণ (৩) উপাত্তগত এককেন্দ্রীকরণ (৪) যোগাযোগ ক্ষেত্রে এককেন্দ্রীকরণ (৫) সাংস্কৃতিক এককেন্দ্রীকরণ (৬) ভাষাগত এককেন্দ্রীকরণ (৭) সময়গত এককেন্দ্রীকরণ (৮) নৈতিক এককেন্দ্রীকরণ ইদ্যাদি।

প্রথম স্নায়ু বিশ্বযুদ্ধের পর নয়া বিশ্বব্যবস্থার পরীক্ষামূলক ভিত্তি স্থাপন করা হ'লেও তার প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কোরীয় যুদ্ধের পর। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব ড্যাগ হ্যামার শোল্ড যার ব্যাখ্যায় বলেন, 'আমরা এখনো আন্তর্জাতিক সহাবস্থানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং আন্ত র্জাতিক সহাবস্থানের সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাঝামাঝি অন্ত র্বর্তীকাল অতিক্রম করছি।

মূলতঃ নয়াবিশ্ব ব্যবস্থা ১৯৪৫-১৯৮০ সাল পর্যন্ত শৈশবকাল অতিক্রম করে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনকারী শক্তিগুলো ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সালে ঐসব কর্মকৌশলের ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যা পরবর্তী দশকগুলোতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পেরেস্ত্রইকা ও গ্লাসনস্ত নীতির অধীনে 'দ্বিমেরু ব্যবস্থার' পরাজিত প্রতিপক্ষ যত হাঁকডাকই করুক না কেন আর কোন দিনই তারা আগের অবস্থায় উঠে আসতে পারবে না। তারা বড়জোর একক মেরু ব্যবস্থার উত্যক্তকারী শক্তি হতে পারে। তাও আবার অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে একক পরাশক্তির পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে।

তাহ'লে নয়াবিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিপক্ষ কারা? এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ বার্নাড লুইস ১৯৯০ সালের ২ মে দেওয়া বক্তৃতায় স্পষ্ট করেন। যার মূল কথা হ'ল- বিশ্ব জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ (অর্থাৎ মুসলমানরা) পাশ্চাত্য এবং বিশেষ করে আমেরিকান ব্যবস্থার দুশমন। সুতরাং নয়াবিশ্ব ব্যবস্থার গ্যারান্টি এই পঞ্চমাংশকে ভালভাবে নিষ্পেষিত করা এবং তাদের শক্তিকেন্দ্রের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

অনুধাবনের এই ধারাবাহিকতায় হর্তাকর্তারা ৫ আগষ্ট ১৯৯০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ইরাকের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। এই যুদ্ধে ইরাক অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেও পরাজিত হয়। এরপর ইরাকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সর্বাত্মক অবরোধ। এর ফলে কেবলমাত্র অপুষ্টিজনিত কারণে ৫ লাখ ইরাকী শিশুর মৃত্যু হ'লে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইট বলেন, (নয়াবিশ্বব্যবস্থার) মূল্য হিসাবে ঠিকই আছে।

এরই ধারাবাহিকতায় নিউ স্ট্র্যাটেজিক কনসেপ্টের আওতায় ২৫ এপ্রিল ১৯৯৯ সালে ন্যাটোর ওয়াশিংটন সম্মেলনে পাশ্চাত্য তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঘোষণা করে। যার মোদ্দাকথা হ'ল গোটা বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস (সমান্তরাল ব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলাম) নির্মূল করতে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ্যাডভান্স সিকিউরিটি এন্ড ফ্রিডম নিশ্চিতকরণের সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই চুক্তির অধীনে ন্যাটোর দায়িত্ব হ'ল- To confront crises beyond their borders protection from terrorism and weapons of mass destruction. অর্থাৎ (ন্যাটো দেশসমূহের) সীমান্তের বাইরেই সঙ্কট মোকাবিলা, সন্ত্রাস আর ব্যাপক ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র থেকে রক্ষা করা।

বিশেষ ধারায় বর্ণিত চুক্তির সরল অর্থ হ'ল- ইসলাম মানেই সন্ত্রাস, মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী, ইসলাম মেনে চলা সরকার মানে সন্ত্রাসী সরকার, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টারত সমাজ মানেই সন্ত্রাসী সমাজ। আর মুসলিম উম্মাহর পারমাণবিক অস্ত্র লাভের চেষ্টা বড় ধরনের সন্ত্রাস। যেহেতু ন্যাটোর দায়িত্ব হ'ল সন্ত্রাস রোধ করা। সেহেতু আইনের পরিভাষায় স্পষ্টতঃ এর অর্থ দাঁড়ায়-সন্ত্রাসী ব্যবস্থা, দেশ-সমাজ-গোষ্ঠী, ব্যক্তিত্ব এমনকি জনতার বিনাশ বা পরিসমাপ্তি। সুতরাং সমস্ত সন্ত্রাসী দেশ তথা মুসলিম অধ্যুষিত সমস্ত দেশের পরিণতি হবে আফগানিস্তান ও ইরাকের মত। সমস্ত ইসলামী সমাজ ও সরকারের পরিণতি হবে তালেবানের মত। বিষয়টিকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলা যায় ইসলামের কোন হুকুম অনুযায়ী আমলকারী প্রতিটি মুসলমানকেই সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা হবে। ইসলামের প্রতিটি আমলকেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলে অভিহিত করা হবে। এই অজুহাতে মসজিদ-মাদরাসা বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে। ছালাত-ছিয়ামের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে। হজ্জ পালনে বাধা দেওয়া হবে। শয়তানী শক্তির গোয়েন্দাবাহিনী প্রতিটি কর্মকাণ্ডের চুলচেরা খবর দেবে- কোথায় কোন গুহায় বা প্রান্তরে আল্লাহর কোন বান্দাহ ছালাত আদায় করছে। একদিকে সে ছালাতের নিয়ত করবে অন্যদিকে দুনিয়ার অপর প্রান্ত থেকে অথবা তার আশপাশ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র বুলেট তার গায়ে এসে পড়বে। এ অবস্থায় লোকেরা ইসলামের এক একটি আমল ত্যাগ করে তার পরিবর্তে এক একটি বাতিল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এভাবেই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা ইসলামের উপর বিজয়ী হবে বলে পাশ্চাত্য আশা করে।

এক্ষেত্রে উপকরণগত ন্যূনতম প্রতিরোধ ব্যবস্থার পাশাপাশি ন্যূনতম মনস্তাত্বিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাও যাতে মুসলিম উম্মাহর না থাকে সেজন্য নয়াবিশ্বব্যবস্থার আওতায় সেক্যুলারাইজেশন তথা ধর্মনিরপেক্ষায়নের কাজ মৌলিকভাবে আন্তর্জাতিক কার্যকারণ সম্পন্ন করা শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করে অব্যাহতভাবে তার শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

পরিকল্পিত এই সুশীল সমাজের ঘোষণা সম্পর্কে মুসলিম মিল্লাতের উল্লেখযোগ্য সদস্য জানুক আর না জানুক, ঘোষণাকারীরা ঠিকই জানে যে, আজ হোক কাল হোক এ সম্পর্কে তারা অবশ্যই জানবে এবং জানলে তারা এটিকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, এর সামান্য অংশের সাথেও আপোষ করতে সম্মত হবে না। শেষ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ্য সংঘাতের রূপ ধারণ করবে। এ অবস্থায় সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠাকারী শক্তিগুলো চাপ সৃষ্টি আর বল প্রয়োগ সহ যে কোন পন্থায় গোটা মুসলিম উম্মাহকে এক সঙ্গে এবং একই সময়ে কেন্দ্র থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ করতে সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা কর্মসূচী আরো জোরদার করেছে। আর মুসলিম নামধারী সুশীল সমাজের এসব বুদ্ধিজীবীরা তাদের লেখনী, বক্তৃতা আর মিছিল-মিটিংয়ের মাধ্যমে অপরাপর মুসলমানদেরকে তাদের অধীনে নেওয়ার লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ জানুক আর নাই জানুক ইতিমধ্যেই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতো সুশীল সমাজ গজিয়ে উঠেছে। তারা

ধর্মনিরপেক্ষতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেবার পাশাপাশি মৌলিকভাবে দেশগুলোর ভিত্তিগুলো একের পর এক বিতর্কিত করার মাধ্যমে ত্বরিত গতিতে দেশসমূহকে একক পরাশক্তির আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করছে। সংগত কারণে তাই বাংলাদেশ-পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের অপরাপর দেশগুলোতে উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতি তৈরীর পেছনে সুশীল সমাজের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পূর্বেই নিবেদন করা হয়েছে, নিউ স্ট্র্যাটেজিক কনসেপ্টের আওতায় ন্যাটোর ওয়াশিংটন সম্মেলন'৯৯ এ পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে Advance Security and Freedom নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অত্যন্ত দ্রুততায় চুক্তির মাত্র দুই বছর চার মাসের মাথায় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মাধ্যমে Advance Security and Freedom নিশ্চিতকরণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক দ্রুততায় টুইন টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে ধ্বংস প্রক্রিয়ার সমস্ত আলামত নিশ্চিহ্ন করে ওসামা বিন লাদেনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়েও চেপে গিয়ে সদম্ভে ঘোষণা করেন, All nations in all regions of the world must now made a decision: Or you are with us you are with the Terrorists অর্থাৎ হয় নয়া বিশ্বব্যবস্থার একক পরাশক্তির কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে অথবা সন্ত্রাসের অর্থাৎ মুসলমানদের সহযোগী হিসাবে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি হ'তে হবে।

শোকাহত স্তম্ভিত মার্কিন নির্বোধ জনতার (যারা বৈশ্বিক খবর রাখেন না) শোকতাপকে পুঁজি করে মার্কিন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বুশকে সেই ধরনের একচ্ছত্র ক্ষমতা দেয়। যে ক্ষমতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জার্মান চ্যান্সেলর হিটলারকে দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যাপক ক্ষমতা নিশ্চিত করে প্রেসিডেন্ট বুশ বিশ্বব্যাপী 'অপারেশন ইন্‌ফিনিটি জাস্টিস' বা চূড়ান্ত ন্যায়বিচারের অভিযান শুরুর ঘোষণা দিলেন। অপারেশনের এরূপ নামকরণ মুসলমানদের বিশ্বাস মতে সরাসরি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। কারণ মুসলিম বিশ্বাস মতে, চূড়ান্ত ন্যায়বিচার শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই কর্তৃত্বে।

কোন রকম প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়াই ৯/১১-এর ঘটনায় ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করে তাকে হস্তান্তর করতে তালেবানের উপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয়। তালেবান সরকার দোষী সাব্যস্ত হ'লে বিন লাদেনকে নিজেদের আদালতে অথবা তৃতীয় কোন মুসলিম দেশের আদালতে শাস্তি দেওয়ার ঘোষণার মাধ্যমে বিনয়ের সাথে মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তালেবানকেও সন্ত্রাসী ঘোষণার মাধ্যমে আফগান-আগ্রাসন শুরু হয় প্রচণ্ড নির্দয়তা আর নিষ্ঠুরতার সাথে।

অবশেষে তালেবান সরকার পতনের পর একইভাবে আল-কায়েদার সাথে ইরাকের কথিত সম্পর্ক আর ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র থাকার কথিত অভিযোগে আরো বেশী নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার সাথে ইরাকে হামলা করে সাদ্দাম হোসেন সরকারের পতন ঘটানো হয়। অথচ ইরাকের আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক আর ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের জুজু নিশ্চিতভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

ওয়াকিফহাল মহলের আশঙ্কা এভাবেই পর্যায়ক্রমে বিশ্বের সমস্ত মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো দখল অথবা ধ্বংসের চেষ্টা চালানো হবে। একারণেই জিহাদে অর্থ সরবরাহের কথিত অভিযোগে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সমান্তরাল দেশের সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে মার্কিন কালো তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ইসরাঈলের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা হচ্ছে আর এশীয় ন্যাটো জোট হিসাবে সমান্তরাল ব্যবস্থা বিরোধী বিশ্বযুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং জন্মগতভাবে মুসলিম বিদ্বেষী ভারতকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এ লক্ষ্যে ২০০৩ সালে আমেরিকা ও ভারতের কর্মকর্তারা একটি এশীয় ন্যাটো সামরিক জোট গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। এরপর Next step in Strategi Partnership (NSSP)'র আওতায় উত্যক্তকারী শক্তি রাশিয়া ও চিনকে ঘিরে মিসাইল ডিফেন্স সিসটেম বসানো হচ্ছে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান-কাশ্মীরের সন্ত্রাস মোকাবেলায় ইতিমধ্যেই ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাথে ভারত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ভারত মহাসাগরে মার্কিন ছত্রছায়ায় ভারত আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের আওতায় ভারতের বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচী উন্নয়নের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত গড়ে ওঠা এই সম্পর্কের বিষয়ে গত এপ্রিলে সাবেক মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারী নিকোলাস বার্নস বলেছেন, 'ওয়াশিংটন আর দিল্লীর মধ্যে নৈকট্য খুবই দ্রুতগতিতে ঘটেছে এবং এর থেকে মার্কিন স্বার্থের তাৎপর্যপূর্ণ লাভ হবে। আমি বিশ্বাস করি, আগামী এক প্রজন্মের মধ্যেই আমেরিকা ভারতকে তার দু'টি অথবা তিনটি ঘনিষ্ঠ কৌশলগত মিত্রের অন্যতম হিসাবে পেয়ে যাবে'। তিনি আরো বলেন, 'আমরা এখন বাংলাদেশ ও নেপালে স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করে যাচ্ছি'।[১৬] এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় ভারত ইতিমধ্যেই নয়াবিশ্ব ব্যবস্থার একক পরাশক্তির সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের অংশীদারে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের ধ্বংস প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

মোদ্দাকথা হ'ল পাশ্চাত্য সন্ত্রাস (ইসলাম) বিরোধী এই বিশ্বযুদ্ধকে তার জন্য সর্বশেষ এবং সিদ্ধান্তকর যুদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত করে একক মেরুর কর্তৃত্বকে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। যে দিকে ইঙ্গিত দিয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধকালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ বলেছিলেন, 'আমরা সর্বশেষ এবং সিদ্ধান্তকর যুদ্ধে লড়ছি। আমরা লড়ছি সারা বিশ্বের পক্ষ থেকে' *(স্টেটম্যান, কলকাতা ১৯৯১)*।

(দুই)

ইরানী ও সিরীয় নেতৃবৃন্দের দূরদর্শীতা ঐ দুই দেশে একক মেরুর হামলাকে বিলম্বিত করেছে, পক্ষান্তরে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শীতা ঐ দেশে এই হামলার সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে। একইভাবে সমান্তরাল জাতি ধ্বংস ও বিরক্তকারী শক্তি চীনের মোকাবেলায় ভারতকে নিয়ে এশীয় জোট গঠন করা হচ্ছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশকে স্থিতিশীল (?) করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ফলে খুব দ্রুত বাংলাদেশ একক পরাশক্তির টার্গেটে পরিণত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতটি প্রথমে পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশের বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে বাধ্য করেছে।

সেক্যুলার পারভেজ মোশাররফ নওয়াজ শরীফের অগোচরে ইসলামী ইমেজ ব্যবহার করে সম্পূর্ণ অপরিণামদর্শীর মত কারগিল যুদ্ধের অবতারণা করলে মোশাররফের সমর্থনে পাক বুদ্ধিজীবীদের কলম ঝলসে ওঠে। আর মুসলিম বিশ্বে একমাত্র পারমাণবিক বোমা ফাটানোর অপরাধে নওয়াজ শরীফকে নৈরাশ্যে ডুবিয়ে দিতে থাকেন। একই সাথে তারা পারভেজ মোশাররফকে মুসলিম বিশ্বের 'সিপাহসালার' প্রতিপন্ন করেন। এই যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হ'লে তার সমস্ত দায়ভার চাপে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের ঘাড়ে। ফলে কলমের জোরে ব্যাপক জনসমর্থন পাওয়া জেনারেল মোশাররফের রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে অজনপ্রিয় নওয়াজ শরীফ নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন।

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা এই সেনা শাসককে স্বীকৃতি দেয় এমন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে যখন দীর্ঘ দু'দশক ব্যাপী যুদ্ধের পর তালেবানরা আফগানিস্তানের ৯০ শতাংশ স্থানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠন করে। আর একই সময়ে পাশ্চাত্য Advance Security and Freedom নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের ঘোষণা দেয়। এই প্রস্তুতি ৯/১১-এর ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে শেষ হ'লে চরম অস্বস্তিকর আর অস্থির পরিবেশের মধ্যে মোশাররফ সম্পূর্ণ অবিবেচকের মত সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে আমেরিকাকে সহযোগিতা দান শুরু করেন। মোশাররফ হঠকারিতার সাথে এমন একটি সরকারকে উৎখাতে আমেরিকানদের সহায়তা করেন যা সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের অনুগত ছিল আর যাদের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পাকিস্তানের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তবুও পাক-সুশীল সমাজ মোশাররফকে পাকিস্তানের পরিত্রাতা চিত্রিত করে (প্রকারান্তরে একটি ইসলামী সরকারকে উৎখাত করতে সহায়তা করার জন্য)। তার অবদানকে মুহম্মাদ আলী জিন্নাহ বা আইয়ুব খানের চেয়েও বড় করে প্রচার করতে থাকে। অপরদিকে পাক-মুসলিম জনতা তালেবানের পক্ষ অবলম্বন করে। পরাশক্তির অন্যায় আগ্রাসনে আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পতন হ'লে ওসামা বিন লাদেন আত্মগোপন করেন। যদিও মার্কিন বাহিনী ওসামাকে হাতের নাগালে পেয়েও গ্রেপ্তারের সুযোগ হাতছাড়া করে। কারণ মার্কিনীরা ওসামাকে জুজু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যাতে তাকে ধরার বাহানা করে বিশ্বব্যাপী মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো ধ্বংস করতে হামলা চালাতে পারে।

একই অভিযোগে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান ও লাল মসজিদে হামলা করে অসংখ্য মুসলমান হত্যা করা হয়। একই সময়েই হঠাৎ দেশের প্রধান বিচারপতির অপসারণ ও পুনর্বহালের নাটক চলতে থাকে। সেখানে মোশাররফের ক্ষমতার মসনদটি সুশীল সমাজ ব্যাপকভাবে নাড়িয়ে দেয়। আসলে প্রধান বিচারপতি ইফতেখার মোহাম্মদ চৌধুরীর বরখাস্ত সম্পর্কে মোশাররফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুশীল সমাজের প্রবল অবস্থান তার সেই অপরাধের শাস্তি যা তিনি ইতিপূর্বে ইরানের পরমাণু কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে করেছেন। ইরানকে সমর্থন করার ঘোষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, মোশাররফ চাহিদানুসারে কামাল পাশার মত সেক্যুলার হ'তে পারেননি। আর এটাই সুশীল সমাজের অসন্তুষ্টির কারণ বলে বাংলাদেশী সেক্যুলারিষ্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরী মনে করেন।

একদিকে বিশ্বব্যাপী সমান্তরাল ব্যবস্থা ইসলাম প্রতিষ্ঠার তীব্র আহ্বান অপরদিকে নয়া বিশ্বব্যবস্থার বীভৎস আগ্রাসনের ভয়ংকর হুমকীর মুখে পাকিস্তান এখন এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। সুশীল সমাজের অব্যাহত জঙ্গী বিরোধী প্রচারণা এই হামলার সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে হামলার দিকেই ইঙ্গিত করে শীর্ষ ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বারাক ওবামা ১ আগষ্ট ২০০৭ তারিখে ওয়াশিংটনে উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কলার্সে দেওয়া ভাষণে বলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট হবার পর যদি দেখেন যে মোশাররফ সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ তবে তিনি মার্কিন বাহিনীকে সেদেশের আল-কায়েদার উপর হামলার নির্দেশ দেবেন।[৯] দৃশ্যত এটি ডেমোক্রেটদের যুদ্ধবিরোধী ইমেজকে শেষ করে দিয়েছে। তবুও বারাক ওবামার এই ভাষণ বিশ্বব্যবস্থার কর্মকৌশলকেই সমর্থন করেছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস বলেছেন, 'মোশাররফ যদি সেক্যুলার ও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিকদের সাথে ক্ষমতায় থাকতে না পারেন, তবে দেশ চলে যাবে তালেবানদের হাতে। আর সেই তালেবানদের যুক্তরাষ্ট্রকেই মোকাবেলা করতে হবে'।

বারাক ওবামার ভাষণ নিশ্চিতভাবেই তার প্রেসিডেন্ট পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনাকে কিছুটা হ'লেও দৃঢ় করেছে। এটা বিশ্বব্যবস্থার হর্তাকর্তাদের খুশী করেছে। প্রমাণ হিসাবে এই ভাষণের ক'দিন পর পারিবারিক কলহের নাম করে শীর্ষ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ইহুদী রুডি জিউলিয়ানীর মেয়ে ক্যারোলিন বারাক ওবামার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। এ হ'ল হর্তাকর্তাদের সেই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি একাধিপত্যের ইতিহাসে যার বহু নযীর রয়েছে। ফলে বারাক ওবামার প্রেসিডেন্ট পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা যত বাড়ছে পাকিস্তানে হামলার সম্ভাবনা ততটাই বাড়ছে। এমতাবস্থায় পাকিস্তান নামের আর একটি সমান্তরাল দেশ ধ্বংসের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ সমান্তরাল মুসলিম জনতার গণমৃত্যুর সম্ভাবনা পৃথিবীবাসীকে অতিমাত্রায় শঙ্কিত করে তুলেছে।

একের পর এক মুসলিম অধ্যুষিত দেশে Advance Security and Freedom নিশ্চিতকরণের নামে হামলা চালিয়ে নয়াবিশ্ব ব্যবস্থা তার একক মেরুর একক আধিপত্যকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে দাজ্জালের আবির্ভাবকে নিশ্চিত করে তুলেছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে পাশ্চাত্যের সমান্তরাল ব্যবস্থার ধারক বাহক মুসলমানরা দীর্ঘকালের ঘুম থেকে ক্রমান্বয়ে জেগে উঠছেন ইমাম মেহেদী ও ঈসা (আঃ)-এর আগমনকে নিশ্চিত করতে। ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিশ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের প্রসার ঘটে চলেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশে পাশ্চাত্য ব্যবস্থার আগ্রাসনের সম্ভাবনা যতই বাড়ছে ততই ঐসব দেশের জনগণ ইসলামের শান্তির পতাকাতলে স্থান করে নিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মাঝে ফিরে আসা এই চেতনা কোন মতেই মূল্যহীন নয়। এই দৃঢ় ঈমানের প্রবল টানে শয়তান ইবলীসের নয়া বিশ্বব্যবস্থা আর তার পরাক্রমশালী একক মেরুশক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মহাকালের অকূল পাকে ডুবে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

হাদীছ সংরক্ষণে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযাম যেমন অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনা করেছেন, তেমনি তাঁদের পরে মুহাদ্দিছীনে কেরামও অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে, ক্ষেত্রবিশেষে জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করেও হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। হাদীছ সংরক্ষণে তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। হিজরী ২য় ও ৩য় শতকে যে সকল মনীষী হাদীছ সংরক্ষণ ও সংকলণে বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা এই মহামনীষী প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, বিদগ্ধ পণ্ডিতের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর প্রকৃত নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান, উপাধি ইমামুল হুজ্জাহ, আমীরুল মুমিনীন ফীল হাদীছ ইত্যাদি। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ, যিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ছিলেন।[১] তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হচ্ছে- আবুল হাসান আলী বিন আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর ইবনে নাজীহ[২] ইবনে বকর ইবনে সা'দ আস-সা'দী।[৩] তিনি ইবনুল মাদীনী[৪] নামে সমধিক পরিচিত।[৫]

জন্ম ও শিক্ষাঃ

তিনি ১৬১ হিজরীতে বছরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কূফায় বড় হন।[৬] শৈশবে স্বীয় মুহাদ্দিছ পিতার নিকটে তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি। এরপর তিনি অনেক মুহাদ্দিছীনে কেরামের নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। তারপর ফিক্বহ সহ অন্যান্য বিষয়ে তিনি শিক্ষার্জন করেন।[৭]

দেশ ভ্রমণঃ

হাদীছ শিক্ষার অদম্য উৎসাহে বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন। মক্কা, মদীনা, বাগদাদ, কূফা প্রভৃতি হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্র এবং হাদীছ সমৃদ্ধ শহর সমূহ পরিভ্রমণ করে তিনি হাদীছে নববী সংগ্রহ করেছেন। এ উদ্দেশ্যেই ইয়েমেনে তিনি একাধারে তিন বছর অতিবাহিত করেন।[৮]

শিক্ষকমণ্ডলী ঃ

তিনি অনেক মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ হ'লেন হাম্মাদ ইবনু যায়দ, জা'ফর ইবনু সুলায়মান, ইয়াযীদ ইবনু যুরাই, আবদুল ওয়ারেছ, হুশাইম ইবনু বাশীর, আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী, মু'তামির ইবনু সুলায়মান, সুফিয়ান ইবনু মুসলিম, বিশর ইবনিল মুফায্যল, গুনদার, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, খালিদ ইবনুল হারিছ, মা'আয ইবনু মু'আয, হাতিম ইবনু ওয়ারদান, ইবনু ওয়াহ্হাব, আবদুল আ'লা আস-সামী, আবদুল আযীয ইবনু আবী হাযিম, আবদুল আযীয আল-আম্মী, ওমর ইবনু তালহা ইবনে আল-ক্বামাহ ইবনে ওয়াক্কাছ আল-লাইছী, ফুযাইল ইবনু সুলায়মান আন-নুমাইরী, মুহাম্মাদ ইবনু তালহা আত-তায়মী, আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ, মু'আবিয়াহ ইবনু আবদুল কারীম, ইউসুফ ইবনুল মাজিশূন, আবদুল ওয়াহ্হাব আছ-ছাক্বাফী, হিশাম ইবনু ইউসুফ, আবদুর রাযযাক প্রমুখ।[৯]

ছাত্রবৃন্দঃ

হাদীছ শাস্ত্রে আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ)-এর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর নিকট আসে। তাঁর অগণিত ছাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দ হচ্ছেন আহমাদ ইবনু হাম্বল, আবু ইয়াহইয়া ছায়িক্বাহ আয-যা'আফরানী, আবু বকর আছ-ছাগানী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, আবু হাতিম আর-রাযী, হাম্বল ইবনু ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া, আলী ইবনু আহমাদ আন-নাযর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-বারা, আল-হাসান ইবনু শাবীব আল-

---

* পি-এইচ. ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ' খণ্ড (বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ ১৯৮২/১৪০২ হিঃ), পৃঃ ৪১-৪২।

২. ইবনুল জাওযী (মৃত ৫৯৮ হিঃ) জা'ফর ইবনু নাজীহ-এর স্থলে জা'ফর ইবনু ইয়াহইয়া বলেছেন। দ্রঃ ইমাম ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম, ১১শ' খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃঃ ২১৪।

৩. সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪১-৪২।

৪. মীম (م) অক্ষরে যবর, দালে (د) যের এবং ইয়া (ى) হরফে সাকিন যোগে পড়তে হবে। আর সবশেষে হবে নূন (ن)। মদীনার দিকে সম্বন্ধিত করে তাঁকে আল-মাদীনী বলা হয়। দ্রঃ ইবনুল আছীর আল-জাযরী, আল-লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারু ছাদির, তা. বি.), পৃঃ ১৮৪।

৫. সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪২; আল-মুন্তাযাম, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ২১৪।

৬. হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃতঃ ৭৪৮ হিঃ/১৩৪৮ খৃঃ), কিতাবু তাযকিরাতিল হুফফায, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৭৪ হিঃ), পৃঃ ৪২৮; তাশ কুবরা যাদাহ, মিফতাহুস সা'আদাহ, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃঃ ২৭৬; আল-মুন্তাযাম, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ২১৪; সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪৩।

৭. তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮; সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪২।

৮. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ: ১৯৯২ খৃঃ/১৪১২ হিঃ), পৃঃ ৪৫৪।

৯. আল-মুন্তাযাম, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ২১৪; সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪২; মিফতাহুস সা'আদাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৬।

মা'মারী, আবদুল্লাহ ইবনু আলী (স্বীয় পুত্র), আবুদাঊদ, হুমায়দ ইবনু যানজাওয়াইহ, ছালিহ ইবনু মুহাম্মাদ জাবারাহ, ওবায়দুল্লাহ ইবনু ওছমান আল-ওছমানী, হিলাল ইবনুল 'আলা, আল-হাসান ইবনুছ ছাবাহ আল-বায্যার, আবুদাঊদ আল-হারানী, ইসমাঈল আল-ক্বাযী, আবু মুসলিম আল-ক্বাযী, আলী ইবনু গালিব ইবনু সাল্লাম আল-বাতালহী, আবু খলীফা আল-ফাযল ইবনুল হুবাব, মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর ইবনিল ইমাম বিদিমইয়াত, আবু ইয়া'লা আল-মাওছিলী, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-বাগান্দী, আবুল ক্বাসিম আল-বগভী, আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আইউব প্রমুখ।[১০]

তাঁর নিকট থেকে তাঁর অনেক শিক্ষকও হাদীছ শুনেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনাহ।[১১]

হাদীছ সংগ্রহে সতর্কতাঃ

হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আব্বাদ ইবনু ছুহাইব নামক জনৈক রাবীর সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতায় সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ায় তাঁর সূত্রে শ্রুত ত্রিশ হাযার হাদীছ সবই তিনি প্রত্যাখ্যান ও অগ্রাহ্য করেন।[১২] হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীছের শাব্দিক অর্থ অনুধাবন ও রাবীদের সম্পর্কে অবগত হওয়াকে তিনি সবিশেষ প্রাধান্য দিতেন। যেমন তিনি বলেন, التفقه فى معانى الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، 'হাদীছের অর্থ অনুধাবন করা ইলমের অর্ধেক এবং রাবীদের সম্পর্কে জানা ইলমের অর্ধেক'।[১৩]

রচনাবলীঃ

আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) একজন দক্ষ গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন। ইলমে হাদীছের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ছিল দু'শতাধিক। তিনি এমন সব বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যে বিষয়ে ইতিপূর্বে কোন মুহাদ্দিছ গ্রন্থ রচনা করেননি।[১৪]

আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ)-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লিখিত হ'ল[১৫]

(১) আল-আসমা ওয়াল কুনা (الأسماء و الكنى) (৮ খণ্ড)।

(২) আয-যু'আফা (الضعفاء) (১০ খণ্ড)।

(৩) আল-মুদাল্লিসূন (المدلسون) (৫ খণ্ড)।

(৪) আউয়ালু ফাহছিন আনির রিজাল (أول فحص عن الرجال)।

(৫) আত-ত্বাবাক্বাত (الطبقات) (১০ খণ্ড)।

(৬) মান রাওয়া আম্মান লাম ইয়ারাহু (من روى عمن لم يره)

(৭) ইলালুল মুসনাদ (علل المسند) (৩০ খণ্ড)।

(৮) আল-ইলালু মিন রিওয়াতে ইসমাঈল আল-ক্বাযী (العلل من رواية اسماعيل القاضى) (১৪ খণ্ড)।

(৯) ইলালু হাদীছে ইবনে ওয়াইনাহ (علل حديث ابن عينية) (১৩ খণ্ড)।

(১০) মান লা ইয়াহতাজ্জু বিহী ওয়ালা ইয়াসকুত (من لا يحتج به و لا يسقط) (২ খণ্ড)।

(১১) মান নাযালা মিনাছ ছাহাবাতিন নাওয়াহী (من نزل من الصحابة النواحى) (৫ খণ্ড)।

(১২) আত-তারীখ (التاريخ) (১০ খণ্ড)।

(১৩) আল-আরযু 'আলাল মুহাদ্দিছ (العرض على المحدث) (২ খণ্ড)।

(১৪) মান হাদ্দাছা ওয়া রাজা'আ 'আনহু (من حدث و رجع عنه) (২ খণ্ড)।

(১৫) সুআলু ইয়াহইয়া ওয়া ইবনে মাহদী 'আনির রিজাল (سؤال يحيى و ابن مهدى عن الرجال) (৫ খণ্ড)।

(১৬) সুআলাতু ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্ত্বান (سؤالات يحيى القطان) (২ খণ্ড)।

(১৭) আল-আসানীদুশ শায্যাহ (الأسانيد الشاذة) (২ খণ্ড)।

(১৮) আছ-ছিক্বাত (الثقات) (১০ খণ্ড)।

(১৯) ইখতিলাফুল হাদীছ (اختلاف الحديث) (৫ খণ্ড)।

(২০) আল-আশরিবাহ (الأشربة) (৩ খণ্ড)।

(২১) আল-গারীব (الغريب) (৫ খণ্ড)।

---

১০. *তাযকিরাতুয়ল হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮; সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪৩।*

১১. *সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪৩।*

১২. *ইউসুফ ইবনু তাগরীবারদী, আন-নুজূমুয যাহিরাহ, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ দারুল কলম, তা.বি.), পৃঃ ২৭৭; হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪৫৫।*

১৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪৮।*

১৪. *মুহাম্মাদ আবূ যাহু, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮৪ খৃঃ/১৪০৪ হিঃ), পৃঃ ৩৪৩; সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪৩; তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৯।*

১৫. *সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৬০; আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৪৩।*

(২২) আল-উখওয়াত ওয়াল-আখাওয়াত (الاخـوة و الأخوات) (৩ খণ্ড)।

(২৩) মান উরিফা বিলাক্বাবিহী (من عرف بلقبة) (২ খণ্ড)।

(২৪) মান উরিফা বিগাইরি ইসমে আবীহি (من عرف بغير اسم أبيه)।

(২৫) আল-ইলালুল মুতাফাররিক্বাহ (العلل المتفرقة) (৩০ খণ্ড)।

(২৬) মাযাহিবুল মুহাদ্দিছীন (مذاهب المحدثين) (২ খণ্ড)।

(২৭) কিতাবুল কুনা (كتاب الكنى) (৫ খণ্ড)।

(২৮) কিতাবুল ওয়াহাম ওয়াল খাত্বা (كتـاب الـوهم و الخطاء) (৫ খণ্ড)।

(২৯) কিতাবু মান নাযালা মিনাছ ছাহাবাতে সায়েরাল বুলদান (كتاب من نزل من الصحابة سائر البلدان) (৫ খণ্ড)।

আল্লামা খতীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন, ৪/৫ খানা গ্রন্থ ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের সবগুলিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[১৬]

ইন্তিকালঃ

ইলমে হাদীছের অনন্য দিকপাল ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট ওস্তায আল্লামা আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) ২৩৪ হিজরীর যুলকা'দাহ মাসের ২ দিন বাকী থাকতে ৭৩ বছর বয়সে সামাররাতে ইন্তিকাল করেন।[১৭] যেমন ইয়াকূত আল-হামাভী বলেন, و مات بسامرا و قيل بالبصرة ليومين بقيا من ذى القعـدة سـنة ٢٣٤ 'তিনি সামাররাতে মতান্তরে বছরায় ২৩৪ হিজরীর যুলকা'দা মাসের ২ দিন বাকী থাকতে ইন্তিকাল করেন'।[১৮] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, مـات ليـومين بقيـا مـن ذى القعـدة سـنة أربـع، 'তিনি যুলকা'দা মাসের ২ দিন বাকী থাকতে ৪র্থ সনে অর্থাৎ ২৩৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন'।[১৯]

মনীষীগণের দৃষ্টিতে আলী ইবনুল মাদীনীঃ

❁ ইমাম বুখারী (মৃত ২৫৬ হিঃ) বলেন, مـا اسـتـصغرت نفـسى عند أحد قط إلا عند على بن المدينى، 'আলী ইবনু মাদীনী ব্যতীত কারো নিকটে আমি নিজেকে ছোট মনে করিনি'।[২০]

❁ আবুদাঊদ (মৃত ২৭৫ হিঃ/৮৮ খৃঃ) বলেন, ابن المدينى أعلم من أحمـد بـاختلاف الحـديث، 'ইবনুল মাদীনী ইখতিলাফুল হাদীছ (হাদীছের বৈপরিত্য) সম্পর্কে আহমাদ ইবনু হাম্বলের চেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন'।[২১]

❁ তাঁর শিক্ষক সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনাহ বলেন, و الله إنى أتعلم مـن ابـن المـدينى أكثـر ممـا يـتعلم منـى، 'আল্লাহ্‌র শপথ! আলী ইবনুল মাদীনী আমার নিকট থেকে যতটুকু জ্ঞান লাভ করেছে, তার চেয়ে অধিক জ্ঞান আমি তাঁর নিকট থেকে অর্জন করেছি'।[২২]

❁ আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিঃ) বলেন, كـان ابـن المـدينى علما فى معرفة الحديث و العلل، 'ইবনুল মাদীনী ছিলেন হাদীছ ও ইলাল অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞ এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব'।[২৩]

❁ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, الناس يلومونى فى قعودى مع على و أنا أتعلم من على أكثر مما يتعلم منى، 'আলীর সাথে বৈঠকের কারণে লোকেরা আমাকে কষ্ট দেয় বা তিরস্কার করে। অথচ তিনি আমার কাছ থেকে যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছেন, তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান আমি তাঁর নিকট থেকে আহরণ করেছি'।[২৪]

❁ ইমাম নাসাঈ (রহঃ) (২১৫-৩০৩ হিঃ) বলেন, كأن على ابن المدينى خلق لهذا الـشأن، 'আলী ইবনুল মাদীনী এই (হাদীছ) বিষয়ের জন্যই সৃষ্টি হয়েছেন'।[২৫]

❁ হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিঃ) বলেন, برع فى هذا الـشأن و صـنف و جمـع و سـاد الحفـاظ فـى

---

১৬. *সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৬০।*

১৭. *মিফতাহুস সা'আদাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৬; আল-মুন্তাযাম, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ১৯৯; সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৫৯; তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৯; আল-মুন্তাযাম, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ২১৯; মুহাম্মাদ আবু যহু বলেন, توفى رحمه الله سنة ٢٣٤ بسمرى দ্রঃ আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৪৪।*

১৮. *ইয়াকূত আল-হামাভী (মৃঃ ৬২৬ হিঃ), মু'জামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খৃঃ), পৃঃ ৮৩।*

১৯. *সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৫৯।*

২০. *সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪৬; আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৪৩; আল-মুন্তাযাম, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ২১৫।*

২১. *আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ হিঃ), তুহফাতুল আহওয়াযী, মুকাদ্দামাহ, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ: ১৯৯০ খৃঃ/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ৩৬৯।*

২২. *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৪৩; আল-মুন্তাযাম, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ২১৫।*

২৩. *সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪৩; আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৪৩।*

২৪. *আল-মুন্তাযাম, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ২১৫।*

২৫. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮; সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪৬।*

معرفة العلل، 'তিনি এই (ইলমে হাদীছের) ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন। তিনি হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। ইলাল (ত্রুটি) জানার ব্যাপারে হাফিযগণের নেতৃত্ব দিয়েছেন'।[২৬]

❁ আল-আব্বাস আল-আম্বারী বলেন, كان سفيان يسمى على بن المدينى حية الوادى، 'সুফিয়ান (রহঃ) আলী ইবনুল মাদীনীকে (হাদীছের) জীবন্ত উপত্যকা বা উর্বর ভূমি বলে আখ্যায়িত করতেন'।[২৭]

❁ আবদুর রহমান ইবনু মাহদী বলেন, على بن المدينى أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم 'মানুষের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন আলী ইবনুল মাদীনী'।[২৮]

❁ ইবনু মুঈন বলেন, كان على بن المدينى إذا قدم علينا أظهر السنة واذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع، 'আলী ইবনুল মাদীনী আমাদের নিকট আসলে সুন্নাহ বিকাশ লাভ করে। আর তিনি যখন বছরায় গমন করেন তখন শী'আ প্রভাব বৃদ্ধি পায়'।[২৯]

উপসংহারঃ

আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) একাধারে ছিলেন ইলমুল হাদীছের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও রিজাল শাস্ত্রবিদ। হাদীছ অভিজ্ঞানে তাঁর পারদর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার কারণে তাঁর অনেক শিক্ষকও তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হয়ে তা অকপটে স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে ঐসকল মুহাদ্দিছগণ কারো সমালোচনার কোন তোয়াক্কা করেননি। ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করে হাদীছ সংগ্রহ করেছেন, তেমনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে তা যাচাই-বাছাই করে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। হাদীছ গ্রহণে তিনি ছিলেন অতীব সজাগ, সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টি সম্পন্ন। কোন রাবীর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণের পর তাঁর কাছে ঐ রাবীর কোন দোষ-ত্রুটি প্রমাণিত হ'লে তিনি ঐ রাবীর সমস্ত হাদীছ প্রত্যাখ্যান ও পরিত্যাগ করতেন, হাদীছের পরিমাণ যত অধিকই হোক না কেন। এভাবে তিনি হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করে ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন বিধান মানুষের গোচরীভূত করতে এবং দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। আর ইসলামের এই খেদমতের মাধ্যমেই মুসলিম বিশ্বে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর এ ঘটনাবহুল জীবনী থেকে ইবরত হাছিল করে আমরাও যেন কুরআন-হাদীছ তথা ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে পারি, আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

---

২৬. *সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪৩।*

২৭. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮; সিয়ার, ১১শ' খণ্ড, পৃঃ ৪; মুকাদ্দামাহ তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯।*

২৮. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮; মুকাদ্দামাহ তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯; ইউসুফ আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১৩শ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৪ হিঃ/ ১৯৯৪ খ্রীঃ), পৃঃ ৩৩১।*

২৯. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬হিঃ/১৯৯৫), পৃঃ ৭১৩।*

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৮ সফল হোক

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৩৭২১; মোবাইলঃ ০১৭১২-৪৩৯০২১

HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
Tel: (0721) 773721; Mob: 01712-439021

* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম

ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ক্ষেত-খামার

আমের গুটি ঝরা

আম জাতীয় ফল না হ'লেও আমকেই ফলের রাজা বলা হয়। পুষ্টিগুণ, স্বাদ ও ভেষজ গুণ অন্যান্য ফলের তুলনায় আমেই বেশী। এ সময়ে আম গাছে ফুল এসেছে। আমের এই ফুলগুলোর ২০ থেকে ২৫ ভাগ গুটি হিসাবে টিকে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল গাছে যতগুলো ফুল আসে তার শতকরা দশমিক ১ ভাগ শেষ পর্যন্ত আম ফল হিসাবে পাওয়া যায়। আমের ফুল আসা থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত এত কম পরিমাণে পাওয়ার পেছনে আমের গুটি ঝরা, পোকামাকড় ও রোগ আক্রমণই দায়ী। সময় থাকতে এসব প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারলে আমের ফলন বৃদ্ধি পায়।

আমের গুটি ঝরাঃ গাছের সুষম পুষ্টির অভাব, মাটিতে প্রয়োজনীয় রসের অভাব ও হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে আমের গুটি ঝরে পড়ে যেতে পারে। সুষম পুষ্টির অভাব হচ্ছে গাছের জন্য প্রয়োজনীয় ১৬টি মূখ্য ও গৌণ পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি। গাছ যাতে সুষম পুষ্টি পায় সে জন্য বছরে বর্ষার আগে ও পরে দু'বার গাছের বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয়।

মাটিতে রসের অভাব পূরণে ফুল আসার সময় থেকে নিয়মিত সেচ দেওয়া প্রয়োজন। গাছের গোড়ার চারপাশে আইল দিয়ে সেচ দেওয়া যেতে পারে। এতে রসের অভাব দূর হবে। হরমোনের অভাবেও ফুল থেকে গুটি আম হয়ে ঝরে পড়ে। হরমোনের অভাব দূর করতে প্লানোফিক্স ৫ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ফুল ধরা গাছে স্প্রে করতে হবে। শোষক পোকা আমের কচি ফুল, গুটিআম, পাতা এমনকি কাণ্ডেও আক্রমণ করে। আক্রান্ত জায়গা থেকে এই পোকা রস চুষে খায়। ফলে আমের ফুল, গুটিআম, ফল ও পাতা ঝরে যায়। সিমবুশ-১০ ইসি ২ মিলি প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে শোষক পোকা দমন করা যায়।

মার্চ মাসে যখন আমের গুটি আসে ফলের মাছি পোকা তখন থেকে আক্রমণ করে। এ মাছি পোকা আমের ভেতর ঢুকে শাঁস খায়। মাছি পোকা বাইরে থেকে চোখে পড়ে না, শুধু আম কাটার সময় এ পোকার আক্রমণ বোঝা যায়। মাছি পোকা দমনে ১ লিটার পানি, ১০ গ্রাম ডিপটেরেক্স ও ৮০ গ্রাম গুড় একত্রে মিশিয়ে বিষটোপ তৈরী করে ব্যবহার করা যায়। আমের গুটি বাঁধার পর থেকে ফলের উইভিল আক্রমণ করে। এ পোকা ছিদ্র করে আমের ভেতরে ঢুকে আমের শাঁস খেয়ে ফেলে এবং এক সময় ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। ফলের উইভিল দমনে ডায়াজিনন-৬০ ইসি ২ মিলি প্রতিলিটার পানির সঙ্গে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হয়।

আমের রোগঃ আমের ফুল, গুটি, ফল ও পাতা এমনকি কাণ্ডে বাদামি বা ধূসর বর্ণের দাগ পড়ে যখন অ্যানথ্রাকনোজ রোগটি হয়। গুটিআম ও ফল আম বড় হ'তে হ'তে এ রোগের কারণে কালো হয়ে যায়। আমের ফুল আসার সময় পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে পুষ্পমঞ্জুরিতে সাদা গুঁড়ার ঘা দেখা যায়। রোগের আক্রমণ বেশী হ'লে ফুল ও গুটিআম ঝরে পড়ে। আমের অ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমনের জন্য ডায়থেন এম-৪৫ এবং পাউডারি মিলডিউ রোগ দমনের জন্য থিওভিট ২ গ্রাম প্রতিলিটার পানির সঙ্গে মিশিয়ে রোগাক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে হয়।

আমের গুটি ঝরা, পোকামাকড়, রোগবালাই চিনে তার প্রতিকারের জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ বা আম গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীর পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও ওষুধ সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

ক্ষতিকারক পোকা

আমের হপারঃ আমের সবচেয়ে ক্ষতিকারক পোকা হপার। তিনটি প্রজাতির হপার আমাদের দেশে আমের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। সারা বছরই আমগাছে এ পোকাগুলো দেখা যায়। আমগাছের নিচে গেলে পোকাগুলোর স্পর্শ চোখ, মুখ ও শরীরে অনুভব করা যায়। পূর্ণবয়স্ক হপারগুলো দেখতে সবুজ-বাদামী রঙের তিনকোণা খিলের মতো লম্বায় ৩ দশমিক ৪ মিমি থেকে ৫ দশমিক ৩ মিমি পর্যন্ত হয়।

দমনঃ আমগাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে একবার এবং এর এক মাস পর আরেকবার প্রতি লিটার পানির সঙ্গে দশমিক শূন্য মিলি সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড, সিমবুস, ফেনম, অন্য নামের) ১০ ইসি মিশিয়ে আমগাছের কাণ্ড, ডাল, পাতা ও মুকুল ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের মুকুল ও পাতার সুটিমোল্ড দমনের জন্য টিল্ট ২৫০ ইসি (প্রতি লিটার পানির জন্য শূন্য দশমিক ৫ মিলি হারে) আমের হপার দমনে কার্যকরী কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ভোমরা পোকাঃ পূর্ণবয়স্ক একটি ভোমরা পোকা ৫ থেকে ৭ মিলি লম্বা, গাঢ় বাদামি রঙের শক্ত পাখাযুক্ত এবং মাথায় শুঁড়যুক্ত মুখ থাকে। স্ত্রী পোকা মার্চ-এপ্রিল মাসে কাঁচা আমের গায়ে মুখের শুঁড়ের সাহায্যে চিরে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। আমের গায়ের ক্ষতচিহ্ন আস্তে আস্তে মুছে যায়। আক্রান্ত আমের খোসার নিচে ডিম পাড়ার সাত দিনের মধ্যে ডিম ফুটে পা বিহীন কিড়া বের হয় এবং কিড়াগুলো ফলের শাঁসের মধ্যে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ তৈরী করে খেতে থাকে। আক্রান্ত ফল কাটলে শাঁসে পোকার কিড়ার তৈরী আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্গে পোকার কিড়া দ্বারা নির্গত কালো রঙের মল এবং পোকার কিড়া বা পুত্তলি বা পূর্ণবয়স্ক পোকা (উইভিল) দেখা যায়। আমের মৌসুম শেষ হওয়ার পর উইভিল আমগাছের নিচে মাটির ভেতরে, গাছের কাণ্ড ও ডালের শুকনো বাকলের নিচে এবং আমগাছে জন্মানো বিভিন্ন পরগাছা দ্বারা সৃষ্ট জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

দমনঃ উন্নত কলমে উইভিলের আক্রমণ কম হয়। তাই এরূপ উন্নত জাতের কলমের আমগাছ লাগাতে হবে। আক্রান্ত আম পেড়ে এবং গাছের নিচে পড়ে থাকা এরূপ আম কুড়িয়ে নিয়ে মাটিতে গর্ত করে (১ দশমিক ৫ থেকে

২ ফুট গভীর) পুঁতে রাখতে হবে। তাছাড়া জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি প্রতিটি আমগাছের চারদিকে চার মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের মধ্যে সব আগাছা পরিষ্কার করে ভালোভাবে মাটি কুপিয়ে ওলট-পালট করে দিতে হবে, যাতে মাটির ভেতর লুকিয়ে থাকা উইভিলগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। আম সংগ্রহের পর গাছের সব পরগাছা ও পরজীবী উদ্ভিদ ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করে আমের উইভিল দমন করার জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন আমের আঁটি শক্ত হ'তে শুরু করে সে সময় থেকে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে সুমিথিয়ন ৫০ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি অথবা লিবাসিড ৫০ ইসি মিশিয়ে আমগাছের কাণ্ড, ডাল, পাতা ও আম ভালোভাবে ভিজিয়ে ১৫ দিন অন্তর একাধিকবার স্প্রে করতে হবে।

অ্যাপছিলা পোকাঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অ্যাপছিলা পোকার আক্রমণ সর্বাধিক হয়ে থাকে। এ পোকার আক্রমণের ফলে গাছে নতুন পাতা ও ফুলের কুঁড়ির বদলে সবুজ রঙের ছোট মোচাকৃতির গলের সৃষ্টি হয়। এ গলগুলো থেকে কোন পাতা বা ফুল বের হয় না। আক্রান্ত গাছে আমের ফলন খুব কম হয়। স্ত্রী পোকা মার্চ-এপ্রিল মাসে কচি পাতার নিচের পিঠের মধ্য শিরায় ডিম পাড়ে। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আক্রান্ত স্থান হ'তে মধুরস ও মোমের গুঁড়ার মতো পদার্থ বের হ'তে দেখা যায়। এ সময় আক্রান্ত পাতার পালগুলোয় অনেক গল সৃষ্টি হ'তে দেখা যায়।

দমনঃ আক্রান্ত আমগাছে সৃষ্ট গলসমূহ এবং আক্রান্ত পাতাগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এজন্য আমগাছে অ্যাপছিলা পোকার আক্রমণ হয়েছে কি-না তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে অ্যাপছিলা পোকা দমনের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে-

(১) ইনজেকশনঃ এ পদ্ধতিতে আক্রান্ত আমগাছের প্রধান শাখাগুলোর প্রত্যেকটিকে একটি করে ২ থেকে ৩ সেমি গভীর ছিদ্র করে নিতে হবে। প্রতিটি ছিদ্রের মধ্যে ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণে (৫ থেকে ১০ মিলি) ডাইমিথোয়েট (রক্সিয়ন, পারফেকথিয়ন) বা মনোক্রোটোফস (এজোড্রিন, নুভাক্রন) দিয়ে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিতে হবে।

(২) স্প্রেঃ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে যখন আক্রান্ত স্থান দিয়ে গুঁড়া বস্তু বা মল বের হয়ে আসে তখন থেকে শুরু করে প্রতি ২০ দিন অন্তর তিন-চারবার ডাইমিথোয়েট ৪০ ইসি বা মনোক্রোটোফস ৪০ ডব্লিউ, এসসি প্রতি লিটার পানির জন্য ৩ দশমিক শূন্য মিলি হারে মিশিয়ে গাছের পাতায় ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

[সংকলিত]

বিসমিল্লা-হির রাহ্মানির রাহীম

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৮ সফল হউক

আলো

ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

প্রোপ্রাইটরঃ মুহাম্মাদ মোফায্যল হোসাইন (রঞ্জু)

এখানে ডেকোরেটর সামগ্রী, সাউন্ড বক্স, মাইক পিএ-বক্স, লাইটিং ও জেনারেটর ভাড়া পাওয়া যায় এবং প্যাকেট খাবার সরবরাহ করা হয়।

রাত ৯টা হ'তে সকাল ৯টা পর্যন্ত বাসায় যোগাযোগ করুন

ষ্টেশন রোড (অলকার মোড়), রাণী বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ (দোকান)ঃ ৮১১৪৪৪, (বাসা)ঃ ৭৭৪০০৮, মোবাইলঃ ০১৭১১-১১৭০৬৮; ০১৭১১-৯৬৮৮৪৩।

কবিতা

সংগ্রামী নেতা

- রাযিয়া সুলতানা
বাঁটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ডঃ গালিব জানি তুমি অচিরেই আসবে ফিরে
সংগ্রামী বীর নেতার বেশে,
তোমার আগমন ঘটবে জানি
সত্যের নিশানবরদার হয়ে।
যতসব মিথ্যা প্ররোচনা পায়ে দলে
কুচক্রীদের সব বাঁধা ডিঙ্গিয়ে,
আসবে তুমি আমাদের মাঝে
ফের দিগ্বিজয়ীর বেশে।
তোমার অকুতোভয় মনে ঈমানী বল
জ্বেলেছিল যাদের ভেতর হিংসার দাবানল,
তারাই সে অনলে পুড়ে হবে ছারখার
ধুলিস্যাৎ হবে তাদের মিথ্যার মহল,
কুরআন-হাদীছের বাণী দিয়ে
দেশটাকে করবে তুমি আলোকোজ্জ্বল।
তোমার কোন ভয় নেই
তুমি এগিয়ে যাবে আসুক যত বাধা,
আমরা আছি তোমার পিছে
লাখ বীর তাওহীদী জনতা।

একুশ মানে

- শরীফ মুহাম্মাদ জাহিদুল হাসান
ছোটশালঘর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

একুশ মানে লাল পতাকা
সবুজ ছায়া নীড়
একুশ মানে হাযার ভাইয়ের
কণ্ঠ উঁচু শির।
একুশ মানে স্মরণ রাখ
রক্ত ঝরা দিন
একুশ মানে বীরের দল
জীবন মায়াহীন।
একুশ মানে শুকুর গুযার
হৈহুল্লোড় নয়
একুশ মানে শান্তিকামী
গুরুজনে কয়।
একুশ মানে বাংলা আমার
বাংলা আমার ভাষা
একুশ মানে একই সুরে
কাঁধ মিলানো আশা।

মাতৃবিলাপ

- মুহাম্মাদ গোলাপ উদ্দীন
ওছমানপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

শুনিয়া গুলীর রব
হয়ে পাগলিনী,
ছুটিয়া আসিল পথে
মা অভাগিনী।
জনতার ভীড় দলি
দু'ধারে তাকায়
দেখিল নয়নমণি
লুটায় ধুলায়।
কাঁদিয়া ব্যাকুল মাতা
ডাকে যাদুধন
উঠ বাবা বরকত
খোল দু'নয়ন।
কথা বল বাছারা
সালাম বরকত,
তোমাদের রক্তে রাঙা
ঢাকার রাজপথ।
কথা বল আব্দুল জব্বার
রফীক, শফীক
ভাষা দাবীর অগ্রদূত
বীর সৈনিক।
বল বাছা একবার
বল মা-মণি,
পরাণ শীতল করি
মা ডাক শুনি।

***

স্বাধীন দেশ

- হাসানুযযামান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

এমন একটি স্বাধীন দেশ পাবে নাকো আর
যেথায় চলে অধর্মের সকল পাপাচার।
মদখোরীদের মাতলামীতে রাস্তায় চলা দায়
নেতা গোছের মানুষগুলো সবার আগে খায়।
জুয়া খেলা, গাঁজা খাওয়া নিত্য যে অভ্যাস
কাটে নাকো সময় তাতে না খেলিলে তাস।
আড্ডা চলে রাস্তা বাজার ঘাটে মোড়ে মোড়ে
অসভ্য, বর্বরতার সেথ্থুরী যে করে।
বিকাল বেলা পার্কে ঘোরে যুবক-যুবতী
নামী দামী পার্ক বসালো যারা সমাজপতী।
বেপর্দা নারীর দখলে শহর রাস্তা ঘাট
ঈদের বাজার গরম করে পরে প্যান্ট শার্ট।
মাথায় কাপড় দূরে কথা বুকে নাহি দেয়
পাতলা শাড়ী পরে কেউবা রূপের বাহার দেখায়।
চোখ তুলে রাস্তা ঘাটে চলা বড় দায়
নগ্ন নারীর দর্শন মেলে যেদিকে তাকাই।
সিনেমার অশ্লীলতায় দেশটা গেছে ভরে
টিভি, সিডি, ডিশের লাইন সবার ঘরে ঘরে।
পতিতালয়ও আছে দেশে লাইসেন্স করা
পত্রিকার স্টলগুলোয় নগ্ন ছবি ভরা।
বড় ছাহেব যাত্রাদলের প্রধান মেহমান
আহ্লাদে তাই তো সবার ভরে উঠে প্রাণ।
ছালাত ছিয়াম ইবাদতের সময় ওদের নাই
দাওয়াত দিতে গেলে তারা কেবল নাক শিটকায়।
স্বাধীন দেশে যা ইচ্ছা করবে স্বাধীন মনে
মোল্লাদের কথায় যেতে নারায পরাধীনে।
একাত্তরে কায়েম করেছে জীবন দিয়ে দেশ
তাই বুঝি নেই কো হেথায় বাঁধার কোন লেশ।
এমন দেশে বাস করিতে লাগে ভীষণ ভয়
কখন আল্লাহ গযব দিয়ে করবে জানি লয়।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। ৩১টি
২। তেতুলিয়া (পঞ্চগড়)।
৩। টেকনাফ (কক্সবাজার)।
৪। থানচি (পার্বত্য বান্দরবান)।
৫। শিবগঞ্জ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। পানিতে কোন বস্তু রাখলে পানি ঐ বস্তুর উপর ঊর্ধ্বচাপ দেয়। এতে বস্তুটির ওযন কমে যায়। তখন বস্তুটি পানির মধ্যে বহন করা অধিকতর সহজ হয়।

২। আগুনে পানি ঢাললে বাতাসের সাথে আগুনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে বাতাসের অক্সিজেন আগুনের কাছে আসতে পারে না। তাছাড়া পানি যথেষ্ট পরিমাণ তাপ শোষণ করে নেয়। ফলে পানি ঢাললে আগুন নিভে যায়।

৩। ধাতব পদার্থ ভাল তাপ পরিবাহী বলে।

৪। বিকিরণ পদ্ধতির জন্য।

৫। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী থাকে বলে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শিক্ষা সংক্রান্ত)

১। শিক্ষা এবং শিক্ষা বিজ্ঞান কি?

২। পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াত কোন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং তা কোন সূরার অন্তর্ভুক্ত?

৩। শিক্ষা শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

৪। 'শিক্ষা'-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ কি এবং তা কোন শব্দ থেকে এসেছে?

৫। প্রথম লিখিত পরীক্ষা কোথায় ও কখন শুরু হয়?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। চোখের দৃষ্টিশক্তি সতেজ ও স্বাভাবিক রাখতে কোন ভিটামিন ভূমিকা পালন করে?

২। কোন ভিটামিনের অভাবে মানব দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়?

৩। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপকহারে দৃষ্ট গলগন্ড রোগ হয় কোন ভিটামিনের অভাবে?

৪। ভিটামিন 'ই'-এর প্রধান উৎস কোনটি?

৫। কোন ভিটামিনের অভাবে মানুষের দাঁত ক্ষয় হয়ে যায়?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৩ ডিসেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর গোমস্তাপুর থানার রহনপুরস্থ জালি বাগান হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি সোনামণিদেরকে সাধারণ জ্ঞান সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক নাহীদ খান। সমাপণী আলোচনা করেন যেলা সোনামণি পরিচালক মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি তহূরা খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে আইরিন খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক হাফেয আব্দুছ ছামাদ।

বাগমারা, রাজশাহী ২৯ ডিসেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন রাজশাহী কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ এনামুল হক। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি বাহরাম আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মীযানুর রহমান।

গাবতলী, বগুড়া ৩০ ডিসেম্বর রবিবারঃ অদ্য সকল ৭-টায় কালাইহাটা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। প্রধান অতিথি সোনামণিদেরকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে দেশ ও জাতির সুদক্ষ কর্ণধার হওয়ার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ আকীবুল হাসান। সমাপণী বক্তব্য পেশ করেন অত্র শাখার নব নির্বাচিত পরিচালক মুহাম্মাদ শফি আলম। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি জুয়েল ও জাগরণী পরিবেশন করে আরজীনা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে অত্র শাখার নবনির্বাচিত সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহান। উল্লেখ্য, বৈঠক শেষে বালক বালিকাদের দু'টি পৃথক শাখা গঠন করা হয়।

কালাইহাটা, গাবতলী, বগুড়া ৩১ ডিসেম্বর সোমবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় কালাইহাটা মধ্য ফকীরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা ফেরদাউসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র শাখার নবনির্বাচিত পরিচালক মুহাম্মাদ আকীবুল হাসান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাবীবা আখতার ও জাগরণী পরিবেশন করে ছানাউল হক্ব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে অর্থ শাখার নবনির্বাচিত সহ-পরিচালক আব্দুস সুবহান। উক্ত শাখার সহ-পরিচালক শফী আলমের সমাপণী বক্তব্যের মাধ্যমে বৈঠক সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, বৈঠক শেষে বালক-বালিকার সমন্বয়ে একটি শাখা গঠন করা হয়।

সন্তোষপুর, রাজশাহী ৭ জানুয়ারী '০৮ঃ অদ্য বাদ যোহর রাজশাহী যেলার পবা থানাধীন সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখায় 'সোনামণি সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ২০০৮' অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি পরিচালক আতীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সানজিদা আখতার, জাগরণী পরিবেশন করে রযীনা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র শাখা পরিচালক সাইফুল ইসলাম। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা হ'ল- যথাক্রমে ফাহীমা আখতার (১ম), সানজিদা আখতার (২য়) ও শাহীদা খাতুন (৩য়)।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

চার উপদেষ্টার পদত্যাগঃ নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চার উপদেষ্টা গত ৮ জানুয়ারী পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগকারী উপদেষ্টারা হচ্ছেন আইন, বিচার ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন, খাদ্য, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উপদেষ্টা তপন চৌধুরী, স্বাস্থ্য ও পানি সম্পদ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান ও শিল্প উপদেষ্টা গীতিয়ারা সাফিয়া। ৮ জানুয়ারী দুপুরে তারা প্রধান উপদেষ্টার কাছে তাদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। পদত্যাগপত্রে চার উপদেষ্টাই ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করেন। তবে খাদ্য উপদেষ্টা তপন চৌধুরী দেশব্যাপী চাল-সঙ্কট শুরু হওয়ার পর এ ব্যাপারে 'সরকারের কিছুই করার নেই' বলে দায়িত্বহীন এক মন্তব্য করায় দেশব্যাপী প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হন। ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেনের নামে অধিক বচন ও কথোপকথনসহ নানা রকমের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। হজ্জযাত্রীদের হজ্জে পাঠানো নিয়ে জটিলতা, স্বাস্থ্য এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যর্থতার কারণেই মেজর জেনারেল (অবঃ) মতিউর রহমানকে বিদায় নিতে হয়। গীতিয়ারা সাফিয়াকে বিদায় নিতে হয় পাটকল শ্রমিকদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের কারণে। তিনি পাটকল শ্রমিকদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়ার কথাও বলেছিলেন। এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সার সঙ্কট নিরসনেও তার ব্যর্থতাকেই দায়ী করা হয়। তাছাড়াও এই উপদেষ্টার স্বামী কর্তৃক বাড়ী দখলের ঘটনায় জনমনে বিরূপ ধারণা দেখা দেয়। উল্লেখ্য, গত ২৭ ডিসেম্বর শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ আইয়ুব কাদরী ফ্রান্সে পুরাকীর্তি পাঠানোর সময় বিমানবন্দর থেকে দু'টি বিষ্ণুমূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ার দায়ভার কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করেন। এ নিয়ে ওয়ান ইলেভেনের মধ্য দিয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১১ উপদেষ্টার মধ্যে ৫ জনই পদত্যাগ করেন।

নতুন উপদেষ্টাদের শপথঃ

এদিকে উল্লিখিত পদত্যাগী উপদেষ্টাদের শূন্য পদ পূরণের জন্য গত ৯ জানুয়ারী উপদেষ্টা পরিষদে পাঁচজন নতুন উপদেষ্টা শপথ নিয়েছেন। ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বঙ্গভবনে তারা শপথ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদ সংবিধানের ১৫৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন উপদেষ্টাদের শপথবাক্য পাঠ করান। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত পাঁচজন উপদেষ্টা হ'লেন- সাবেক সচিব ডঃ এ এম এম শওকত আলী, সাবেক এটর্নি জেনারেল ও 'অধিকার' নামক একটি এনজিও'র প্রধান এডভোকেট হাসান আরিফ, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম কাদের বীরপ্রতীক, পিপিআরসি নামক একটি এনজিও'র নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান এবং 'গণসাক্ষরতা অভিযান' নামক একটি এনজিও'র নির্বাহী পরিচালক ও এডাব-এর সাবেক পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী।

উপদেষ্টাদের দায়িত্ব পুনর্বন্টনঃ

উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যের দায়িত্ব পুনর্বন্টন করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদ নবনিযুক্ত ৫ জন উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টাদের মধ্যে দায়িত্ব পুনর্বন্টন করেছেন। গত ১০ জানুয়ারী মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। পুনর্বন্টন অনুযায়ী ডঃ এ.বি. মির্জা আযীযুল ইসলাম অর্থ ও পরিকল্পনা, মেজর জেনারেল (অবঃ) এম.এ মতীন নৌপরিবহণ, ভূমি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডঃ ইফতেখার আহমাদ চৌধুরী পররাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইকবাল স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ডঃ চৌধুরী সাজ্জাদুল করীম কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ডঃ এ. এম. এম. শওকত আলী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, এ এফ হাসান আরীফ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মেজর জেনারেল গোলাম কাদের (অবঃ) যোগাযোগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, রাশেদা কে চৌধুরী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান বাণিজ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী নিয়োগঃ

সরকারের কাজে গতি আনয়ন ও মন্ত্রণালয়ের কাজে সহায়তা করার লক্ষ্যে নতুন করে সৃষ্ট 'স্পেশাল এসিসটেন্ট টু চীফ এ্যাডভাইজার' পদে তিনজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় নিয়োগকৃত প্রধান উপদেষ্টার তিনজন বিশেষ সহকারীর মধ্যে গত ১২ জানুয়ারী দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম এ মালেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ব্যারিষ্টার রাজা দেবাশীস রায়কে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধ্যাপক ডঃ এম. তামীমকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আরো ৪ জন বিশেষ সহকারী অচিরেই নিয়োগ পাবেন।

ইসলামী আইনই মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে

-প্রধান বিচারপতি

সময়ের বিবর্তনে ইসলামী আইনের প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সমাজে অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে এ আইনের উপযোগিতা অনেক বেশী। প্রধান বিচারপতি মুহাম্মাদ রুহুল আমীন গত ১১ জানুয়ারী বিয়াম মিলনায়তনে 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামী থট' আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ব্যাপক দুর্নীতি বিরোধী অভিযান ও প্রচারণা থাকা সত্ত্বেও সমাজের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি গ্রাস করেছে। দুর্নীতি বিরোধী অভিযান সাময়িকভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে পারলেও দুর্নীতিবাজদের চরিত্রে মৌলিক কোন পরিবর্তন আসছে না। ইসলামী আইনই এসব দুর্নীতিবাজদের মন-মানসিকতায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে।

তুষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

ধানের তুষকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরীর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গাযীপুরের এক যুবক। বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় এরূপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এটাই প্রথম। পুরো প্রকল্পটিতে এ পর্যন্ত ২৫ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করেছে বিশ্বব্যাংক। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা তপন চৌধুরী গত ৩১ ডিসেম্বর কাপাসিয়ার পল্লীতে স্থাপিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

গাযীপুরের কাপাসিয়া উপযেলার গিয়াসপুর গ্রামের শেখ আব্দুশ শাহীদ মাষ্টারের দ্বিতীয় পুত্র শেখ আসাদুযযামান মানিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্স মাষ্টার্স করে গ্রামের বাড়ীতে এসে বেকার যুবকদের নিয়ে ১৯৯৮ সালে 'ড্রিমস পোল্ট্রি' নামে একটি পোল্ট্রি ফার্ম চালু করে বিদ্যুতের অভাবে সমস্যায় পড়েন। এ অবস্থায় ২০০৩ সালে বিশ্বব্যাংকের হেড অফিস ওয়াশিংটন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সমস্যা কিভাবে দূর করা যায়, সেজন্য বাংলাদেশে স্পন্সর খুঁজতে ছিলেন। এতে অন্য ১২টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শেখ আসাদুযযামান মানিকও আবেদন করেন। আবেদন বাছাইয়ে প্রথম স্থানে গ্রামীন শক্তি ও ২য় স্থানে থাকেন মানিক। পরবর্তী সময়ে মানিকের পারফরমেন্স দেখে বিশ্বব্যাংক এ কার্যক্রমে মানিককেই নির্বাচন করে। অবশেষে মানিকের ইচ্ছানুযায়ী বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে তার গ্রামের বাড়ী গিয়াসপুরে এ কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৩ সালের মাঝামাঝি। দীর্ঘ ৪ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে মানিকের এ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

এ কাজে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার, যার যোগান দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এখান থেকে ৪৫০ কেবি বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে, যা দিয়ে পল্লী গ্রামের অবহেলিত মানুষ কম খরচে বিদ্যুৎ সুবিধা পাবে। বর্তমানে এখান থেকে ২২০ জন গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ করছেন। আরো ২২০০ গ্রাহক বিদ্যুৎ নিতে আবেদন করেছেন। মাত্র ২৭৫ টাকা জমা দিয়ে প্রতি গ্রাহক বাড়ীতে ওয়ারিংসহ বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন।

এক বছরে জীবনযাত্রার ব্যয় ১৭ ভাগ ও দ্রব্যমূল্য ১৯ ভাগ বেড়েছে

গত এক বছরে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৯ ভাগ। আর বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধির হার ২১ শতাংশ। বার্ষিক জীবন যাত্রার ব্যয় ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই হার গত কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। 'কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ক্যাব)-এর ২০০৭ সালের জীবন যাত্রার ব্যয় ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ক্যাবের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বন্যা ঘূর্ণিঝড়সহ নানা দুর্যোগ দুর্বিপাকের কারণে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটাই আজ হুমকির সম্মুখীন। এতে বলা হয়েছে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই পণ্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করলেও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একশ্রেণীর ব্যবসায়ী সিন্ডিকেশনের কারণে তা সম্ভব হয়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায়, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে মানুষের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির আতঙ্ক বেড়েই চলেছে।

ক্যাবের হিসাবে ২০০৬ সালে জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়েছিল প্রায় সাড়ে ১৩ ভাগ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ১৫ শতাংশ। আর বাড়ী ভাড়া বেড়েছিল প্রায় ১৪ ভাগ। সংগৃহীত বাজার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০৭ সালে চালের দাম বেড়েছে ৩৫ শতাংশ, আটা ৫৬ শতাংশ, তেল ৬৩ শতাংশ, মসলা ৩০ শতাংশ, ডাল ২৬ শতাংশ, শাকসবজি ২৬ শতাংশ, গোশত ১৫ শতাংশ এবং মাছ ১২ শতাংশ। জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে প্রায় ২২ শতাংশ, বিদ্যুৎ-পানি ৬ শতাংশ। তবে চিনি ও গুড়ের দাম প্রায় ৬ ভাগ কমেছে।

সাকা হাফং বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়

বান্দরবানের থানচির 'সাকা হাফং' বা 'পুবের চূড়া' কেওক্রাডং ও তাজিংডং থেকে উঁচু বলে দাবী করছেন একদল তরুণ অভিযাত্রী। সম্প্রতি তারা এ পাহাড়ে আরোহণ করে প্রমাণ করেছেন এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। বম আদিবাসীদের কাছে এটি 'ক্লাংময়' নামে পরিচিত, যার অর্থ সুন্দর পাহাড়। 'নেচার এডভেঞ্চার ক্লাবে'র ৬ জন তরুণ সম্প্রতি দুর্গম ঐ পাহাড়ের শীর্ষে উঠে উচ্চতা মেপে এ তথ্য জানিয়েছেন। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) যন্ত্রের মাধ্যমে এ উচ্চতা প্রমাণ করা হয়েছে বলে তারা দাবী করেন। এ যন্ত্রের একুরেসি ছিল ৩ মিটার। কেওক্রাডংয়ের উচ্চতা ৩ হাযার ১৭২ ফুট। সাকা হাফংয়ের উপরে উঠে দেখা গেছে এখানের উচ্চতা ৩ হাযার ৪৮৮ ফুট। কেওক্রাডং পাহাড় থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে এ পাহাড়ের অবস্থান। ঘন বাঁশ বনে ঘেরা এ পাহাড়। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ অভিযাত্রী জিন জে ফুলের এ পাহাড়ে প্রথম আরোহণ করেন।

২০০৭ সালে সারাদেশে খুন ২৫৫৩, ধর্ষিত ১২৫ জন

গত বছর সারাদেশে ২৫৫৩ জন খুন হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১২৫ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৬২ জনকে। সাংবাদিক নিহত হয়েছে ৩ জন। নির্যাতনে আহত হয়েছে ৬৩ জন সাংবাদিক। চিকিৎসকের অবহেলায় মৃত্যু হয়েছে ২৪ জনের। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের এক জরিপে এসব তথ্য জানা গেছে। জরিপে বলা হয়, ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২ হাযার ৫শ' ৫৩টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বছরের শেষের দিকে শুধু ডিসেম্বর মাসেই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ১৯৬টি। হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সামাজিক সহিংসতার কারণে খুন হয়েছে ২ হাযার ১৯ জন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত হয়েছে ১৪৮ জন। যৌতুকের কারণে খুন হয়েছে ১১১ জন। রাজনৈতিক হত্যার শিকার হয়েছে ৩৮ জন। সীমান্ত এলাকায় নিহত হয়েছে ৭৯ জন। জরিপে আরো বলা হয়েছে, গত বছর জেল হাজতে মৃত্যু হয়েছে ৪৯ জনের। পাচারের শিকার হয়েছে ৭৭ জন। এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে ৬ জন।

যত্রতত্র কোচিং সেন্টার ও স্কুল গড়ে ওঠার সুযোগ বন্ধ হচ্ছে

আগামীতে যত্রতত্র কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল স্কুল গড়ে ওঠার সুযোগ থাকছে না। সিটি কর্পোরেশনের রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোচিং বা টিউটোরিয়াল ইনস্টিটিউট চালু করা যাবে না। স্থানীয় সরকার গতিশীল ও শক্তিশালীকরণে বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে এমন সুপারিশের সঙ্গে একমত জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ জারী হ'লে বিদ্যমান সব কোচিং সেন্টার ও টিউটোরিয়াল স্কুলকে সিটি কর্পোরেশনের নিবন্ধন নিতে হবে।

সুপারিশে বলা হয়েছে, টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধনকরণ- এ অধ্যাদেশ কার্যকর হবার তারিখে বা তারপর কর্পোরেশন এলাকায় কর্পোরেশনের রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া বেসরকারীভাবে বা ব্যক্তিগত পরিচালনায় কোন টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করা যাবে না। রেজিষ্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে মেয়র বরাবর আবেদন করতে হবে। কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় তদন্ত করে সন্তোষজনক বিবেচিত হ'লে কর্পোরেশন সভার অনুমোদনক্রমে স্কুল বা কোচিং সেন্টার নিবন্ধন করা যাবে। তবে যে কোন সরকারী সম্পত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এ ধরনের টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করার আবেদন করলে তা নিবন্ধন করা হবে না।

বিশ্বব্যাংকের শীর্ষ দশ আলোচিত ঘটনার তালিকায় বাংলাদেশের ওয়ান ইলেভেন

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ শান্ত দেবরাজন দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ দশটি আলোচিত ঘটনার তালিকায় বাংলাদেশের ১/১১ (ওয়ান ইলেভেন) বা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে শীর্ষ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো নিহত হওয়ার ঘটনাকে রাখা হয়েছে ৮ম স্থানে। দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার জন্য এই দশটি ঘটনাকে দায়ী করেছেন শান্ত দেবরাজন। বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটের 'এন্ড (end) পোভার্টি ইন সাউথ এশিয়া' ব্লগে তিনি এই তালিকা প্রকাশ করেছেন। তালিকার প্রথমে বাংলাদেশের ১১ জানুয়ারী সম্পর্কে বলা হয়েছে, নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রশাসন এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কর্মসূচী শুরু হয়। এপ্রিলে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের ঘটনাকে ৩য় এবং ৪র্থ নম্বরে রয়েছে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ কর্তৃক সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বরখাস্তের প্রতিবাদে দেশব্যাপী নযীরবিহীন বিক্ষোভ। মে মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশে মায়াবতী মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা ৫ম, জুলাই-আগষ্টে বাংলাদেশ, ভারতের উত্তর এলাকা এবং নেপালে ভয়াবহ বন্যায় প্রায় ২ হাযার মানুষের প্রাণহানি ৬ষ্ঠ এবং ৭ম স্থানে আছে নভেম্বরে বাংলাদেশে প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন সিডরের আঘাত, নবম স্থানে রয়েছে নেপালে মাওবাদীসহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে নতুন সরকারের যাত্রা এবং সবার শেষে আছে শ্রীলংকায় মানবাধিকার লংঘন ও মূল্যস্ফীতির হার ২০ শতাংশে উন্নীত হওয়াসহ দেশের সংঘাতমুখর পরিস্থিতি।

বাংলাদেশ থেকে আরো জনশক্তি নেবে কাতার

বাংলাদেশ থেকে অধিক সংখ্যক জনশক্তি বিশেষ করে দক্ষ শ্রমিক পাঠানোর ব্যাপারে কাতার এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই প্রটোকল স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে কাতারে জনশক্তি রফতানীর ব্যাপারে ১৯৮৮ সালে দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিরই সম্প্রসারণ হ'ল। গত ৬ জানুয়ারী রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় কাতারের শ্রম ও সামাজিক বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ সুলতান বিন হাসান আস-সাবিত আদ-দসারী এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমাদ চৌধুরী দুই দেশের পক্ষে প্রটোকল স্বাক্ষর করেন। প্রটোকল স্বাক্ষর শেষে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে কাতারের মন্ত্রী জানান, দক্ষ জনশক্তি নেয়ার ক্ষেত্রে কাতারের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক, বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী এবং আইটি বিশেষজ্ঞদের ব্যাপারে তারা আগ্রহী বেশী। উল্লেখ্য, বর্তমানে কাতারে প্রায় ৭০ হাযার বাংলাদেশী শ্রমিক কাজ করছে। এর মধ্যে গত বছরই ১৫ হাযার শ্রমিক কাজ নিয়ে কাতারে গিয়েছে।

বিদেশ

আমেরিকায় প্রতি ১৩ সেকেন্ডে বাড়ছে মানুষ

আমেরিকার বর্তমান জনসংখ্যা ৩০ কোটি ৩১ লাখ ৪৬ হাযার ২৮৪ জন। গত বছরের তুলনায় এ হার ২৮ লাখ ৪২ হাযার ১০৩ জন বেশী। বার্ষিক বৃদ্ধির হার হচ্ছে ০.৯%। যুক্তরাষ্ট্র সেনসাস ব্যুরোর মহাপরিচালক ডঃ খন্দকার মনছূর বার্তা সংস্থা এনাকে এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নতুন বছরে প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন করে শিশুর জন্ম হবে এবং মারা যাবে প্রতি ১১ সেকেন্ডে একজন করে আমেরিকান। একইভাবে প্রতি ৩০ সেকেন্ডে আমেরিকার জনসংখ্যায় যোগ হবে একজন করে ইমিগ্র্যান্ট। ফলে সামগ্রিক অর্থে প্রতি ১৩ সেকেন্ডে আমেরিকার জনসংখ্যা বাড়বে একজন করে।

জন্মহার কমছে জাপানে

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত দেশ জাপান পড়েছে জনসংখ্যা স্বল্পতার সংকটে। ১ জানুয়ারী সরকারী এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৭ সালে আশানুরূপ শিশুর জন্ম হয়নি জাপানে। দেশের জন্মহার আর মৃত্যুহার হিসাব করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালের চেয়ে ২০০৭ সালে শিশুর সংখ্যা ৩০০০ কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯০ হাযারে। এই অবস্থাটা জাপানীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ জন্মহার কমে গেলে দেশের কর্মশক্তিও কমে যাবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। অপরদিকে বয়োবৃদ্ধদের সংখ্যা বেড়ে পেনশন খাতে ব্যয় বেড়ে যাবে। ফলে অর্থনীতি আরো দুর্বল হয়ে পড়বে।

বুশকে ইমপিচ করার দাবী

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেক চেনির বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের দাবী তুলেছেন সে দেশের সাবেক একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। সাবেক কংগ্রেসম্যান ও সিনেটর জর্জ ম্যাকগভার্ন বলেন, যে অপরাধের কারণে সাবেক প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট আনা হয়েছিল, বুশের বিরুদ্ধে তা আনার জন্য তার চেয়ে বড় কারণ রয়েছে। ম্যাকগভার্ন ১৯৭২ সালে রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড নিক্সনের বিপক্ষে ডেমোক্রেট প্রার্থী হিসাবে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গিয়েছিলেন। রিচার্ড নিক্সন প্রেসিডেন্ট হ'লেও পরে ১৯৭৪ সালে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে ইমপিচমেন্টের কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ম্যাকগভার্ন বুশ এবং চেনিকে বিশ্বময় অরাজকতা সৃষ্টি ও শান্তি বিনাশের জন্য দায়ী করেছেন। তার মতে, দু'জন মিলে যা করছে, তাতে তাদের অসংখ্যবার ইমপিচ করা যায়। তিনি বলেন, পৃথিবীতে আমাদের কোন সত্যিকারের শুভার্থী নেই। দুনিয়ার মানুষ আমাদের একবিন্দুও বিশ্বাস করে না। ইরাক নিয়ে নোংরা নাটক মঞ্চস্থ করেছেন বুশ ও তার সাঙ্গাত চেনি। যেসব অস্ত্রশস্ত্র আছে বলে বারবার বলা হয়েছিল, তার ছিটেফোঁটাও ইরাকে পাওয়া যায়নি। এর চেয়ে বড় নৈতিক পরাজয় আমেরিকার জন্য আর কী হ'তে পারে? বুশের যদি সামান্যতম আত্মসম্মান থাকত, তাহ'লে ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে অনেক আগেই তার পদত্যাগ করার কথা।

ইরাকে ২০০৭ সালে মার্কিন সৈন্য হতাহত সবচেয়ে বেশী

২০০৭ সালে ইরাকে মার্কিন সৈন্য হতাহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। পেন্টাগনের হিসাব মতে, ২০০৭ সালে অন্তত ৮৯৬ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। এর আগে ২০০৪ সাল ছিল সবচেয়ে বেশী হতাহতের বছর। ঐ বছর মোট মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে ৮৪৬ জন। গত বছরের মে মাসে ইরাকে ১২৬ জন সৈন্য নিহত হবার পর প্রতি মাসেই হতাহতের সংখ্যা কমে আসছিল। ডিসেম্বরে এসে মাত্র ২০ মার্কিন সৈন্য প্রাণ হারায়, যা ২০০৪ সালের পর সর্বনিম্ন। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর এ পর্যন্ত সেখানে ৩ হাযার ৯০১ জন আমেরিকান সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে।

বিনা বিচারে জেলে ৫০ বছর

বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে লোকটি। মাথায় ধবধবে সাদা চুল। এখন চোখেও খুব একটা ভাল দেখতে পান না। বয়স পাক্কা ৮০ বছর। দীর্ঘ ৫০ বছর পর সম্প্রতি তিনি কলম্বোর কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। এত দিন তিনি বিনা বিচারে ঐ কারাগারেই কাটিয়েছেন। তাঁর নাম ডিপি জেমস। ডিপি জেমসের বাড়ী শ্রীলঙ্কার ইববাগামুওয়া গ্রামে। কলম্বো থেকে গ্রামটি ১০০ কিলোমিটার দূরে। তখন তরুন জেমসের বয়স সবে ৩০ বছর হয়েছে। উত্তেজনার বলে একদিন বাবাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে বসেন। সময়টা ছিল ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাস। খবর পেয়ে পুলিশ এসে জেমসকে ধরে জেলে পাঠায়। মানসিক রোগী ভেবে একসময় তাঁকে মানসিক চিকিৎসকের কাছেও নেওয়া হয়। পরে আবার জেলে। এরপর দিন গড়িয়ে মাস যায়, মাস গড়িয়ে কাটে বছর; এরপর কয়েকটা যুগ কেটে যায়। কিন্তু জেমসের বিচার আঁধারেই পড়ে থাকে।

জেমস সম্প্রতি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলম্বোর একটি হাসপাতালে ভর্তি করাতে গিয়ে জেমসের নথিপত্রের খোঁজ পড়ে। কালের ধুলো সরাতেই বেরিয়ে পড়ে অজানা কাহিনী। এতদিন এই মানুষটিকে যে স্রেফ বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছিল। এবার নড়েচড়ে বসেন বিচার বিভাগ আর বিচারক। বিচারক একে 'দুঃখজনক ঘটনা' বলে জেমসের কাছে ক্ষমা চান এবং তাঁকে ছেড়ে দেন।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে গত বছর সাড়ে ৬ হাযার লোক নিহত

আফগানিস্তানে গত বছর রেকর্ড সংখ্যক ১১০ মার্কিন সৈন্যসহ সাড়ে ৬ হাযারেরও বেশী বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। এছাড়া তালেবান মারা গেছে প্রায় সাড়ে ৪ হাযার। হতাহতের এই সংখ্যা এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি জানায়। ২০০৭ সালে বিদেশী সৈন্যদের মধ্যে নিহত হয় ব্রিটেনের ৪১ জন, কানাডার ৩০ ও অন্যান্য দেশের সর্বমোট ৪০ জন সৈন্য। পশ্চিমা ও আফগান কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এপি এই পরিসংখ্যান করেছে বলে সংস্থাটি জানায়। ২০০১ সালে মার্কিন আগ্রাসনের ৬ বছর পর আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের সোয়াত উপত্যকা বিশেষত হেলমান্দ, উরুগজান ও কান্দাহার প্রদেশ যেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে এসব এলাকায় সহিংসতার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। এছাড়া কাবুলের দক্ষিণের ওয়ারদক প্রদেশে ২০০৭ সালে অতর্কিত তালিবান হামলায় ৯২৫ জনেরও বেশী পুলিশ নিহত হয়।

গত বছর মোগাদিসুতে ৬৫০১ বেসামরিক লোক নিহত

সোমালিয়ায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক সংঘাত চলছে। এই সংঘাত এক সময়ে গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। সোমালিয়াবাসী সেই মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে আজো মুক্তি পায়নি। গত ১ জানুয়ারী সোমালিয়ার একটি মানবাধিকার সংস্থা জানিয়েছে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে গত বছর কমপক্ষে ৬ হাযার ৫শ' ১ জন বেসামরিক লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। শুধু তাই নয়, মোগাদিসু থেকে ঘরবাড়ী ছেড়ে প্রাণভয়ে নিরাপদ স্থানে কিংবা প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিয়েছে আরো ১৫ লাখ সোমালীয় নাগরিক।

ইরাকে গত বছর নিহত হয়েছে ২৪ হাযার বেসামরিক লোক

ইরাকে দখলদার মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের লড়াই অব্যাহত রয়েছে। এই লড়াইয়ে এ পর্যন্ত লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে। ২০০৭ সালে শুধুমাত্র নিরীহ ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষই নিহত হয়েছে ২৪,০০০ জন। নিরপেক্ষ গোষ্ঠী 'ইরাক বডি কাউন্ট' এ কথা জানিয়েছে। সংস্থাটি আরো জানায়, সংবাদ মাধ্যম, মর্গ, হাসপাতাল, বেসরকারী গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রাণহানির সংখ্যার মধ্যে সমন্বয়সাধন করে এই প্রাণহানির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০৬ সালে বেসামরিক লোকজনের নিহতের সংখ্যার চেয়ে এ সংখ্যা বেশী। ইরাক বডি কাউন্ট সেদেশের অধিকাংশ স্থানে নিরাপত্তা পরিস্থিতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলেছে, ২৪ হাযার বেসামরিক লোক, তাদের পরিবারবর্গ এবং বন্ধুবান্ধব এ মর্মান্তিক ও অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়েছে। গ্রুপটির পরিসংখ্যান মতে, ২০০৩ সালে ইরাক আগ্রাসনের পর থেকে ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ে ৮১,১৭৪ জন থেকে ৮৮,৫৮৫ জন বেসামরিক ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে।

পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাস করে না

পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষই তাদের দেশকে গণতান্ত্রিক ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায়। তারা যুক্তরাষ্ট্রকে এবং দেশটির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইকে বিশ্বাস করে না। মার্কিন শান্তি ইনষ্টিটিউট ইউএসআইপির অর্থায়নে পাকিস্তানে পরিচালিত এক জনমত জরিপে বলা হয়, পশ্চিমাপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ কোন বড় উপগ্রুপ পাকিস্তানে নেই। মানুষ আরো ইসলাম চায়। তারা মনে করে লোকজন পর্যাপ্ত ধর্মভীরু নয় এবং দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ পর্যাপ্ত পালন করা হচ্ছে না। এই জনমত চালানো হয়েছিল প্রেসিডেন্ট মোশাররফের ৬ সপ্তাহের যরূরী অবস্থা জারীর আগে এবং বেনজীর ভুট্টো হত্যার পূর্বে।

গত ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত পাকিস্তানের ১৯টি যেলায় ৯০৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর পরিচালিত এই জরিপে বলা হয়, দেশের ৬০ শতাংশ লোকই মনে করে যে, দেশের আইনের ক্ষেত্রে ইসলামভিত্তিক শরী'আ আইনের বৃহত্তর ভূমিকা থাকা উচিত। ইউএসআইপি'র পক্ষে জরিপ চালায় মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত বেসরকারী সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড পাবলিক ওপিনিয়ন অর্গানাইজেশন'।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

বিশিষ্ট লেখক রফীক আহমাদ প্রণীত **'সৃষ্টির সন্ধানে'** বইটি বের হয়েছে। বইটিতে পবিত্র কুরআনের আলোকে সৃষ্টির রহস্য, সৃষ্টির কর্তব্য, সৃষ্টির স্থিতিকাল ও সৃষ্টির পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। এতে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন মাজীদে উল্লিখিত বর্ণনাগুলি একত্রিত করে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষকে সম্যক ধারণা দেওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। বইটি সকলের সংগ্রহে রাখার মত একটি চমৎকার সংকলন। বইটির মূল্য ১২০/= (একশত বিশ) টাকা মাত্র।

প্রকাশের পথেঃ (১) অসীম সত্তার আহ্বান।
(২) শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত।

প্রাপ্তিস্থান

১। তাওহীদ কম্পিউটার্স, ৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
২। মাসিক আত-তাহরীক অফিস, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
৩। রফীক আহমাদ, গ্রামঃ কৃষ্টাচাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।
৪। ডাঃ এনামুল হক্ব, কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পাসওয়ার্ড নিয়ন্ত্রিত সিকিউরিটি সিস্টেম উদ্ভাবন

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) শিক্ষার্থীরা রোবট তৈরীর পর এবার পাসওয়ার্ড নিয়ন্ত্রিত সিকিউরিটি সিস্টেম উদ্ভাবন করেছে, যার ইংরেজী নামকরণ করা হয়েছে 'পাসওয়ার্ড প্রটেকটেড সিকিউরিটি সিস্টেম'। কুয়েটের তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক কৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী তন্ময় কুমার সাহা ও সাফিউল আযীম সার্কিটটি আবিষ্কার করেছেন। এটি ব্যবহারের ফলে বাসা, মার্কেট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব বলে উদ্ভাবকরা আশা করছেন।

সার্কিটটি ঘরের দরজা থেকে শুরু করে ব্যাংক, শপিংমল ও শিল্প কারখানাসহ এরূপ সব প্রতিষ্ঠানের যে কোন গেটের লক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে কোন চাবির প্রয়োজন হবে না। শুধু পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে সিষ্টেমটি কাজ করবে। ব্যবহারকারী যেকোন সময় ইচ্ছেমত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারবেন। তাছাড়া পাসওয়ার্ডটি এক ডিজিট থেকে শুরু করে যে কোন সংখ্যার ডিজিটবিশিষ্ট হতে পারে। সিষ্টেমটির গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এতে মাল্টি পাসওয়ার্ডও ব্যবহার করা সম্ভব। অর্থাৎ যদি একটি অফিসে ১০ জন বা তার চেয়ে বেশী সদস্য থাকে তাহ'লে প্রত্যেক সদস্যই ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে একই লক খুলতে পারবেন। আবার প্রয়োজনে সবাই একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু বহিরাগত কেউ পাসওয়ার্ড ব্রেক করার চেষ্টা করলে দু'বার চেষ্টা করার পর থেকে সিষ্টেমটি স্পিকারের মাধ্যমে সিগন্যাল পাঠাবে। এরপর যতবারই সে চেষ্টা করুক না কেন ততবারই স্পিকার বাজতে থাকবে। এতে করে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার কোন ঘাটতি থাকবে না এবং ভুল পাসওয়ার্ড দেয়া ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে। সার্কিটটির আর একটি প্রধান কাজ হ'ল, এর সাহায্যে যে কোন ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রিক সিষ্টেমকে পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে লক করা সম্ভব। উল্লেখ্য, সার্কিটটি তৈরী করতে মাত্র ৫০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

নতুন নক্ষত্রের সন্ধান লাভ

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে ১শ' ৮০ আলোকবর্ষ দূরে একটি নতুন নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন। তাতে এমন প্রমাণ লক্ষ্য করা গেছে যে, নক্ষত্রের জন্ম থেকেই মাত্র কয়েক লক্ষ বছর পর একটি গ্রহের উৎপত্তি হতে পারে। এটি মহাজাগতিক সময় সম্পর্কেও ধারণা দেবে। জার্মানীর হাইডেলবার্গে ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইন্সটিটিউটের ইন্দোনেশীয় বংশোদ্ভূত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জলি সেটিয়াওয়ান-এর নেতৃত্বে একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী বৃহস্পতির চেয়ে সাড়ে পাঁচ থেকে প্রায় তেরগুণ বড় একটি গ্যাসলোকের সন্ধান পেয়েছেন যেটি অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নক্ষত্রের ধূলিকণার চাকতির চারপাশ প্রদক্ষিণ করছে। প্রায় তিন লক্ষ ৭৫ হাযার মাইল দূরে থেকে ঐ তারকার চারপাশ প্রদক্ষিণ করতে তার সময় লাগছে পৃথিবীর দিনের প্রায় সাড়ে তিন দিন। নতুন ঐ নক্ষত্রটি থেকে প্রাপ্ত লাইট আভাস দিচ্ছে তার বয়স মাত্র আশি লক্ষ থেকে এক কোটি বছর।

ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের জন্য তারহীন চার্জার

মোবাইল ফোন, এমপি-থ্রি প্লেয়ার, পিডিএ, ডিজিটাল ক্যামেরা, ল্যাপটপ কম্পিউটার ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হ'ল একটানা ব্যাটারি বেশিক্ষণ চলতে পারে না। একেক যন্ত্রের চার্জার একেক ধরনের হওয়ায় ব্যাটারি চার্জ করাটাও ঝামেলার। আর ভ্রমণের সময় এটি বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্যা সমাধানে মার্কিন একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'ওয়াইল্ড চার্জ' নামে একটি চার্জার তৈরী করেছে। এটি দিয়ে কোনরকম তার ছাড়াই বিভিন্ন মোবাইল ফোন চার্জ দেওয়া যায়। এটি কাগজের পৃষ্ঠার মতো লোহার পাতলা পাত, যার উপরের অংশে এক বা একাধিক মুঠোফোন রাখা হ'লে সেটি আপনাআপনি চার্জ হয়ে যায়। বেশ কিছুদিন ধরে জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এ ধরনের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। প্লাষ্টিকের পাতে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র স্থাপন করে ইনডাকটিং কাপলিংয়ের সাহায্যে এক ধরনের চার্জার তৈরী করেছে তারা। কয়েলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হ'লে এর মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরী হয়। এ চৌম্বক ক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থিত ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে চার্জ হ'তে থাকে।

চালক ছাড়া চলবে গাড়ি

১০ বছর পর আমেরিকার রাস্তায় চালক ছাড়াই গাড়ি চলবে। এ ঘোষণা দিয়েছে জেনারেল মটরস কর্পোরেশন। মিশিগানভিত্তিক এই কোম্পানী জানিয়েছে, এমন একটি গাড়ি তারা তৈরী করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন যা চালক ছাড়াই গন্তব্যে যেতে পারবে এবং নিরাপদে পার্কিংও করতে পারবে। এ গাড়ি স্বল্প এবং অনেক দূর পর্যন্ত চলাচলে সক্ষম হবে। লাসভেগাসে আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রনিক্স শোতে জেনারেল মটরস এর প্রধান নির্বাহী রিক ওয়াগনার এ তথ্য জানিয়েছেন। জিএম-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট (গবেষণা-উন্নয়ন) ল্যারি বার্নস বলেছেন, এটা বিজ্ঞানের সাথে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার নয়, সংঘাতও নয়। এটা স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়ার অংশ। মানুষ ছাড়াই যদি গাড়ি গন্তব্যে পৌঁছতে পারে তাহ'লে সেই কর্মশক্তিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হবে। মেশিনের সাহায্যে তথা রিমোট কন্ট্রোলে গাড়ি চলাচল করতে পারলে দুর্ঘটনার আশংকা অনেকটা কমবে।

অচল হৃৎপিণ্ড সচল!

মরা ইঁদুরের দেহ থেকে হৃৎপিণ্ড খুলে নিয়ে গবেষণাগারে আবার তা সচল করতে সক্ষম হয়েছেন মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। তারা বলছেন, মৃত হৃৎপিণ্ডকে 'স্পন্দনশীল' করার এ সাফল্য বিজ্ঞানীদের একদিন মানবদেহে প্রতিস্থাপন উপযোগী অঙ্গ আবিষ্কারের দিকে নিয়ে যাবে। ১৩ জানুয়ারী 'নেচার মেডিসিন' সাময়িকী এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গবেষণায় নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেমোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর কার্ডিওভাসকুলার রিপেয়ারের বিজ্ঞানী ডরিস টেইলর। সাময়িকীটি জানায়, এ গবেষণার একটি অন্যতম দিক হ'ল এতে মানবশরীরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত 'স্টেমসেল' ব্যবহার করা হয়েছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

গোপালপুর, টাংগাইল ২৫ নভেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর টাংগাইল যেলার গোপালপুর থানার অন্তর্গত ভাদুরীরচর ইসলামিয়া হাফিযিয়া মাদরাসার উদ্যোগে ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাংগাইল সাংগঠনিক যেলার সার্বিক সহযোগিতায় উক্ত মাদরাসা ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুরহাট সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও পূবালী ব্যাংক ঢাকা মতিঝিল শাখার এ.জি.এম. আবু সাঈদ ছিদ্দীকী। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি ও জামতৈল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা আলমগীর হোসাইন, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ মাদানী, বল্লা মাদরাসার প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, পিরোজপুর থেকে আগত মাওলানা মুহাম্মাদ গনী সাঈদী প্রমুখ।

দিনাজপুর পূর্ব ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর সোম ও মঙ্গলবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ও এস,আর কাঁঠাল পাড়া ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় কাঁঠালপাড়া দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ২ দিন ব্যাপী এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অত্র এলাকার প্রবীণ আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুন নূর বিন ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কে.এইচ.এম. মেমোরিয়াল হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মুহাম্মাদ মশীউর রহমান খন্দকার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, ৮ নং মাহমূদপুর ইউপি চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ নাজমুল হক মন্ডল ও দিনাজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহাব শাহ। উক্ত সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা), আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) ও নারায়ণগঞ্জের বিআইটি জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হোসাইন দৌলতপুরী প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ ২৬ ডিসেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার কাজীপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় চড়াইতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' -এর সহ-সভাপতি জনাব শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুর্তযা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল হান্নান ও মাওলানা সোহেল বিন আকবর প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

রশিদপুর, সিরাজগঞ্জ ২২ ডিসেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রশিদপুর এলাকার উদ্যোগে রশিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন জনাব আশরাফুল আলম-এর বাসভবনে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র এলাকা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা সিরাজুল ইসলাম হারান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সদস্য জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও 'আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা ইবরাহীম বিন রইসুদ্দীন (বগুড়া), রশিদপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও 'আন্দোলন'-এর সদস্য মাওলানা মুয্যাম্মিল হক, আলহাজ্জ মুহাম্মাদ বাহারুদ্দীন আকন্দ, মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান ও মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক প্রমুখ।

শরীফপুর, গাযীপুর ৪ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার শরীফপুর এলাকার উদ্যোগে শরীফপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আলাউদ্দীন সরকার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন ও অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

মির্জাপুর, টাংগাইল ৪ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাংগাইল যেলার মির্জাপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় আজগানা মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ নতুন জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সভাপতি জনাব ইবরাহীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত

তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় গাবতলী নামপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আবুল হোসাইন ও আজগানা জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা তরুন মাহমূদ প্রমুখ।

পাবনা ৯ই জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার যৌথ উদ্যোগে খয়েরসূতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শিরিন বিশ্বাস, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মিনহাজুদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সারওয়ার হোসাইন প্রমুখ।

পাংশা, রাজবাড়ী ৯ই জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে পাংশা থানাধীন সত্যজিতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুর রউফ ও 'আন্দোলন'-এর কর্মী জনাব মাস'ঊদ প্রমুখ।

যুবসংঘ

ইসলামী সম্মেলন

ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট ২৪ ডিসেম্বর সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ক্ষেতলাল উপযেলার উদ্যোগে দাশড়া মাঠে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবুল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। দ্বিতীয় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্জ মাওলানা নু'মান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর অনুমোদিত কর্মী আব্দুল মান্নান, ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আকরাম হোসাইন প্রমুখ।

প্রধান বক্তা স্বীয় বক্তব্যে বলেন, শরী'আতের নামে প্রচলিত জাল ও যঈফ হাদীছ, কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা, শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কার ও বিধর্মীদের অপসংস্কৃতি এই চারটি বিষয় ইসলামী আদর্শের ক্ষতি সাধনে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলেন, বিশ্বের বর্তমান অশান্তি নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পেতে চাইলে উপরোক্ত বস্তাপচা উপাদানগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সার্বিক জীবনে যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর যুগের পুনরায় আবির্ভাব ঘটবে।

সাপাহার, নওগাঁ ১১ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর সাপাহার পাতাড়ী এলাকার উদ্যোগে পাতাড়ী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ রিযওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পোরশা নিতপুর ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক আলহাজ মাওলানা নু'মান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলমুডাঙ্গা মাদরাসার শিক্ষক ক্বারী লুৎফর রহমান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার জেকে বসেছে। ফলে মানুষের ঈমান, আক্বীদা ও আমলে ধস নেমেছে। আহলেহাদীছ আন্দোলন সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। এই আন্দোলন মানুষকে সামাজে প্রচলিত রসম-রেওয়ায পরিত্যাগ করে ছহীহ সুন্নাহর প্রতি আমল করার আহ্বান জানায়।

আলাদিপুর, সাপাহার, নওগাঁ ২২ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব আলাদিপুর দারুল হুদা সালাফিয়া মাদরাসা ও মসজিদ কমিটির উদ্যোগে উক্ত মাদরাসা ময়দানে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জালসায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলার পবা নওহাটা নামোপাড়া মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আবুবকর ও পোরশা নিতপুর ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক আলহাজ্জ মাওলানা নু'মান। আলাদিপুর মাদরাসার সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব হাটহাযারীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত উক্ত জালসায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব লালবাগী, রামাযান আলী, লুৎফর রহমান, জারজীস আহমাদ, ক্বারী মুয্যাম্মিল হক্ব প্রমুখ।

'সমাজ সংস্কার' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন বলেন, সমাজ সংস্কার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু প্রতিদান ও মর্যাদার দিক থেকে তা সর্বোচ্চ। কারণ আল্লাহ প্রেরিত স্বচ্ছ বিধানের উপর যুগে যুগে পতিত হয় বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা। আর তা পরিস্কার করে সঠিকভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরাই হ'ল সমাজ সংস্কার। বাপ-দাদার দোহাই, পূর্ববর্তী আলেমদের উদ্ধৃতি, বর্তমানের স্বার্থান্বেষী আলেমদের কারসাজি, খুটিনাটি বিষয় বলে তাচ্ছিল্য এগুলোই হ'ল সমাজ সংস্কারের পথে বাধা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ও মাঝেমধ্যে ভুল হয়েছে, চার খলীফা সহ শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীগণেরও ভুল হয়েছে। তবে তারা জানার সাথে সাথে তাঁদের ভুলগুলি শুধরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের আলেমদের ভুল হ'লে তারা তা সংশোধন করতে চান না।

কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উছূলে শাশী, নূরুল আনওয়ার, হেদায়া, কুদূরী প্রভৃতি গ্রন্থের হাদীছ বিরোধী চিত্র তুলে ধরেন এবং তাফসীরে জালালাইন, কাশশাফ, বায়যাভী, রূহুল বায়ান, রুহুল মা'আনী প্রভৃতি তাফসীরের আক্বীদা বিরোধী চিত্রও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্বার্থপর আলেমরা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে শিরক-বিদ'আতের ভুল ব্যাখ্যা করে এর ভ্রান্ত বীজ সমাজে বপন করে রেখেছে। আর তাদের জন্যই সমাজে ছহীহ দাওয়াতের কাজ ব্যাহত হয়। তিনি বলেন, সমাজে রাসূলের চাচা আবু তালেব মার্কা কিছু লোক থাকবে যাদেরকে মহা সত্যের বাণীগুলো খাওয়ালেও তারা সুস্থ হবে না; বরং তারা যগাখিচুড়ী মার্কা নোংরা আক্বীদা ও আমলের ফাঁদে পড়েই একদিন বিদায় নিবে। তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

কমিটি গঠন

ঢাকা কলেজ, ১৫ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর ঢাকা কলেজ মাঠে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র অনুমোদিত কর্মী ও ঢাকা কলেজের ছাত্র আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। উক্ত বৈঠকে মুহাম্মাদ আহসানুর রকীবকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীরকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা কলেজ শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলা কলেজ, ঢাকা ১৫ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় ঢাকার মিরপুরস্থ বাংলা কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের উদ্যোগে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘের কর্মী ও ঢাকা কলেজের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বৈঠকে মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে আহ্বায়ক ও মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলামকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাবির উদ্যোগে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। সমাবেশ শেষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র অনুমোদিত কর্মী ও ঢাবির ছাত্র হুসাইন আল-মাহমূদকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ রেযাউল করীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সমাবেশের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ।

ছাত্র সমাবেশ

বংশাল, ঢাকা ১৮ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয় বংশালে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস। সমাবেশে কেন্দ্রীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' -এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হুসাইন, মুহাম্মাদ আবুল কালাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হুসাইন আল-মাহমূদ, সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম, ঢাকা কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর, বাংলা কলেজ শাখার আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। ছাত্রদের মধ্য থেকে আরও বক্তব্য রাখেন হাফেয হাফীযুর রহমান, খোবায়েব, যিল্লুর রহমান, শাহাদত হোসায়েন, রায়হানুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয হাফীযুর রহমান এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুল্লাহ আল-জাহিদ। সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ঢাকা কলেজ, বাংলা কলেজ, জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য কলেজ ও মাদরাসা সহ মোট ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

উক্ত ছাত্র সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম, যা রাসূলের যুগ হ'তে আজ অবধি চলে আসছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে ইনশাআল্লাহ। তরুণ ছাত্র ও যুবকদের মাঝে আহলেহাদীছ আন্দোলনের চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যেই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ১৯৭৮ সাল থেকে সাংগঠনিকভাবে কাজ করে আসছে। বিশ্বব্যাপী একদিকে চলছে মানব রচিত বস্তুবাদী দর্শন, যা মানুষকে কুফুরীর দিকে ধাবিত করছে। অন্যদিকে চলছে ইসলামের নামে অসংখ্য তরীকা ও মাযহাবের ঈমান ও আক্বীদা হরণ করার আগ্রাসন, যা মুসলিম উম্মাহকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। আহলেহাদীছ আন্দোলন উভয় প্রকার পাতানো ফাঁদ থেকে মানবতাকে মুক্ত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চির কল্যাণের পথে সমবেত করতে চায়। যাতে রয়েছে ইহ ও পরকালীন মুক্তির ফল্গুধারা। আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান স্মরণ করিয়ে দিয়ে বক্তাগণ বলেন, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে বালাকোট, পেশোয়ার, বাঁশের কেল্লা, আন্দামান, সিত্তানা আহলেহাদীছদের মাধ্যমে গড়া ঐতিহাসিক স্তম্ভ। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে আহলেহাদীছদের অবিস্মরণীয় অবদান। সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারের গ্রেফতারের নিন্দা জানানো হয় এবং তার উপরে আরোপিত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে অনতিবিলম্বে তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দানের জোর দাবী জানানো হয়।

মতবিনিময় সভা

কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৮ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বর্তমান ও সাবেক দায়িত্বশীল এবং কর্মীবৃন্দ।

সভায় বক্তাগণ আসন্ন তাবলীগী ইজতেমা '০৮ এবং আগামী ৭ মার্চ'০৮ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য 'যুবসংঘ'-এর কর্মী ও কাউন্সিল পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তাগণ বলেন, আজকের যুবকরাই 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলন'-এর ভবিষ্যত কর্ণধার। সুতরাং যুবকদেরকে যোগ্য সংগঠক হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। বক্তাগণ মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** আশু মুক্তি কামনা করেন এবং তাবলীগী ইজতেমাকে সফল করার জন্য সকলকে সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

মৃত্যু সংবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, আন্দোলন সিরিজ-২ 'শিরক হইতে বাঁচুন' বইয়ের কাব্যানুবাদক, 'আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র বিশিষ্ট জাগরণী লেখক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সদস্য মুহাম্মাদ জিনাত আলী আর নেই। রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ী থানাধীন উপরবিল্লী নিবাসী মুহাম্মাদ জিনাত আলী গত ১৪ ডিসেম্বর '০৭ শুক্রবার বিকাল ৪-টা ৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। রোগাক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরদিন ১৫ ডিসেম্বর সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় উপরবিল্লী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। জানাযা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক মাষ্টার ও অত্র এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুসলিম প্রমুখ।

অগ্রণী পার্সেল সার্ভিসেস
অগ্রণী কার্গো সার্ভিস
অগ্রণী এক্সপ্রেস মুভারস
অগ্রণী ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী

– প্রধান কার্যালয় –

৮১/বি/২ হোসেনী দালান রোড, চানখারপুল, ঢাকা।
ফোন: ৭৩০০০৬২, ৭৩৯৩১০১, ফ্যাক্স: ৮৮০ ২ ৯৩৪২২৪২: ই মেইল: ধমৎধহর@নধহমষধ.হবঃ

-শাখা সমূহ-

ঢাকা	ঃ	৭ কমিটিগঞ্জ লেন, বাবুবাজার মোড়, ঢাকা। ফোনঃ ৭৩৯৩১০১
চট্টগ্রাম	ঃ	৩৬৬ ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, আবুল খায়ের মার্কেট, কদমতলী, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৭২৩৩৯২।
খুলনা	ঃ	৫ আপার যশোর রোড, খুলনা। ফোনঃ ৭২৫৯৫৩।
যশোর	ঃ	জেলা রোড, যশোর। ফোনঃ ৬৬৪৮৭।
ফরিদুপর	ঃ	আলীপুর মোড়, ফরিদপুর। ফোনঃ ৬২৫০৭।
নোয়াপাড়া	ঃ	নোয়াপাড়া বাজার, নোয়াপাড়া। ফোনঃ ৩১২।
গোপালগঞ্জ	ঃ	মাদ্রাসা রোড, গোপালগঞ্জ।
দৌলতপুর	ঃ	কলেজ রোড, দৌলতপুর।

ইলেকট্রোনিক্স

* এখানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এ্যামপ্লিফায়ার সহ মাইক ও বক্স এবং পি.এ বক্স সহ পি.এ সেট ভাড়া পাওয়া যায়।
* এ্যামপ্লিফায়ার
* মাইক
* রেডিও
* টিভি
* চার্জার ফ্যান
* পাম্প মটর ও টেপ রেকর্ডার মেরামত করা হয়।

মুহাম্মাদ আসলাম দৌলা খাঁন
পরিচালক
মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭০৪৪৪
মোবাইলঃ ০১৭১২-৭৭২৩৫৭; ০১৭১১-৯৬২০৯২; ০১৭১৬-৯৬০৮৮৯

মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক বছর

গত ১২ জানুয়ারী বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি বছর পূর্ণ হ'ল। এ সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা দু'টোই আছে। একটু অতীতে দৃষ্টি ফেরালে দেখতে পাই, বিগত বছরে ঘটে গেছে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা। গোটা জাতি তখন অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। জান-মালের নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক হানাহানি, বিভেদ-বিরোধ, সন্ত্রাস-সংঘর্ষ, মারামারি-হরতাল, ধর্মঘট, ঘেরাও, জ্বালাও-পোড়াও সহ সার্বিক পরিস্থিতি এমন চরমে পৌঁছে ছিল যা মনে হ'লে এখনো আতঁকে উঠে প্রতিটি বিবেকবান মানুষ। দেশের মানুষ এ অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির প্রহর গুণছিল ঠিকই, কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। সবাই চাতক পাখির ন্যায় তাকিয়েছিল বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথপানে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আবির্ভাব। হ্যাঁ, এ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দৃঢ় পদক্ষেপে দেশ ও জাতিকে গৃহযুদ্ধের কবল থেকে মুক্ত করলেন। জনগণ আবারো নতুন করে স্বপ্ন দেখা আরম্ভ করল। এ সরকার নতুন আঙ্গিকে সাজালেন নির্বাচন কমিশন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীন-সার্বভৌম সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ দুর্নীতি। একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন দেশবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল। এ সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে ঢেলে সাজিয়েছেন। শুধু তাই নয় তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে অনেক শীর্ষ রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলাকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনেছেন। যারা কোনদিন কল্পনাও করেনি যে, তাদেরকে স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি পেতে হবে। সময়ের ব্যবধানে তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এ সরকার প্রমাণ করেছেন আইনের কাছে সকলে সমান। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণও এ সরকারের আরেকটি বড় সফলতা। একই বছরে পরপর দু'বার বন্যা ও একবার সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত দেশবাসির পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যা সমাধানে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা দেশবাসী স্মরণে রাখবে। এছাড়াও নানা ধরনের কল্যাণমুখী পদক্ষেপের কারণে এ সরকার স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর আমাদের প্রিয় শিক্ষক **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বিনা অপরাধে দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ কারান্তরীণ থাকলেও বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক আদালত কর্তৃক দোষী প্রমাণিত হয়ে শাস্তি পাওয়ার পর প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমায় বেরিয়ে আসলেও ডঃ গালিব স্যারের মত একজন শিক্ষাবিদের ব্যাপারে সরকারের এমন নিরবতা আমাদেরকে যারপর নাই হতবাক ও বিস্মিত করেছে। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিন্দুমাত্রও সরকার প্রমাণ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে অধিকাংশ মামলায় তিনি অব্যাহতিও পেয়েছেন। দু'একটি মামলায় পরিকল্পিতভাবে চার্জশীটভুক্ত করে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে আমরা জ্ঞান পিপাসুরা বঞ্চিত হচ্ছি জ্ঞানের এই মহীরুহ থেকে জ্ঞানের মণিকাঞ্চন আহরণে। জাতি বঞ্চিত হচ্ছে তাঁর ইলমী ও দ্বীনী খিদমত হ'তে। পরিবার-পরিজন বঞ্চিত হচ্ছে তার সাহচর্য থেকে।

নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে একজন নির্দোষ, নিরপরাধ শিক্ষাবিদ কারান্তরীণ থাকবেন, এটা যেন এই সরকারের সকল সফলতাকে ম্লান করে দিচ্ছে। এ সরকার তাঁদের দ্বিতীয় বছরে কোন পদক্ষেপ নিবেন কি-না এখন সেটাই দেখার বিষয়। আমরা আশা করি এ সরকার অনতিবিলম্বে ডঃ গালিব স্যারের মুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে।

** ইমামুদ্দীন*
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সোনার বাংলা কেন দুর্নীতিগ্রস্ত?

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে একটি নতুন দেশের আবির্ভাব হয়েছিল। সেটির নাম বাংলাদেশ, আমাদের প্রাণপ্রিয় সোনার বাংলা। কিন্তু এই সবুজ শ্যামল অপরূপ মুসলিম দেশটি কেন দুর্নীতিগ্রস্ত? কেন এই দেশটি টানা পঞ্চমবারের মত বিশ্বের বুকে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে পরিচিত হ'ল? এর মূল তত্ত্বটি কি? এর দায়ভার কে কাঁধে নিবে? যে কোন দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের জন্য এর চাইতে লজ্জাকর আর কি হ'তে পারে? আসলে কারা এই দুর্নীতির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত? তারা কি অশিক্ষিত, না দেশের উচ্চশিক্ষিত সুশীল সমাজ? এই সুশীল সমাজের মধ্যে কেন দুর্নীতির রাহুগ্রাস বিরাজ করছে? এর কারণ হচ্ছে আমাদের মাঝে রয়েছে সুশিক্ষার অভাব, নৈতিকতার অভাব, সঠিক ইসলামী জ্ঞান, আক্বীদা ও আদর্শের অভাব। কারণ একটা শিশুকে যদি স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আধুনিক ও উন্নত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা, সঠিক ইসলামী জ্ঞান, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আদর্শ শিক্ষা দেয়া হয়, তবে সেই শিশুটি বড় হয়ে অফিস আদালতে বসে টেবিলের নীচ দিয়ে নীতিহীন ও বিবেক বর্জিত কাজ কখনই করতে পারে না। কেননা তার নীতিজ্ঞান, তার আদর্শ তাকে নীতিহীন কাজ না করার জন্য বার বার তাড়িত ও অনুপ্রাণিত করবে। ফলশ্রুতিতে সে এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের জন্য সঠিক ইসলামী জ্ঞান, আক্বীদা ও আদর্শ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু কেন? তবে কি যারা দেশের উন্নয়নের জন্য চিন্তা করেন এবং কিভাবে একটা শিশুর মেধা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে উন্নত ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা যায় এ বিষয়ে যারা ভাবেন তারাই কি পরোক্ষভাবে দুর্নীতি সৃষ্টি ও বিকাশে সহযোগিতা করছেন? দেশের বর্তমান পরিস্থিতি যদি এই হয় তবে মানুষের নৈতিক অধঃপতন হ'তে আর কত দেরী? এরূপ হ'লে সোনার বাংলা হারিয়ে যাবে কালের অতল গহ্বরে, নিমজ্জিত হবে অধঃপতনের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তখন হাযারো চেষ্টা করলেও তা কোন কাজে আসবে না। কবির ভাষায়-

রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফিরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

** মুকুল*
মোল্লাপাড়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৬১)ঃ ইবরাহীম (আঃ)-কে রক্ষা করার জন্য ব্যাঙ অগ্নিকুণ্ডে পেশাব করেছিল। তাই ব্যাঙের পেশাব পবিত্র। আর ঝাউগাছ তাকে পুড়ানোর জন্য সম্মত হয়েছিল। তাই ঝাউগাছ ব্যবহার করা ঠিক নয়। উক্ত ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আযীযুল হক
সিতাইকুন্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ ইবরাহীম (আঃ)-কে রক্ষা করার জন্য টিকটিকি ব্যতীত ব্যাঙ সহ পৃথিবীর সকল প্রাণীই সহযোগিতা করেছিল। সায়েবা হ'তে বর্ণিত, তিনি একদা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তার বাড়ীতে একটি বল্লম দেখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি এটা দ্বারা কী করেন। তিনি বললেন টিকটিকি মারি। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন টিকটিকি ব্যতীত সমস্ত প্রাণী আগুন নিভানোর কাজে লিপ্ত ছিল। আর টিকটিকি আগুনে ফুঁ দিয়েছিল। যার কারণে নবী করীম (ছাঃ) একে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ হা/৩২৩১)*। আব্দুর রহমান বিন ওছমান আল-কুরাইশী হ'তে বর্ণিত, জনৈক ডাক্তার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ব্যাঙ দ্বারা চিকিৎসা করতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যাঙকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন *(তাহক্বীক্ব আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ হা/৩৮৭১)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছ দ্বারা ব্যাঙের গোশত হারাম সাব্যস্ত হয়। তাই তার পেশাব অপবিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নঃ (২/১৬২)ঃ আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। (১) বয়স্ক যেনাকারী (২) মিথ্যুক শাসক (৩) অহংকারী দরিদ্র। প্রশ্ন হ'ল, অহংকারী দরিদ্র বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

-জাহিদুল ইসলাম
রহমানিয়া দাখিল মাদরাসা
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সম্পদ থাক বা না থাক কোন অবস্থাতেই অহংকার করা জায়েয নয়। সে ক্ষেত্রে একজন নিঃস্ব-দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে অহংকার করা আরো গর্হিত অন্যায়। যেমন যেনা করা যুবক, বৃদ্ধ উভয়ের জন্যই হারাম। এতদসত্ত্বেও একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি যেনার কাজে লিপ্ত হয় তাহ'লে তা আরো অন্যায়। এছাড়া দরিদ্র ব্যক্তি বড়লোকী দেখাতে গিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত করলেও অংহকারী দরিদ্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই আল্লাহ এ ধরণের ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৯)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৬৩)ঃ কিছু সংখ্যক মুছল্লীকে বাদ মাগরিব ২০ রাক'আত বা ৬ রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। এর কোন ছহীহ দলীল আছে কি?

-আশরাফ
পাথরঘাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বাদ মাগরিব দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯-৬০)*। ছয় ও বিশ রাক'আতের হাদীছ দু'টি জাল। মুহাদ্দিছগণ উক্ত হাদীছের রাবী ইয়াকুব ইবনু ওয়ালিদকে মিথ্যুক ও হাদীছ জালকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৩-৭৪)*। উল্লেখ্য, উক্ত ছালাত অনেকের মাঝে 'ছালাতুল আওয়াবীন' নামে পরিচিত, যা ঠিক নয়। মূলতঃ চাশতের ছালাতকেউ 'ছালাতুল আওয়াবীন' বলে।

প্রশ্নঃ (৪/১৬৪)ঃ ছালাতের মধ্যে শরীরের কোন অঙ্গের জোড়া ফোটানো যাবে কি?

-হাসান মুন্সী
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে উঠা-বসা করতে যদি কোন অঙ্গ এমনিতেই ফোটে যায় তাহ'লে অসুবিধা নেই। কিন্তু স্বেচ্ছায় ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল বা জোড়া ফুটালে মুছল্লীদের খুশু-খুযু নষ্ট হয়। এ কারণে ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো নিষেধ *(ইরওয়া ২/৯৯ পৃঃ হা/৩৭৮-এর আলোচনা দ্রঃ নায়লুল আওতার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯)*।

প্রশ্নঃ (৫/১৬৫)ঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কি হাদীছ সম্মত? যে দিনে বা বারে গোলায় ধান তোলা হয় সেই বারে নামানো যায় না। বৃহস্পতি ও রবিবারে বাঁশ কাটা নিষেধ। ঘর ঝাড়ু দিয়ে সেই ময়লা বাহিরে ফেলা নিষেধ। দরজায় বসে ভাত খাওয়া, বৈশাখ ও ভাদ্র মাসে বাড়ির বৌকে বাবার বাড়ী আনা-নেওয়া নিষেধ। ভাদ্র মাসে জন্ম হ'লে

শ্রাবণ মাসে তাকে সকল ফল খাওয়াতে হবে। সন্ধ্যার পর ঘর থেকে অন্যকে টাকা-পয়সা দেওয়া যায় না ইত্যাদি।

-সাঈদুর রহমান
শোলমারী, মেহেরপুর সদর।

উত্তরঃ উক্ত ধারণাগুলি সবই কুসংস্কার। এধরণের আক্বীদা পোষণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলম *(লোকমান ১৩)*। যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না *(নিসা ১১৬)*। সুতরাং এ ধরনের কুসংস্কার থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (৬/১৬৬)ঃ কবরস্থানের ফাঁকা যায়গায় (যেখানে কবর নেই) জানাযার ছালাত পড়া যাবে কি?

-মাওলানা নো'মান
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত স্থানে জানাযার ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা' ব্যতীত যমীনের সবই মসজিদ' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৩৭ সনদ ছহীহ)*। তবে জানাযার ছালাত না পেলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কবরকে সামনে রেখে জানাযা পড়া যাবে। যেমনভাবে জনৈকা মহিলার জানাযা রাসূল (ছাঃ) পড়েছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৯)*।

প্রশ্নঃ (৭/১৬৭)ঃ হাঁস-মুরগী যবেহ করার পর উহার লোম পরিস্কার করার জন্য গরম পানিতে দেওয়ার পূর্বেই কি তার নাড়িভুঁড়ি বের করতে হবে? কেউ বলেন যে, গরম পানিতে দেওয়ার আগে নাড়িভুঁড়ি বের না করলে গোশত হারাম হয়ে যাবে। এটা কি ঠিক?

-মোস্তাফীযুর রহমান
ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত কারণে গোশত হারাম হবে এমন কথা ঠিক নয়। তবে প্রাণী যবাই করে সম্পূর্ণ নিস্তেজ হওয়ার পর গরম পানিতে দিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৪৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৬৮)ঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্মদিনের স্মরণে কোন প্রাণী যবেহ করলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি?

-আবু হাসান
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মদিনের স্মরণে কোন প্রাণী যবেহ করা জায়েয নয়। এটা বিদ'আত। তবে আল্লাহ্র নামে যবেহকৃত যেকোন হালাল প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হ'লে তার গোশত খাওয়া হারাম হবে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯)ঃ যদি কোন মহিলার মুখে দাড়ি গজায় তাহ'লে শেভ করা যাবে কি?

-নাম ও ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ আল্লাহ পাক পুরুষদের দাড়ি দিয়েছেন। মহিলাদের নয়। মহিলাদের দাড়ি গজাবে না এটিই স্বাভাবিক। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে কোন নারীর দাড়ি গজালে এটি অসুস্থতাজনিত কারণে হয়ে থাকবে। যার চিকিৎসা করানো উচিত। আর এ অবস্থায় মহিলাদের শেভ করা দোষণীয় নয়। কেননা দাড়ি শেভ করা নিষেধ সংক্রান্ত যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। মহিলাদের জন্য নয় *(ফাতহুলবারী ১০/৩৫১-৩৭৭)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০)ঃ যদি কারো মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাক'আত ও ফজরের দু'রাক'আত ছালাত ছুটে যায় তাহ'লে কি তা জেহরী ক্বিরাআতে আদায় করবে?

- ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ যদি কারো মাগরিব ও এশার ছালাতের প্রথম দু'রাক'আত ছুটে যায় তাহ'লে সে পরের দু'রাকা'আতে নীরবে ক্বিরা'আত পড়বে। আর ফজরের দু'রাক'আত সরবে পড়বে। কারণ ইমামের সাথে যা পাবে তা তার ছালাতের প্রথম হিসাবে গণ্য হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যখন ইক্বামত শুনবে তখন শান্তভাবে ছালাতের দিকে যাও এবং তাড়াহুড়া করো না। যা পাবে তা আদায় করো এবং যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করো *(তিরমিযী)*। অর্থাৎ মাসবূক্ব ইমামের সালামের পরে সে তার ছুটে যাওয়া ছালাত আদায় করবে। ইমামের সাথে যা পাবে তা তার ছালাতের প্রথম এবং যা ছুটে যাবে তা তার ছালাতের শেষ অংশ বলে গণ্য হবে। এজন্য মাগরিবের ছুটে যাওয়া দু'রাক'আতের প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা সরবে পড়বে এবং ২য় রাক'আতে নীরবে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। এশার ছুটে যাওয়া দু'রাক'আতে নীরবে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। ফজরের ছুটে যাওয়া ছালাত এক রাক'আত হউক বা দু'রাক'আত সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা সরবে পড়বে। কারণ ফজরের ছালাতে নীরবে ক্বিরাত নেই *(ফাতাওয়া আল-লাজনাতুদ দায়েমাহ ৬/৪০৫)*। তবে ছুটে যাওয়া ছালাত পড়ার সময় নিম্নস্বরে ক্বিরা'আত বলা ভাল। যেন পরস্পরের ক্বিরা'আতে সমস্যা না হয়।

প্রশ্নঃ (১১/১৭১)ঃ মৃত প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে ও মেয়ের একই সাথে জানাযার ছালাত পড়ানো যাবে কি?

- তৈয়মুর রহমান
ফার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ছেলে ও মেয়ের একই সাথে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে। এক্ষেত্রে পুরুষের লাশ ইমামের কাছাকাছি সম্মুখে রাখবে। অতঃপর মহিলার লাশ রাখবে *(শারহুল মুনতাহা ২/৫৫; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১৫)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৭২)ঃ লোকমান হাকিম কি নবী ছিলেন? নাকি বিশিষ্ট জ্ঞানী ছিলেন?

-লিয়াকত
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ লোকমান নবী ছিলেন, নাকি একজন সৎ বান্দা ছিলেন এ সম্পর্কে সালফে ছালেহীনের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি নবুয়ত ছাড়াই একজন সৎ বান্দা ছিলেন। সুফিয়ান ছাওরী ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে, ক্বাতাদাহ (রাঃ) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে এবং সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব সহ অনেকেই বলেছেন, লোকমান নবী ছিলেন না। বরং তিনি একজন সৎ বান্দা ছিলেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১১/৫০)*। উল্লেখ্য, যে সমস্ত আছার দ্বারা তার নবী হওয়া প্রমাণিত হয় সেগুলি যঈফ *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১১/৫১)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৭৩)ঃ হাদীছে আছে, 'তোমরা সিজদায় বেশী বেশী দো'আ কর'। এখানে দো'আ বলতে কী বুঝানো হয়েছে? সিজদায় তাসবীহ ছাড়া অন্য কোন দো'আ পড়া যাবে কি?

-শামসুল আলম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সিজদায় কুরআনের দো'আ ছাড়া ছহীহ হাদীছে বর্ণিত যেকোন দো'আ পাঠ করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! আমাকে রুকূ এবং সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা রুকূতে আল্লাহ্র মহত্ব প্রকাশ করো এবং সিজদায় বেশী বেশী দো'আ করো। কারণ সিজদায় দো'আ কবুল হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৭৪)ঃ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বব কাটা যাবে কি?

-আকলিমা খাতুন
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ চুল লম্বা রাখাই মহিলাদের জন্য সৌন্দর্য। বব কাটার মাধ্যমে সৌন্দর্য বাড়ে না। তাছাড়া এমনভাবে চুল কাটা যাবে না, যাতে পুরুষের সাথে মহিলার এবং মহিলার সাথে পুরুষের এবং অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পুরুষের সাথে মহিলার এবং মহিলার সাথে পুরুষের সাদৃশ্য পোষণকারীকে অভিসম্পাত করেছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, হা/৪৩৪৭)*। বব কাটা যেহেতু অমুসলিমদের অনুকরণ তাই তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৫/১৭৫)ঃ পেশাব করার পর পানি না নিয়ে এক কোমর পানিতে নেমে গোসল করে ওযূ করলে ওযূ শুদ্ধ হবে কি?

-আতাউর রহমান
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত স্বভাব ভাল নয়; বরং কোন কারণ না থাকলে পেশাব করার পর পানি নেওয়া ভাল। তবে পেশাব করার পর পানি না নিয়ে এক কোমর পানিতে নামলে এতেই তার পানি নেওয়ার কাজ হয়ে যাবে। অতঃপর গোসল করে ওযূ করলে ওযূ শুদ্ধ হবে।

প্রশ্নঃ (১৬/১৭৬)ঃ হায়েয অবস্থায় মহিলারা ঈদের তাকবীর পাঠ করতে পারে কি?

-যাকিয়া সুলতানা
কলরোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঋতুবতী মহিলারা ঈদের তাকবীর পাঠ করতে পারে। ঋতুবতী মহিলারা ছালাত আদায় ব্যতীত অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তারা ঈদগাহে পুরুষের পেছনে থাকবে, তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর পাঠ করবে *(ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭৭)ঃ মহিলার ইমামতিতে ঈদের ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-নাজমুন্নাহার
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারী-পুরুষ সকল মুসলিমকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৯৮০)*। যদি কোন কারণবশত কোন পুরুষ বা মহিলা জামা'আতে উপস্থিত হ'তে না পারে তাহ'লে তারা পুরুষ ইমামের মাধ্যমে কেবল দু'রাক'আত আদায় করবে। মহিলার ইমামতিতে ঈদের বিশেষ জামা'আত করার কোন ভিত্তি নেই। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) তার দাস ইবনে আবী উতবাকে তার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে জামা'আত সহকারে তার ইমামতিতে ঈদের ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, 'ঈদায়েনের ছালাত ছুটে যাওয়া' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৭৭)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৭৮)ঃ আল্লাহ্র কাছে নিম্নোক্তভাবে দো'আ করা যাবে কি? 'হে আল্লাহ যদি কল্যাণ থাকে তাহ'লে তার সাথে আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিও'।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ এরূপ দো'আ করতে পারে। তবে কাউকে নির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে সতীসাধ্বী নারীর জন্য দো'আ করা ভাল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩)*। কারণ প্রকৃত কল্যাণ কার মধ্যে আছে তা কারো জানা নেই *(বাক্বারাহ ২১৬)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৭৯)ঃ জনৈক মুসলিম ব্যক্তি হিন্দুর পূঁজাতে পাঁঠা কিনে দিয়েছে। তাই তাকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। সে সমাজে ফিরে আসতে চাইলে তার জন্য করণীয় কি?

-তাসলীম মোল্লা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তি মহা অন্যায় করেছে। কারণ সে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে মূর্তিকে নযর দিয়েছে। যা মুশরিক-কাফেরদের কাজ। অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে দান করা হারাম *(মায়েদা ৩)*। এখন সে যদি ফিরে আসতে চায় তাহ'লে তাকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে খাঁটি তওবা করতে হবে। সমাজের কাছে ভুল স্বীকার করে পুনরায় এ ধরণের অন্যায় না করার অঙ্গিকার করতে হবে। কারণ এতে মুসলিম সমাজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ (২০/১৮০)ঃ ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত কি তারতীল ছিল, নাকি হদর ছিল?

-সিরাজুল ইসলাম
শ্রীপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় (ছালাতের ভিতরে ও বাইরে) তারতীল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি সূরা পড়তেন এবং তারতীল সহকারে পড়তেন এমনকি তা লম্বা থেকে লম্বা হ'ত। আনাস (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তিনি টেনে বা মাদ সহকারে পড়তেন *(বুখারী হা/৫০৪৬)*। উম্মু সালামা (রাঃ)-কে তাঁর ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তিনি প্রত্যেকটি আয়াত কাটা কাটা করে পড়তেন *(আহমাদ ৬/৩০২, হা/২৬৬৯২; আবুদাউদ হা/৪০০১; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১৪/১৬১)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৮১)ঃ বায়তুল মাল বা ছাদাক্বাতুল ফিতরের টাকা গোরস্থানের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি?

-মেছবাহুল ইসলাম
টিবালীচর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বায়তুল মাল বা ছাদাক্বাতুল ফিতরের টাকা গোরস্থানের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ ছাদাক্বাতুল ফিতরের অর্থ বিতরণের জন্য সূরা তওবার মধ্যে যে ৮টি খাত বর্ণনা করা হয়েছে গোরস্থান সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। খাতগুলি হ'ল- (১) 'ফক্বীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত আদায়কারী কর্মচারী (৪) অমুসলিমদের আকৃষ্ট করতে (৫) দাস মুক্ত করতে (৬) ঋণগ্রস্তদেরকে (৭) আল্লাহ্র পথে ও (৮) মুসাফির' *(তওবা ৬০)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৮২)ঃ গরু, ছাগল কিংবা উটের গোশত, রক্ত, রস যদি কাপড়ে লাগে তাহ'লে সেই কাপড়ে ছালাত হবে কি?

- মোস্তফা কামাল
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ গরু, ছাগল বা উটের গোশত, রক্ত, রস কাপড়ে লাগলে ছালাত হবে। কারণ এগুলো অপবিত্র নয়। এমনকি যেসকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলির পেশাব-পায়খানাও পবিত্র। যা কাপড়ে লাগলে ছালাতের কোন ক্ষতি করবে না। আনাস (রাঃ) বলেন, উকল অথবা উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনায় আগমন করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে লিকাহ নামক স্থানে যেতে বলেন এবং তাদেরকে যাকাতের উটের পেশাব এবং দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন *(বুখারী, মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১)*। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে উটের বা যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল তার পেশাব-পায়খানা নাপাক নয়।

প্রশ্নঃ (২৩/১৮৩)ঃ তাকবীরে তাহরীমা বা অন্য সময় হাত কতটুকু উঠাতে হবে?

-রহিমুল হাসান
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ তাকবীরে তাহরীমা এবং অন্যা সময়ে হাত কাঁধ অথবা কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়াকালীন ও রুকু হ'তে উঠাকালীন সময়ে এবং তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে হাত বাঁধার সময় কাঁধ বা কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠাতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৪)*। উল্লেখ্য, কানের লতি ধরা বা কানের উপরে হাত তুলা অথবা হাত উঠানোর ভান করা সুন্নাতের খেলাফ।

প্রশ্নঃ (২৪/১৮৪)ঃ জনৈকা মহিলার একজনের স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে রক্তের প্রয়োজন হ'লে কোথাও রক্ত না পাওয়ায় স্বামীর মায়ের রক্ত প্রদান করা হয়। এতে কি কোন বাধা আছে?

-আব্দুল জব্বার
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জীবন বাঁচানোর জন্য রক্তদান ছাড়া অন্য কোন পন্থা না থাকলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে শাশুড়ির রক্ত দেওয়া যায়। এতে কোন অসুবিধা নেই *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৮৫)ঃ আল্লাহ তা'আলার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। এজন্য নাকি এ বিষয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। একথা কি ঠিক?

-আশীকুর রহমান
পাকুড়িয়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ্র উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

বলেন, 'মানুষ জিজ্ঞাসা অব্যাহত রাখবে এমনকি তারা বলবে, এটা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলাকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন তারা এটা বলে, তখন তোমরা বল, আল্লাহ এক, আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি, তার সমকক্ষ কেউ নেই। অতঃপর সে যেন বাম দিকে তিনবার থুক ফেলে এবং বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চায়' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭৫; ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৯৫১)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৮৬)ঃ মুখে নেকাব লাগিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রোকসানা পারভিন
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুখ ঢেকে ছালাত আদায় করা যাবে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০১; আবুদাউদ হা/৬৪৩, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৮৭)ঃ জনৈক ইমাম তার ভাষণে বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বলেছেন, তোমার সতীনকে সালাম দিও। একথা শ্রবণ করে তিনি বলেন, আমার তো কোন সতীন নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ জান্নাতে ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়ার সাথে আমার বিবাহ দিবেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুতীউর রহমান
কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জান্নাতে মারইয়াম বিনতে ইমরান, মূসা (আঃ)-এর বোন কুলসুম এবং ফেরাঊনের স্ত্রী আছিয়ার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবাহ দেওয়া হবে মর্মে বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৮১২; আব্দুর রহমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আল জাওযী, আল মুনতাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৮৮)ঃ 'ছালাতুল আওয়াবীন' সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-আব্দুর রশীদ
বোয়ালিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'ছালাতুল আওয়াবীন' সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতুল আওয়াবীন' -এর সময় হল তখন, যখন (রোদের তাপে) উটের বাচ্চার ক্ষুর গরম হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২)*। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় আছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, চাশতের দু'রাক'আত ছালাতই এ জন্য যথেষ্ট' *(আবুদাউদ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১)*। উল্লেখ্য যে, এই ছালাত সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে আদায় করলে 'ছালাতুল ইশরাক' এবং অর্ধদিবসের কিছুক্ষণ পূর্বে আদায় করলে তাকে 'ছালাতুল আওয়াবীন' বলে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৫১-৫২)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৮৯)ঃ এ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট রোগের কারণে ছিয়াম অবস্থায় ইনহেলার গ্রহণ করা যাবে কি?

-আব্দুত তাওয়াব
আঁখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইনহেলার কোন খাদ্য নয়; বরং তা জীবন রক্ষার একটি উপকরণ মাত্র। তাই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সুবিধার্তে ইনহেলার গ্রহণ করলে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না *(ফাতাওয়া ওছায়মীন, পৃঃ ৪৭৫, ফাতাওয়া নং ৪১৪)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৯০)ঃ মূসা (আঃ)-এর বয়স কত ছিল। প্রমাণ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাওলানা নো'মান
দোয়ারপাল, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মূসা (আঃ) ১২০ জীবিত ছিলেন মর্মে ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় *(আল-মুনতাযাম ১/৩৭৬; তারীখু ত্বাবারী ১/৪৩৪)*। তবে এ ধরনের বর্ণনার সত্যতা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩১/১৯১)ঃ আমার জামাই এবং মেয়ের সংসার করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন কারণবশতঃ আমি জোরপূর্বক জামাইয়ের কাছ থেকে মেয়েকে তালাক নেই। ক্বাযীর সামনে জামাইও ১-২-৩ তালাক প্রদান করে। এখন মেয়ে ও জামাই দু'জনে আমার অজান্তে অন্যখানে আবার ক্বাযীর দ্বারা বিবাহ করে সংসার করছে। এখন সমাজের লোকেরা বলছে যে, তোমার মেয়েকে হিল্লা দিতে হবে। অন্যথায় আমরা তোমাকে সমাজে রাখব না। বিষয়টির সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ইসমাঈল
গোপালপুর, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ পিতা যদি জোরপূর্বক তালাক নিয়ে থাকে তাহ'লে তালাক হয়নি। কারণ জোরপূর্বক তালাক দিলে সেই তালাক হয় না *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/২০৪৬, ৭/১১২)*। তাছাড়া জামাই এক বৈঠকে তিন তালাক দিলেও তা এক তালাক হয়েছে। কারণ এক সঙ্গে তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হবে *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১০৭০-৭১)*। এমতাবস্থায় তার স্ত্রীকে ইদ্দত কালের মধ্যে এমনিতেই ফিরিয়ে নিতে পারবে, আর ইদ্দত শেষ হ'লে শুধু নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে *(মুসলিম হা/১৪৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯)*। প্রশ্নের বিবরণ সঠিক হ'লে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ ও ঘর-সংসার বৈধ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'হিল্লা' এক জঘন্য প্রথা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিল্লাকারীকে ভাড়াটে ষাড়ের সাথে তুলনা করেছেন *(দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৯৬; ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৯৭, ৬/৩০৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৯২)ঃ আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবার সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহের সময় আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী ওলী ছিলেন। অথচ রাসূল (ছাঃ) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেননি এবং বাদশাহ নাজাশীও আরবে আসেননি। এটা কিভাবে সম্ভব হ'ল?

- আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ আরব ভূমি ও আবিসিনিয়ার মাঝে একটি সমুদ্রের ব্যবধান থাকলেও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বাদশাহ নাজাশীর যোগাযোগ ছিল। আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবার স্বামী ওবাইদুল্লাহ ইবনু জাহশ এক সময় খৃষ্টান হয়ে যায় এবং অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আর উম্মে হাবীবা ইসলামের উপর অটল ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমর ইবনু উমাইয়া আয-যমরীকে উকীল বানিয়ে বাদশাহ নাজাশীর নিকট উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। তাঁর প্রস্তাব পেয়ে বাদশাহ নাজাশী নিজেই ওলী হয়ে তার সাথে উম্মে হাবীবার বিয়ে দেন। মোহর হিসাবে ৪০০ দিনার নির্ধারিত হয় *(আওনুল মা'বূদ ৬/১০৪-১০৯ 'ওলী' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, যার ওলী নেই বাদশা নিজেই তার ওলী হবে *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২০৮৩)*

প্রশ্নঃ (৩৩/১৯৩)ঃ পায়খানায় থাকা অবস্থায় আযান শুনতে পেলে উত্তর দিতে হবে কি?

-ছাদেকুযযামান
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পায়খানায় থাকা অবস্থায় আযানের উত্তর দেওয়া কিংবা কোন ধরনের যিকির করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) পেশাব-পায়খানা সেরে 'গুফরা-নাকা' বলে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইতেন *(আবুদাঊদ হা/৩০)*। উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, পায়খানা রত অবস্থায় তিনি যিকির থেকে বিরত থাকতেন। অতএব পায়খানা রত অবস্থায় আযানের উত্তর দেওয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৯৪)ঃ কোন ব্যক্তি যদি ৪০ দিন পর্যন্ত গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার না করে তাহ'লে তার ছালাত হবে না, কথাটি কি ঠিক?

-আবূ তাহের
খুলনা।

উত্তরঃ ছালাত হবে না কথাটি ঠিক নয়। তবে নির্দেশ হ'ল ৪০ দিনের মধ্যে পরিষ্কার করা। এর অর্থ এই নয় যে, তা ৪০ দিন পর্যন্ত রাখতে হবে। বরং ৪০ দিন হওয়ার পূর্বেই পরিষ্কার করতে হবে *(নায়লুল আওত্বার ১/১৬৯)*। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা। আমরা যেন ৪০ দিনের বেশী ছেড়ে না দিই *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার, ১/১৬৮)*। উক্ত বিষয়গুলি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও মুসলিম সমাজে এর কোন গুরুত্ব নেই। দাড়ি মুন্ডন করে লম্বা গোঁফ রাখা ও নখ রাখা এখন বিধর্মীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এভাবে ক্রমেই মুসলিম সংস্কৃতি বিদায় নিচ্ছে আর জাহেলী সংস্কৃতি চালু হচ্ছে।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৯৫)ঃ যে ব্যক্তি ছালাত শেষে মাথায় হাত রেখে ১০ বার 'ইয়া ক্বাবিইয়ু', 'ইয়া মাতীনু' পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে দিবেন। কথাটি কি ঠিক?

-আলমগীর
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ উপরোক্ত কথার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। সুতরাং উক্ত আমল থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৯৬)ঃ মানুষের মাথায় জট রাখার কোন বিধান আছে কি?

- নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ চুল অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন রাখার ফলে জট হয়। শরী'আতে এই জঘন্য অভ্যাসের স্থান নেই। এক শ্রেণীর ভণ্ড ফকীরেরা মাথায় এ ধরণের ময়লা-আবর্জনা নিয়ে সমাজে চলা-ফেরা করে। এদের সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার চুল রয়েছে, সে যেন তার যত্ন নেয় *(আবু দাঊদ, হিদাআতুর রুওয়াত হা/৪৩৭৮ সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৯৭)ঃ কবর খননকালে কবরে মৃতের হাড় পাওয়া গেলে ঐ হাড়গুলো কোথায় কিভাবে রাখতে হবে?

- আবেদ
আরবী প্রভাষক
নিতপুর ফাযিল মাদরাসা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কবরে যতদিন মুমিনের লাশের কোন অংশ বাকী থাকবে, ততদিন তাকে সম্মান করতে হবে। সেখানে পুনরায় কবর দেওয়া যাবে না। তবে লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে পুনরায় দাফন করা যাবে ও সাধারণ মাটির ন্যায় সেখানে সবকিছু করা যাবে। কিন্তু যেকোন সাধারণ অজুহাতে কবরের মান হানিকর কোন কিছু করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১)*। যদি কবর খুঁড়তে গিয়ে মৃতের হাড় পাওয়া যায় তাহ'লে কবর খনন বন্ধ করতে হবে। কিন্তু খনন শেষে পাওয়া গেলে হাড় কবরের এক পাশে রেখেই সেখানে নতুন লাশের কবর দিতে হবে। কেননা এক এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা জায়েয আছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৯৮)ঃ এক জায়গায় লিখা দেখলাম, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত শেষে নির্দিষ্ট পাঁচটি শব্দ যেমন 'হুওয়াল আলিউল আযীম' ইত্যাদি ১০০ বার পড়তে হবে। এর ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ফয়েযুদ্দীন
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ১০০ বার 'সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' বলার ছহীহ হাদীছ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনে ১০০ বার 'সুবাহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলবে সমুদ্রের ফেনা সম তার গুনাহ থাকলে, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৯৯)ঃ কুরআন খতম করার পর করণীয় কি? কুরআন খতমের ছওয়াব মৃত ব্যক্তি পায় কি? ইহা নিজের ও জীবিতদের নামে বখশে দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ফিদা হাসান
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ কুরআন খতমের পরে করণীয় হচ্ছে নিজ পরিবার-পরিজন ও সকল মুমিন মুসলিম নর-নারীর জন্য দো'আ করা *(আত-তিরয়ান ফী আদাবে হামালাতিল কুরআন, পৃঃ ৯৪-৯৫; ফাতাওয়া উছাইমীন, পৃঃ ৩৫৪)*। উল্লেখ্য, বর্তমান সমাজে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য নেকী বখশিয়ে দেওয়ার নামে যা করা হয় তা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ মৃত ব্যক্তি উক্ত ছওয়াব পাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২০০)ঃ কেউ যদি ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য ২ দিন বা ১ দিন ছিয়াম রাখার মানত করে তাহ'লে কি সেই মানতের ছিয়াম পালন করতে হবে?

-শাকেরাহ
কালাইবাড়ী, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে কেউ যদি মানত করে তাহ'লে তাকে মানত পূর্ণ করতে হবে। তবে খারাপ উদ্দেশ্যে মানত করলে তা পূর্ণ করা যাবে না। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি আল্লাহ্র আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মানত করে তাহ'লে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে তার নাফরমানির জন্য মানত করে সে যেন তার নাফরমানি না করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৩/৩২২)*।

মাসিক আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ

এতদ্বারা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্মানিত গ্রাহক-এজেন্টদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, 'বাংলাদেশ ডাক বিভাগ' জানুয়ারী '০৮ থেকে নতুন ডাক মাশুল নির্ধারণ করেছে। যা পূর্বের ডাক মাশুলের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশী। সেকারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'আত-তাহরীক'-এর গ্রাহক চাঁদা বাড়াতে হচ্ছে।

নতুন বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	২৫০/= (ষান্মাসিক ১৩০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৩০০/=	৬৫০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৬০০/=	৯৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৮৫০/=	১২০০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২১৫০/=	১৫০০/=

ড্রাফট পাঠানোর জন্য একাউন্ট নাম্বার

মাসিক **আত-তাহরীক**, এস.এন.ডি-১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৮-এর তারিখ পরিবর্তন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য তাবলীগী ইজতেমা'০৮-এর তারিখ অনিবার্য কারণবশত পরিবর্তন করা হয়েছে।

পরিবর্তিত তারিখ ঃ ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারী রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থান ঃ মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা ময়দান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
উদ্বোধন ঃ ১ম দিন আদ আছর।

ভাষণ দিবেনঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম।

উক্ত তাবলীগী ইজতেমাকে সফল করার লক্ষ্যে আর্থিক ও নৈতিক সহ সব ধরনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন এবং ইজতেমায় দলে দলে যোগদান করে অহিভিত্তিক সমাজ গঠনের শপথ নিন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া (এয়ারপোর্ট রোড), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০৭২১-৮৬১৩৬৫, মোবাইলঃ ০১৭১১-১৬৭৭১৭, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৬-২৬৭২৭১।